











# শ୍ରীକୃଷ୍ଣ-ବିଳାସଃ

ଶ୍ରୀମତ୍ ଜୟଗୋପାଳ ଦାମେନ ସମାହତଃ ।

ଶ୍ରୀମଧୁସୂଦନ ଦାମ ଅଧିକାରିଣୀ  
ସମ୍ପାଦିତଃ ପ୍ରକାଶିତଃ ।

ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ରାକନ

ଶ୍ରୀବୈଷ୍ଣବସନ୍ଥିନୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ  
ଏକାଦି ପୋଃ, ଜେନା ହଗଲୀ ।

ବର୍ଷାନ୍ତ ୧୩୨୨

ମୂଲ୍ୟ ୧୦/୦ ଛଅ ଆନା ମାତ୍ର

**Printed by J. N. De, at the  
BANI PRESS.  
63, Nimtola Street, Calcutta.  
1915.**

## ভূমিকা ।

—:—:—

আমরা বৈষ্ণব-সাহিত্যের—শ্রীকৃষ্ণের সহায়তা-কল্পে প্রায় তিন শতাব্দী পূর্বের রচিত এই ‘শ্রীকৃষ্ণ-বিলাস’ নামক লুপ্তপ্রায় গ্রন্থখানির জীর্ণোদ্ধার করিয়া প্রকাশ করিলাম। ইহার প্রতিপাদ্য বিষয় অধিকাংশ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে গৃহীত বলিয়া ভক্ত পাঠকবর্গের নিকট বিশেষ মূল্য বোধ না হইলেও গ্রন্থখানি যখন শ্রীকৃষ্ণলীলা কথায় পূর্ণ, তখন ভরসা করি, তাঁহাদের নিকট কখনই অনাদৃত হইবে না। অনুবাদ যথাসম্ভব প্রাজ্ঞ ও বিশদভাবে লিখিবার চেষ্টা করা হইয়াছে এবং শ্রীমদ্ভাগবত হইতে উদ্ধৃত শ্লোকগুলির অনুবাদে প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবতোষণী ও চক্রবর্তী মহাশয়ের টীকার ভাব অনুসৃত হইয়াছে। এক্ষণে এই গ্রন্থ পাঠে ভক্তবৃন্দের কিঞ্চিৎ প্রীতিলাভ হইলেই আমাদের উদ্দেশ্য সফল হইল মনে করিয়া স্তুতী হইব।

গ্রন্থের রচয়িতা ‘গোপাল দাস’ কি ‘জয়গোপাল দাস’ এই লইয়া অনেক বিতণ্ডা করেন। কিন্তু আমরা যে কথখানি পুঁথি দেখিয়াছি, তাহাতে একই ভণিতা থাকায়, গ্রন্থ-রচয়িতা যে জয়গোপাল দাস, তাহাতে সন্দেহ নাই। গ্রন্থকার শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য ও শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র শ্রীবীরচন্দ্র প্রভুর সময়সাময়িক ছিলেন। ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে গ্রন্থকার সম্বন্ধে যে বৃত্তান্ত লিখিত আছে তাহা নিয়ে উদ্ধৃত হইল—

“রাঢ়দেশে কাঁদরা নামেতে গ্রাম হয়।

তথা শ্রীমঙ্গল জ্ঞানদাসের আলয় ॥

তথাই কায়স্থ জয়গোপালের স্থিতি।

বিদ্যা অহঙ্কারে তার জন্মিল দুর্দ্বিতি ॥

গুরু বিদ্যাহীন, ইথে হয় অতিশয়।

জিজ্ঞাসিলে পরমগুরুকে গুরু কর ॥

প্রভু বীরচন্দ্র প্রকারেতে ব্যক্ত কৈল।

লজ্জিল প্রসাদ তেঞি তারে ভ্যাগ দিল ॥”

এই উপলক্ষে প্রভু বীরচন্দ্র, শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুকে যে পত্রিকা প্রদান করেন, তাহাও ‘ভক্তিরত্নাকর’ হইতে এস্থলে উদ্ধৃত হইল—



“শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দো জয়তঃ । ৭

ভবদীয়াবশ্র শ্রয়ণীয় শ্রীবীরচন্দ্রদেবঃ প্রেমালিঙ্গনপূর্ব্বকং নিবেদয়তি,  
শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য ! স্বং শ্রীশ্রীমহাপ্রভোঃ শক্তিঃ অত্র একয়া শক্ত্যা  
প্রভুশক্তিরূপাদি শ্রীমদ্রূপ গোস্বামী দ্বারা গ্রহং প্রকাশিতং, অপরয়া শক্ত্যা  
গৌড়মণ্ডলে মহাজন সংসদি গ্রহবিস্তারং করোষি। ইতি ভবতোহস্তিকে মদীয়  
বার্ত্তাং প্রেষয়ামি, জয়গোপালদাসেন মৎপ্রসাদোল্লঙ্ঘনং কৃতং, তচ্চ জগতি  
বিদিতমিভীহ তেন সার্কং মদীয় জনেন কেনাপালাপাদিকং ন ক্রিয়তে  
ময়াপি নিষিদ্ধং ভবতাপি তথালাপাদিকং ন কর্তব্যমিতি ॥”

“এ সকল কথা হৈল সর্ব্বত্র বিদিত ।

আলাপাদি কেহো না করয়ে কদাচিত ॥”

গ্রহকারের নিবাস মূর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত কাঁদরা গ্রামে। তাঁহার  
বংশধারা এখনও বর্ত্তমান। মূর্শিদাবাদ—জাউলিয়া নিবাসী ডক্টর শ্রীযুক্ত  
নৃত্যগোপাল মিত্র মহাশয় গ্রহকার সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া যাহা  
লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহাও এস্থলে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যথা—

“শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের ছাত্র এই মহাত্মা গ্রহকারকেও অনেক  
প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত শাস্ত্রগুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। চক্রান্তকারীরা তাঁহাকে  
অপদস্থ করিবার অভিলাষে এক বিচারসভা আহ্বান করেন, দুই দিন তর্ক  
বিতর্কের পর গ্রহকারকে বিদ্যাগর্ভে গর্ভিত বলিয়া সভাভঙ্গ করিতে বাধ্য  
হন। পরে একদিন আত্মিক সময়ে কোন বিপক্ষব্যক্তি প্রভু বীরচন্দ্রের  
প্রসাদে বিশ্বপত্র দিয়া তাঁহার নিকট উপস্থাপিত করেন। তিনি ছুরতিসন্ধি  
জানিতে পারিয়া তাহা গড়ের জলে ভাসাইয়া দেন। এই সংবাদ বিকৃতভাবে  
প্রভু বীরচন্দ্রের কর্ণগোচর হইলে তিনি রোষভরে বহুলোক জন সমভিব্যাহারে  
লইয়া বিশ্বপত্র সহ প্রসাদ জলে ভাসমান দেখেন। গ্রহকার বলেন, আমি  
প্রসাদ বন্দনা করিয়া বিশ্বপত্র থাকায় জলে দিয়াছি। এই কথা শুনিয়া  
বিরুদ্ধবাদিরা বিতণ্ডা উপস্থিত করেন, শেষে বিচারে নিজেরাই অপদস্থ হন।  
গ্রহকারের প্রতি বিদ্রোহের ঠেহাই কারণ। ইনি শ্রীমদ্রিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গী  
শ্রীমুন্দরানন্দ ঠাকুরের অমুগ্ধহীত শিষ্য। গ্রহকারের পরবর্ত্তী ৩৪ পুরুষ  
পর্য্যন্ত বৈষ্ণবীয় সিদ্ধি প্রবল ছিল। বর্ত্তমান শ্রীযুক্ত রসরাজ দাস মহাশয়কে  
দেখিলেও ভক্তির উদয় হয় এবং দেবভাবাপন্ন বলিয়া মনে হয়। ইহাদের  
কুলদেবতা শ্রীশ্রীকৃষ্ণরায় বিগ্রহ।”

অতঃপর উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই যে, বিদ্যেবশতঃ বা যে কোন কারণেই হউক, গ্রন্থকার প্রভু বীরচন্দ্র কর্তৃক বৈষ্ণব-সমাজে উপেক্ষিত হইলেও তদীয় বহুবদ্র-সম্পন্ন এই গ্রন্থখানিতে সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ অপ্রামাণিক কোন মতবাদ পণ্ডিত না হওয়ায়, ইহা বৈষ্ণব-সমাজে উপেক্ষার বস্তু হইতে পারে কি না, সে বিচারভার সুধী পাঠকবর্গের উপরই তুল্য রাখিয়া আমরা কোনরূপে গ্রন্থখানির অস্তিত্ব রক্ষা করিয়াই নিশ্চিন্ত হইলাম। অলম্বিতবিস্তরণে। ইতি

শিখিমপাড়া ;  
আষাঢ়, ১৩২২।

}

বৈষ্ণব-কৃপাভিখারী  
সম্পাদক।

## ମୂର୍ତ୍ତିପତ୍ର ।

ବିଷୟ ।				ପୃଷ୍ଠାଂଶ ।
ହୃଦୟାବନ ବର୍ଣ୍ଣନା	...	...	...	୧
କ୍ଳାପାଦି ବର୍ଣ୍ଣନା	...	...	...	୪
ସନବିହାର ବର୍ଣ୍ଣନା	...	...	...	୧୧
ରାମଲୀଳା ବର୍ଣ୍ଣନା	...	...	...	୧୦
ସ୍ୱହସ୍ୟାଦି ବର୍ଣ୍ଣନା	...	...	...	୬୧
ଅଭୁରାଗ ବର୍ଣ୍ଣନା	...	...	...	୧୦

# শ্রীকৃষ্ণ-বিলাসঃ ।

প্রথমঃ প্রবন্ধঃ ।

বন্দে শ্রীসুন্দরানন্দং শিখ-সুন্দর-বিগ্রহম্ ।

ত্রৈলোক্যনয়নানন্দং সানন্দং প্রেমদং গুরুং ॥ ১ ॥

নখততি-শশিনঞ্চ বক্ষসি কৌন্তভধরং ।

যত উন্মীলতি লক্ষ্মী বন্দে কঞ্চ ঘনশ্রামং ॥ ২ ॥

গ্রন্থং কৃষ্ণবিলাসাখ্যং প্রেমভাবপ্রকাশকং ।

প্রোক্তং গোপাল দাসেন সহর্ষেঃ অবগোৎসুকান্ ॥ ৩ ॥

অস্তি সুশোভন মতুলং

বৃন্দাকানন মনারতং সুখদং ।

মেদুর-মধুর-মনোজ্ঞং

বহুবিধ-কেলি-চতুরং শিশিরং ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—যিনি সর্বদা আনন্দে মগ্ন থাকিয়া ত্রিলোকের নয়নানন্দস্বরূপ হইয়াছেন এবং বাঁহার শ্রীমূর্তি শিখ, সুন্দর, সেই প্রেমদাতা গুরুর শ্রীসুন্দরানন্দ দেবকে বন্দনা করি ॥ ১ ॥

বাঁহার পদদণ্ডে কোটীশশী বিরাজমান, যিনি বক্ষঃস্থলে কৌন্তভমণি ধারণ করিয়াছেন এবং বাঁহা হইতে নিখিল শ্রীসম্পদ উন্মীলিত হয়, সেই অনির্বচনীয় নবঘনশ্রামকে ( শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে ) বন্দনা করি ॥ ২ ॥

গ্রন্থকার গোপাল দাস এই প্রেমভাব-প্রকাশক “শ্রীকৃষ্ণ-বিলাস” নামক গ্রন্থ আনন্দের সহিত অবগোৎসুক ব্যক্তিগণকে বিবৃত করিতেছেন ॥ ৩ ॥

শ্রীবৃন্দাবন নামে এক অতুল শোভাশালী কানন আছে, তাহা নিরন্তর শিখ, মধুর, মনোহর, শীতল ও সুখপ্রদ; এবং ভাষায় নানাবিধ কেলিবিলাস নিত্য নয়নগোচর হয় ॥ ৪ ॥

ভূমিস্তত্র সুপক-দাড়িম-লসদ্বীজাভ-চিন্তামণেঃ  
 কীর্ণা কল্পতরোঃ প্রসূনরজসা চিত্রায়িতা পূরিতা ।  
 তচ্ছাখা-নবমঞ্জরী-কুল-গলৎ-পীযুষ-বিন্দুৎকরৈঃ  
 স্নিগ্ধা সৎসুখদায়িনী স্থললিতৈর্মন্দানিলৈঃ সেবিতা ॥ ৫ ॥  
 নানারত্ন-বিনির্মিতোভয়তটী পীযুষ-মীরাশ্বুরং  
 স্ফীতোন্মীলিত-সর্বপদ্ম-কুমুদামোদেন সংমোদিতা ।  
 তত্রাস্তে যমুনা সরিৎ সুবিমল স্নিগ্ধোল্লসদ্বালুকা  
 চক্রাঙ্গাটিকচক্রবাকনিকরাঃ ক্রৌড়ন্তি তস্তাং মুদা ॥ ৬ ॥  
 নবকিশলয় কুসুমাবলি ভারভঙ্গুরাস্তরবঃ  
 মুহূলসমীরণ লোলা নিখিলভূত সুখালয়াভাস্তি ।  
 তত্র চ মঞ্জু কুঞ্জে গুঞ্জমধুপাত্র মস্তি মধুলোভাৎ  
 বল্লীষু বল্লীষু মত্তা বিদলিত মল্লিকা প্রমোদেন ॥ ৭ ॥

তথাকার ভূমি সুপকদাড়িমবীজাভ চিন্তামণিময়ী এবং কল্পতরুর কুসুম-  
 রেণুতে সমাচ্ছিন্না পূর্ণা ও সুচিত্রিতা । অপিচ, সেই কল্পতরুর শাখাশোভি-  
 নবমঞ্জরীদল হইতে নির্গলিত সুধাবিন্দুসমূহ দ্বারা সে স্থান সর্বদা অভিবিক্ত  
 এবং তথায় স্থললিত ধীর-সমীর প্রবাহিত, এইজন্তই তাহা সৎ অর্থাৎ অপ্রাকৃত  
 সুখদায়িনী ॥ ৫ ॥

তথায় শ্রীযমুনানদী এক সুখ-সলিলা নদী আছে, তাহার উভয় তট  
 নানাবিধ রত্ন দ্বারা বিনির্মিত ; তাহার বেলাভূমি সুবিমল স্নিগ্ধ বালুকা-  
 কণায় পরিব্যাপ্ত, এবং সেই শ্রীযমুনা প্রফুল্ল-কমল-কুমুদফুলের মনোহর  
 সৌরভে সদা আমোদিতা ; তাহাতে হংস আটিক চক্রবাকাদি বিহগনিকর  
 পরমানন্দে ক্রৌড়া করিয়া থাকে ॥ ৬ ॥

তথায় তরুণ নবনব কিশলয় ও কুসুমাবলিভারে বেন ভাজিয়া পড়িয়াছে  
 এবং সুখের নিলয় নিখিল ঋতু মুহূ সমীরণে আন্দোলিত হইয়া দীপ্তি  
 পাইতেছে । আর সেই শ্রীবৃন্দাবনের মঞ্জুকুঞ্জে গুঞ্জনশীল মধুপবন বিদলিত  
 মল্লিকাকুলের মধুর গন্ধে উত্তম্ব হইয়া লতায় লতায় মধুলোভে উড়িয়া  
 বেড়াইতেছে ॥ ৭ ॥

কাঞ্চন কুচিরা লতিকা মেঘরুঃশরকতচ্ছদনা  
 অরুণ সিতাসিত কুসুমাঃ শ্রবণালীমা বিরাজন্তে ॥ ৮ ॥  
 মালতী কাননং কাপি গুল্লিকাকাননং কচিৎ ।  
 শৃগন্ধি যুথিকা জাতী শতবীৰ্য্যাবনং কচিৎ ॥ ৯ ॥  
 শ্রবণ যুথিকারণ্যং করবীর বনং কচিৎ ।  
 গুল্লাল বিশ্ব বন্ধুক কুন্দমাকন্দকাননং ॥ ১০ ॥ \*  
 কুত্ৰাপি রঙ্গণারণ্যং কাপ্যামলক কাননং ।  
 শিরীষাদিক পুন্নাগ স্থলপদ্মবনং কচিৎ ॥ ১১ ॥  
 কেতকীকাননং কাপি নাগকেশর কাননং ।  
 শেফালী বকুলশোক স্বর্ণচম্পক কাননং ॥ ১২ ॥  
 কচিৎ কুরুবকারণ্যং কাপি কিংশুক কাননং ।  
 মন্দার চম্পকারণ্যং কচিৎ কূটজ কাননং ॥ ১৩ ॥  
 কদম্ব কাননং রম্যং নানা কুসুমকাননং ।  
 অনন্ত সুখদং স্নিগ্ধং বিচিত্র বিগল স্থলং ॥  
 তত্রৈব দ্বাদশারণ্যং তৈস্তৈঃ পুষ্পৈঃ স্বেষ্ঠিতং ॥ ১৪ ॥

তথায় স্বর্ণকান্তি লতিকা সমূহ, স্নিগ্ধ শরকতের ছায় হরিৎ পত্রাবলি ও  
 শ্বেত-রক্ত-রক্তবর্ণের কুসুমমালায় বিভূষিতা হইয়া শ্রবণার অবধিক্রমে  
 বিরাজ করিতেছে ॥ ৮ ॥

কোথাও মালতীকানন, কোথাও মল্লিকা কানন, কোথাও শৃগন্ধি যুথিকা,  
 জাতী ও শতবীৰ্য্যার বন, কোন স্থানে স্বর্ণ যুথিকার বন, কোথাও বা  
 করবীর বন, কোথাও গুল্লাল, বিশ্ব, বন্ধুক, কুন্দের বন, কোথাও আকন্দ  
 কানন, কোথাও রঙ্গণ বন, কোথাও আমলকী কানন, কোন স্থানে শিরীষ,  
 পুন্নাগ ও স্থলপদ্মাদির বন, কোথাও কেতকী কানন, কোথাও নাগকেশরের  
 বন, কোথাও বা শেফালী, বকুল, অশোক ও স্বর্ণচম্পকের বন, কোথাও  
 কুরুবক বন, কোথাও কিংশুক বন, কোথাও বা মন্দার ও চম্পক বন, কোথাও  
 কূটজ কানন, কোথাও বা কদম্ব কানন, এইরূপ রমণীয় বিবিধ কুসুম-কানন

আদৌ মধুবনং প্রোক্তং তত স্ত লিস্ত কাননং ।  
 ততো বৈ কুমুদবনং ততঃ কাম্যক কাননং ॥ ১৫ ॥  
 বহুলা কাননং ভদ্রবনং খদির কাননং ।  
 মহাবনং ততশ্চৈব লোহজঙ্ঘ বনং ততঃ ॥ ১৬ ॥  
 বিশ্বারণ্যং ততশ্চৈব ভাণ্ডীর বট কাননম্ ।  
 বৃন্দাবনং দ্বাদশকং মহাবৃন্দাবনাঙ্ঘ্রয়ে ॥ ১৭ ॥  
 কালিন্দীজলকেলিকৌতুক রসোদ্ভূতরঙ্গে লুঠন্  
 পদ্মালী সুকুমারতা সুখতয়া পত্রাবলীষু ভ্রমন্ ।  
 উড্ডীয়ন্ত চ ঘটপদস্য মধুর প্রোভূতশব্দং হরং  
 স্তংখেলার্জমনাঃ প্রয়াতি পবনো নানা বনাভ্যন্তরে ॥ ১৮ ॥  
 দলিত-কুসুম-পরাগৈরুর্দ্ধ্বৈতৈর্বাসয়ন্ বনং সর্বং  
 জনয়তি পরমামোদং তত্র চ নিয়তং জগৎপ্রাণঃ ॥ ১৯ ॥  
 যুচ্ছ পবন-বিধূতা নর্তকী যত বল্লী  
 নটতি বিবিধবেশা প্রোপ্লসং পুষ্পজালৈঃ ।

বিরাজমান থাকায়, সেস্থান বিচিত্র, বিমল, স্নিগ্ধ ও অনন্ত সুখপ্রদ । আরও  
 তথায় সেই সেই পুষ্প-সুবেষ্টিত দ্বাদশবন বিদ্যমান আছে । যথা—১ মধুবন,  
 ২ তালবন, ৩ কুমুদবন, ৪ কাম্যকবন, ৫ বহুলা বন, ৬ ভদ্রবন, ৭ খদির বন,  
 ৮ মহাবন, ৯ লোহজঙ্ঘবন, ১০ বিশ্ববন, ১১ ভাণ্ডীরবন, ১২ বটকানন, এই  
 দ্বাদশবনবিশিষ্ট শ্রীবৃন্দাবন মহাবৃন্দাবন নামে অভিহিত ॥ ১—১৭ ॥

তথায় খেলার্জমনা পবন যমুনার জলকেলিকৌতুক রসোদ্ভূত তরঙ্গরঙ্গে  
 নৃত্য করিয়া, কমলবধূর সুকুমার স্পর্শসুখের সহিত পত্রে পত্রে ভ্রমণ  
 করিয়া এবং উড্ডীয়মান ভ্রমরের মধুর গুণ্ধনধ্বনি হরণ করিয়া, বন হইতে  
 বনান্তরে গমন করিতেছে ॥ ১৮ ॥

আবার সেই জগৎপ্রাণ পবন দলিতকুসুমের উদ্ধৃত পরাগরাশি দ্বারা  
 নিখিল বনভূমি সুবাসিত করিয়া নিরন্তর পরমানন্দ জন্মাইতেছে ॥ ১৯ ॥

মধুরং মধুরং গীতং গীয়তে ভৃঙ্গযুথৈ  
 রনিল-চলিতপত্রৈঃ পাদপা বাদ্যপুরাঃ ॥ ২০ ॥  
 কীরঃ ক্রীড়তি কোতুকী নবদলস্নিগ্ধে তমালে দ্রমে  
 শাখায়াং কলমালাপন্নবিরতং শাখাস্তরং গচ্ছতি ।  
 হারীকণ্ঠতটে স্ফুচকুচরণারন্তে হরিৎকোমল-  
 পক্ষে পশ্যতি চারুচঞ্চলদৃশা প্রাণাধিকাং প্রেয়সীম্ ॥ ২১ ॥  
 কপোতঃ কালিন্দীতট নিকট নীপদ্রুমবরে  
 কপোতী ক্রীড়ার্থং মধুর বচসা সন্দধতি চ ।  
 কুহকক্ঠি মাদ্যমরুণনয়নঃ প্রেক্ষ্য নিভৃতং  
 কুহকক্ঠো ধন্যকৃতঃ কলরবশ্চানুসরতি ॥ ২২ ॥  
 আয়াস্তি যাস্তি মধুপা মধুরং নিনাদং  
 কুর্ক্বস্তি সন্তি মুকূলে কুস্মে লতায়াম্ ।  
 ধাবন্তি চান্য কুস্মমং মধুপান লোভাদ্  
 ভৃঙ্গীগণৈঃ সহ সদা মধুমত্ত চিত্তাঃ ॥ ২৩ ॥

বৃন্দাবনরূপ রঙ্গভূমিতে প্রফুল্ল কুসুমভূষণা বিবিধবেশা বল্লী ( লতিকা )  
 মৃদু পবনস্পর্শে আন্দোলিত হইয়া, নর্তকীরূপে নৃত্য করিতেছে, ভৃঙ্গ সমূহ  
 মধুর মধুর গান গাহিতেছে এবং তরুগণ অনিলচালিত পত্র দ্বারা মধুর  
 বাগ্ধ করিতেছে ॥ ২০ ॥

নবদলস্নিগ্ধ তমালতরুর শাখায় বসিয়া কোতুকী শুক অবিরত কল্পরব  
 করিতে করিতে শাখাস্তরে গমন করিতেছে। তাহার কণ্ঠতটে হারশোভিত,  
 চকুপুট ও চরণদ্বয় আরক্ত, পক্ষদ্বয় হরিৎ কোমল ; সে কখন বা প্রাণাধিকা  
 প্রেয়সীর প্রতি চারু চঞ্চলনয়নে দৃষ্টিপাত করিতেছে ॥ ২১ ॥

কালিন্দীতটবর্ত্তি কদম্বরূপে কপোত, কপোতীর সহিত ক্রীড়া করিবার  
 নিমিত্ত মধুর সম্ভাষণ সহকারে সম্মিলিত হইতেছে এবং অরুণ-নয়ন কুহকক্ঠ  
 কোকিল নিভূতে কুহকক্ঠি কোকিলাকে দেখিয়া হুমধুর কলরব করিতে  
 করিতে তাহার অনুসরণ করিতেছে ॥ ২২ ॥

সদামধুমত্ত-স্বপ্ন মধুপগণ মধুর শুণ শুণ রব করিতে করিতে উড়িয়া



কুসুমকুহর-মকরন্দে স্তম্ভমজ্জন মাচরন্তি  
 রোলমা সাক্ষতভঙ্গীরঙ্গাদুডীনা মঞ্জুলগুণ্ডন্তঃ ।  
 হ্রদ ইহ ভাতি চ নীরং নীরে ভাতি প্রফুল্ল পদ্মালী  
 পদ্মে পদ্মে মধুপা রেণুভি রতি ধূসরা সদা ভাস্তি ॥ ২৪ ॥  
 দৃষ্ট্ৱ। তরুণরচ্ছায়াং নৃত্যন্তি শিথিনঃ কচিৎ ।  
 বিল্লীঝঙ্কারি শব্দাশ্চ কচিৎতরুণরাদিষু ॥ ২৫ ॥  
 কলহংসাশ্চক্রবাকা নিরাকুলরবাঃ কচিৎ ।  
 গতগতিং বিদধত চকুতু্যঃ পক্ষিণঃ কচিৎ ॥ ২৬ ॥  
 উদ্যচ্ছত্র সুনীল পাণ্ডুকপিশা রক্তাদি নানাশ্রভাঃ  
 স্মীতাস্মাঃ খুরশ্শনির্ম্মল লসল্লীল শ্রভা মন্দগাঃ ।  
 গাবঃ পঙ্কজপত্র মধ্যবিলাস দ্রোলস্বদৃক্ শোভনা  
 লীলালোল সুরন্তবালান্ত লতাগুল্মাশ্চ রন্ত্যজ্জলাঃ ॥ ২৭ ॥

আসিতেছে ও বাইতেছে ; কখন বা যুকুলে, কুসুমে ও লতার উপর উপবেশন  
 করিতেছে, আবার কখন বা মধুপানের লোভে অল্প পুষ্পের দিকে ধাবিত  
 হইতেছে ॥ ২৩ ॥

ভৃঙ্গসমুত্তরা ভৃঙ্গী রক্তভরে উড্ডীন হইয়া মধুর গুণ্জন করিতে করিতে  
 কুসুম-কুহরস্থিত মকরন্দে স্তম্ভে নিমজ্জিত হইতেছে এবং এই বৃন্দাবনস্থিত  
 হ্রদের জলে যে পদ্মশ্রেণী বিকসিত রহিয়াছে, মধুপগণ রেণুধারা ভ্রুতি  
 ধূসরিত হইয়া সেই পদ্মে পদ্মে সর্বদা শোভা পাইতেছে ॥ ২৪ ॥

কোথাও শিথিগণ তরুছায়া দর্শন করিয়া নৃত্য করিতেছে, কোথাও  
 বৃক্ষাদিতে বিল্লীঝঙ্কার শ্রুত হইতেছে, কোথাও নিরাকুলরব কলহংস ও  
 চক্রবাক্ সমূহ গমনাগমন করিতেছে, কোথাও বা পক্ষিগণ আহার গ্রহণ  
 করিতেছে ॥ ২৫—২৬ ॥

আবার কোথাও বা উদ্যম গুত্র, সুনীল, পাণ্ডু, কপিশ, রক্তাদি নানাধি-  
 বর্ণবিশিষ্ট, স্মীতি মুখ, সুনীলশ্রুত নির্ম্মল খুরশ্শশোভিত, মন্দগামী, পঙ্কজ-  
 পত্র মধ্যশোভিত ভ্রমরের আশ্রয় শোভন নয়নযুক্ত এবং লীলা লোল স্নগোল পুচ্ছ-  
 সমন্বিত উজ্জ্বল গোমুখ বিভরণ করিতেছে ॥ ২৭ ॥

## শ্রীকৃষ্ণ-বিলাসঃ ।

আদি সংহিতায়াং —

সুধাসারং তোয়ং স্থলমমল চিন্তামণিরয়ং  
ক্ষুরম্মল্লী বল্লীকুণ কলিত কল্পদ্রুমলতা ।  
সদা তত্র প্রেমোস্তুবতি পরমানন্দলহরী  
নবীনাক্সনানাং তদপি পরমানন্দ্য মিতি চ ॥ ২৮ ॥

অত্র—

ধীরস্তত্র গভীর নাগরবরো নানা বিহারাদিষু  
প্রেমানন্দবিলাস রাসরসিকো লাবণ্যলীলাময়ঃ ।  
মাধুর্য্যাসুধি চন্দ্রমা প্রতিমুহূৰ্ণব্যঃ স্বকীর্ত্তৈঃ সখা  
বৃন্দৈঃ ক্রীড়তি কাননে নবঘনশ্রামাভিরামাকৃতিঃ ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণবিলাসে বৃন্দাবনবর্ণনং নাম

প্রথমঃ প্রবন্ধঃ ॥ ১ ॥

আদি সংহিতায় উক্ত হইয়াছে—সেই শ্রীবৃন্দাবনে জল সুধাসার, স্থল অমল  
চিন্তামণিরয়, দীপ্তিমান মল্লিকালতা সমূহ কল্পদ্রুমলতার স্বরূপ, এবং তথায়  
প্রেম-পরমানন্দলহরী সৰ্বদা সমুখিত হইতেছে—তাহাও আবার নবীন  
রমণীগণের পরমানন্দ ॥ ২৮ ॥

উক্ত গ্রন্থে আরও বর্ণিত হইয়াছে—সেই শ্রীবৃন্দাবনে নানাবিহারাদিতে  
ধীর, গভীর, প্রেমানন্দ বিলাস রসে রসিক, লাবণ্যলীলাময়, মাধুর্য্যাসুধি  
চন্দ্রমা, প্রতি মুহূৰ্ত্তে নবভাবযুক্ত নবঘনশ্রাম সুন্দরাকৃতি নাগরবর শ্রীকৃষ্ণ  
স্বকীয় সখ্যবৃন্দের সহিত নিত্য ক্রীড়া করিতেছেন ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণবিলাসে বৃন্দাবন-বর্ণননামক

প্রথমপ্রবন্ধানুবাদ ॥ ১ ॥

## দ্বিতীয়ঃ প্রবন্ধ

ভদ্রপাদি কথ্যতে ।—

বন্যশ্রবণলয়েন বন্ধচিকুরোভালস্থলৈক ক্ষুরদ  
ভদ্রশ্রীতিলকঃ কপোলফলকোজ্জাগ্রৎ কদম্বাক্ষুরঃ ।  
আতাত্রাধর পূৰ্ণ্যগান মুরলীরঞ্জেষু লোলাঙ্গুলি  
ৰ্ভঙ্গাভি স্তম্ভভিম'নোহরতনু জীয়াজ্জগন্নাগরঃ ॥ ১ ॥  
তরুণিমকল নীলকণ্ঠদ্যুতিঃ

করভ শুগুগভীর বাহুদণ্ডঃ ।

অবিকল শরদিন্দু স্নন্দরাস্ত্রঃ

সহচরি কোহয়মুপৈতি মন্দংগন্দং ॥ ২ ॥

লবঙ্গনবগল্লিকা শিখিশিখগুচুড়োজ্জ্বলঃ  
ক্ষুরশ্মকরকুণ্ডল প্রচলদাভ গণ্ডস্থলঃ ।  
কদম্ব নবমঞ্জরী কলিতকর্ণপুরো নটঃ  
প্রয়াতি মদমস্থরং ঘনরুচিঃ স্রবর্ণাম্বরঃ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ।—সেই ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম মনোহর-তনু ভুবন-নাগর শ্রীকৃষ্ণ সর্বোৎকর্ষের সহিত বিরাজ করিতেছেন । তাঁহার মস্তকে কেশপাশ বনফুলমালা দ্বারা মণ্ডলাকারে বদ্ধ, ললাটে সুভদ্র তিলক ও কপোলে কদম্বাক্ষুর অশোভিত ; তিনি আরক্ত বিম্বাধর-সংলগ্ন মুরলীমুখে ফুৎকার দিয়া তাহার রঞ্জে রঞ্জে করাজুলি সকালন করিতেছেন ॥ ১ ॥

তরুণ ময়ূরের স্তায় স্নন্দর কাস্তি ; করি-শাবকের শুণ্ডের স্তায় গভীর বাহুদণ্ড এবং অবিকল শরদপূর্ণেন্দুর স্তায় মনোহর বদন, কে সখি ! ঐ ধীরে ধীরে আসিতেছেন ? ॥ ২ ॥

ঐ যে উঁহার শিখি-পুচ্ছ বিনির্মিত চূড়া, লবঙ্গ ও লবঙ্গলিপাপুষ্প সমুজ্জ্বল, গণ্ডস্থল চকল মকর ফুণ্ডলের প্রভাঙ্গ উদ্ভাসিত, অবগণে কদম্বের নবমঞ্জরী-

বিভ্রচ্ছুদ্ধ স্ববর্ণবর্ণবসনং তারাত হান্নাবলী  
প্রাতঃ প্রোদিত নির্মলারুণ লসচ্ছ্রীকুণ্ডলে কর্ণয়োঃ ।  
শ্যাম বামকরে মনোজ্ঞমুরলী ত্রৈলোক্য সম্মোহিনী  
মঞ্জীরং মুখরং পদাজ্জয়ুগলে জীয়াছিলাসাম্পাদং ॥ ৪ ॥

কর্ণামৃতে । ৫৭ ।

মৌলিশ্চন্দ্রকভূষণো মরকতস্তম্ভাভিরামং বপু-  
বঁকুং চিত্তবিমুক্তহাসমধুরং বালেবিলোলে দৃশৌ ।  
বাচ শৈশবশীতলা মদগজক্লাঘ্যা বিলাসস্থিতি  
মন্দং মন্দময়ে ক এষ যমুনা-বীথীং\* মিথো গাহতে ॥ ৫ ॥

অন্যত্র ।

তির্য্যগ্‌দক্ষিণ ভাল ভিত্তি মিলিতা মন্দার হারদ্বয়ী  
মধ্যে মঞ্জুলমল্লিকা বলয়িনী ভূঙ্গিনীঝঙ্কারিণী ।

নির্মিত কর্ণপূর শুশোভিত এবং ঐ যে তিনি নবখনশ্রামকান্তি নটবরবেশে  
স্বর্ণের ছায় পীতবসন পরিধান করিয়া মদমধুর গতিতে গমন করিতেছেন ॥ ৩ ॥

কটিদেশে শুদ্ধস্বর্ণাভ বসন, কর্ণে তারাপ্রভ হারাবলী, কর্ণদ্বয়ে প্রাতঃরুদিত  
নির্মল অরুণের ন্যায় দীপ্তিমান কুণ্ডল, শ্যাম বামকরে ত্রৈলোক্যমোহিনী  
মনোজ্ঞ মুরলী এবং পদকমলয়ুগলে শঙ্কায়মান নূপুর ধারণ করিয়া সেই  
বিলাসাম্পদ অয়যুক্ত হইতেছেন ॥ ৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে উক্ত হইয়াছে ;—অতিনব মাধুর্য্যময় নাগরবর শ্রীকৃষ্ণকে  
কুঞ্জপথে আগমন করিতে দেখিয়া, ত্রীরাধা পার্শ্বস্থা কোন সখীকে সম্বো-  
ধন করিয়া বলিতেছেন—“অয়ে সখি ! ঐ যে বাঁহার মরকত স্তম্ভের ছায়  
সুন্দর দেহ, মস্তকে চন্দ্রকভূষণ, মুখখানি মনোহর হান্তমধুর, নয়নদুই  
অটকল, বাক্য কৈশোরোচিত স্নিগ্ধ মধুর এবং মস্ত গজরাজ অপেক্ষাও  
বাঁহার স্থিতি ও বিলাস প্রাচ্যবোধ হইতেছে,—কে উনি, এই যমুনার পাশে  
মন্দ মন্দ গতিতে আগমন করিতেছেন ? ॥ ৫ ॥

\* “মধুরাবীথীং” ইত্যপি পাঠঃ

লীলা লোল শিখণ্ড শেখরবতী নেত্রোৎসবং তস্বতী  
 গোপীনাং কুলধর্ম-মর্ম্ম মথনৌ চূড়া চিরঞ্জীবতু ॥ ৬ ॥  
 ভাল বিলসিতচূড়া তত্পরি নবমল্লিকামালা  
 তত্পরি বর্হশ্রেণী তত্পরি হরিণীদৃশাঞ্চেতঃ ।  
 নীলাস্তোদহ্যতি রতিলসন্মালন্তী বন্ধ চূড়ো  
 ভ্রাম্যন্ত্ৰুঙ্গোৎকর মৃদুমরুৎ কম্পিতোত্ত্বঙ্গ বর্হঃ ॥ ৭ ॥  
 শশ্বৎ পশ্চান্নয়নযুগলং বিক্ষিপন্ পীতবাসাঃ  
 কোহয়ং সখ্যঃ পরিমদকরিস্পন্দমন্দং প্রয়াতি ॥ ৮ ॥  
 মদদ্বিরদগামিনং মদময়ূরচূড়োজ্জ্বলং  
 মদালস বিলোচনং মসৃণ মন্দ মন্দ স্মিতম্ ।  
 মকরন্দ মদমস্করং মিলদমন্দমন্দানিলং  
 মনোহর-মনোহরং মধুরবেশমীশং ভজে ॥ ৯ ॥

অতঃ কথিত হইয়াছে—“শ্রীকৃষ্ণের শিরঃশোভি চূড়া, দুইটা মন্দার  
 মালা দ্বারা ত্রিযুগভাবে কপালের দক্ষিণ ভিত্তিতে সন্মিলিত, সেই চূড়ার  
 মধ্যভাগে হৃন্দর মল্লিকাপুষ্পের মালা মণ্ডলাকারে বেষ্টিত, তাহাতে ভৃঙ্গী-  
 গণ মধুর ঝঙ্কার করিতেছে। চূড়ার অগ্রভাগে ময়ূরপাখী লীলাভরে  
 স্পন্দিত হইয়া, সকলেরই নয়নানন্দ বিস্তার করিতেছে। সেই গোপিকা-  
 দের কুলধর্ম্ম মর্ম্মমথনৌ চূড়া চিরজীবিনী হউন ॥ ৬ ॥

হে সখিগণ! ঐ যে যাহার ভালদেশে চূড়া শোভা পাঠিতেছে, চূড়ার  
 উপর নবমল্লিকা মালা, তত্পরি শিখিপুচ্ছ এবং তাহার উপর যুগনয়না  
 গোপাঙ্গনাগণের চিত্ত সংলগ্ন রহিয়াছে; যিনি নীলনীরদকান্তি এবং যাহার  
 বিকসিত মালতীপুষ্পমালাবন্ধ চূড়ার উপর উত্ত্বঙ্গ শিখিপুচ্ছ ভ্রমণশীল ভৃঙ্গ-  
 যুথের মৃদুপবনে কম্পিত হইতেছে, যিনি পীতবসন পরিধান করিয়াছেন,  
 কে উনি পশ্চাৎদিকে নিরন্তর নয়ন-যুগল বিক্ষেপ করিতে করিতে মদ-  
 মত্ত করীর ত্রাস মন্দ মন্দ গমন করিতেছেন? ॥ ৭-৮ ॥

আমি সেই মত্ত করিবরগামী মত্ত ময়ূরচূড়োজ্জ্বল, মদালসনয়ন, সরস

প্রযাতি মদমহুরং সপরিহাস মাভাষতে  
হসতামুত শীতলং রণিতনুপূরং ভ্রাম্যতি ।  
বিনোদময়মীহতে কুটিললোচনং বীক্ষতে  
ক এষ মদকেশরী বহুলবিক্রমঃ শ্রামলঃ ॥ ১০ ॥

অধরাগাদ্ভাং রূপাণি ।

শুদ্ধস্বর্ণলসৎ সুধাময়বপূর্ব্যালোল নীলাম্বরী •  
স্ফায়াচঞ্চল লোচনাঞ্চল রুচির্ব্যাসক্ত কর্ণাস্তরা ।  
সাকূতস্নিত পাটলাধর মিলৎপ্রেমার্জবাগ্ভঙ্গিমা  
রাগপ্রেমবিলাসিনী বিজয়তে বৃন্দাবনে রাধিকা ॥ ১১ ॥  
অলিকুললালিত মল্লীগালা রঞ্জিত বিভঙ্গকবরী  
ক্রীড়তি কর্ণালম্বিত রসাল নবপল্লবস্তবকেয়ং ।

মুহূর্ত্তসমুত্ত মকরন্দমদমহুর অমল্য মুহূৰ্ত্তবন-সেবিত কন্দৰ্প-মনোহর মধুর-  
বেণী পরমেষ্ঠরকে ভজনা করি ॥ ১০ ॥

ঐ যে যিনি মদমহুরগতিতে গমন করিতেছেন, পরিহাসের সহিত  
বাক্যালাপ করিতেছেন, স্নিগ্ধ হাস্য করিতেছেন, নুপূরের রুণু রুণু শব্দের  
সহিত ভ্রমণ করিতেছেন, কুটিলনয়নে দর্শন করিতেছেন এবং বাঁহাকে  
[ বিনোদময় বোণ হইতেছে ;—ঐ মত্ত সিংহের জায় প্রবল বিক্রম, শ্রামল  
পুরুষটী কে ? ॥ ১০ ॥

অনন্তর অমুরাগিনী ব্রজাঙ্গনাগণের রূপমাধুরী বর্ণিত হইতেছে ।—অমু-  
রাগ ও প্রেমবিলাসিনী শ্রীরাধিকা শ্রীবৃন্দাবনে সর্বোৎকর্ষের সহিত বিরাজ  
করিতেছেন ; তাঁহার শুদ্ধস্বর্ণনিভ সুধাময় অঙ্গে নীলগট্ট সাড়ী সুশোভিত,  
চঞ্চলায়ত নয়নপ্রাস্তের রুচি কর্ণান্ত পর্ধ্যন্ত আকীর্ণ, স্বাভিলাষ জন্ত মুহূ-  
র্ত্তান্তে তাঁহার অধরগুট পাটল (ধ্বত-রক্ত) বর্ণ ধারণ করিয়াছে, তাহাতে  
প্রেমার্জ বাগ্ভঙ্গিমা মিলিত হওয়ায়, তিনি এক অপূৰ্ণ মাধুরীময়ীরূপে  
শোভা পাইতেছেন ॥ ১১ ॥

তাঁহার কবরী অলিকুল-লালিত মল্লিকামালা দ্বারা সুরঞ্জিত, কর্ণে

নীলোন্নত কুটিলভ্র-রঙ্গবিভঙ্গ্য কুরঙ্গনয়নাসৌ  
মণিময় কুণ্ডল-মণ্ডিত গণ্ডযুগান্ত স্থিতোল্লসিতা ॥ ১২ ॥

করিবর মস্করগমনা পীনো-

ন্নত কুচ-নিতম্বগুরুভারৈঃ ।

অবিরত রভসাবেশা রাস-

রসামোদিনী বিনোদিনী রাধা ॥ ১৩ ॥

নীলাম্বরী কুটিল লোল বিলোচনাস্তা

লালাময়ী ললিত গীতরস-প্রসক্তা ।

মন্দস্মিতাতিমধুরোজ্জ্বল বস্ত্র-চন্দ্রা

চন্দ্রাবলী বিকচ-চম্পকদাম গৌরী ॥ ১৪ ॥

কুমুদরুচিরহাস্য পূর্ণলীলাবিলাস

কুটিলনয়ননির্ঘদ্রঙ্গ ভিষ্মাবতংসা ।

নবঘনরুচিরাসী পীতকৌষেয়বাসা

স্থললিতগতিচিত্রা চিত্ররেখা বিভাতি ॥ ১৫ ॥

রসালের নবপল্লবস্তবক আলম্বিত, তাঁহার নীলোন্নত কুটিল ভ্রুর রঙ্গভঙ্গী অতি মনোহর এবং তাঁহার মণিময় কুণ্ডলমণ্ডিত গণ্ডযুগ মৃদুহাস্তে উল্লসিত, এইরূপে সেই কুরঙ্গনয়না ক্রীড়া করিতেছেন ॥ ১২ ॥

সেই রাসরসামোদিনী বিনোদিনী শ্রীরাধা পীনোন্নত পয়োধর ও নিতম্বের গুরুভারে করিবরের ত্রায় মস্করগামিনী এবং নিরন্তরই মদনাবিষ্টা ॥ ১৩ ॥

ঐক্লম্প চম্পকদামগৌরী শ্রীচন্দ্রাবলী নীলবসনপরিহিতা, কুটিলনয়নাপাঙ্গী, লীলাময়ী, ললিত গীতরসাহুরাগিণী, মৃদুহাস্তযুক্তা এবং অতি মধুরোজ্জ্বল চন্দ্রবদনা ॥ ১৪ ॥

নবঘনরুচিরাসী শ্রীচিত্ররেখা কুমুদরুচিরহাসিনী এবং পূর্ণ লীলাবিলাসিনী, তাঁহার কুটিলনয়ননির্ঘদ্রঙ্গ অপাঙ্গরঙ্গ যেন কর্ণশোভি অবতংশকেও ভেদ করিতেছে ; তিনি স্থললিত গতি বিশিষ্টা হইয়া এবং পীতকৌষেয় বসন পরিধান করিয়া অতি বিচিত্ররূপে শোভা পাইতেছেন ॥ ১৫ ॥

আলোলদীর্ঘনয়নাঞ্চলচূষ্যমান-  
কর্ণান্বিত স্নপিত বিম্বফলাধরৌষ্ঠী ।

কৃষ্ণানুরাগতরলারুণ চাক্রবস্ত্রা

শ্যামচ্ছবি মৃদনমঞ্জরিকা বিভাতি ॥ ১৬ ॥

অধরন্তবকিতহাসা রুচিরবিলাসা সদা রসোল্লাসা ।

মদঘূর্ণিতনয়নাস্তাসিতবসনা মধুমতী গোঁরী ॥ ১৭ ॥

বদনসরোরুহ পরিমল-

লসদলিপটলা লোলাপাঙ্গী ।

স্নেহমুখাসিতবসনা ভাতি

সদা শশিরেখা পীতরক্তাভা ॥ ১৮ ॥

গণ্ডমণ্ডল মনোরমস্মিতা

লোললোচন বিভঙ্গিগচ্ছটা ।

প্রেমবাজ্রয়জ্জ্বা হুকোমলা

শ্যামলাসিতপটা বনপ্রিয়া ॥ ১৯ ॥

ঈষৎ চঞ্চল ও আয়তনয়নাঞ্চল বাঁহার শ্রবণমূলকে চূষন করিতেছে, বাঁহার বিম্বফলবিড়ম্বি অধরৌষ্ঠ মৃদুহাস্ত দ্বারা অভিষিক্ত এবং যিনি সূচাক্ষর অরুণ বসন পরিধান করিয়াছেন, সেই কৃষ্ণানুরাগতরলা শ্যামলকান্তি শ্রীমদনমঞ্জরী শোভা পাইতেছেন ॥ ১৬ ॥

গোঁরাঙ্গী শ্রীমধুমতীর অধরপুটে স্তবকে স্তবকে হাসির লহরী, তিনি রুচিরবিলাসা, সদা রসোল্লাসা, মদঘূর্ণিতনয়না ও কৃষ্ণবসনা ॥ ১৭ ॥

পীতরক্তবর্ণা শ্রীশশিরেখার বদনখানি প্রফুল্ল কমলের জায় এমন সুস্বর যে, পরিমল লোভে অলিকুল আসিয়া তাহাতে ক্রীড়া করিতেছে । তাঁহার নয়নাপাঙ্গ চঞ্চল এবং মুখমণ্ডল সৰ্কস্ব। হাসিমাধা । তিনি কৃষ্ণবর্ণ বসন পরিধান করিয়া অপরূপ শোভা পাইতেছেন ॥ ১৮ ॥

হুকোমলা বনপ্রিয়া শ্রীশ্যামলার গণ্ডমণ্ডল মৃদুহাস্তোৎফুল্ল ও মনোহর, নয়ন-ভঙ্গিমার চট্টা সূচঞ্চল, তাঁহার প্রেমগর্ভ বাক্য বাস্তবিকই সুধাময়, তিনি শুকুবস্ত্র পরিধান করিয়া শোভা পাইতেছেন ॥ ১৯ ॥



লোলায়তাক্ষল বিলোচন কান্তিপূর

সংভিন্ন মন্দমধুর স্মিতচারুবক্ত্র ।

ধৌতান্বর। বিকচপাটল পুষ্পকান্তিঃ

সীমন্তিনী মৃদুল গঞ্জুল বাথিলাসা ॥ ২০ ॥

লীলামহুরগামিনী মৃদুচলনৈত্রৈচ্ছটাভঙ্গিনী

প্রেমার্দ্দোজ্জ্বল বিলাস লালসলসং স্নেহাননারঙ্গিনী ।

লাবণ্যাসুধিসার সংভূতবপুর্মাণিক্যমুক্তামণি

ত্রৈবেয়াভরণাবলক্ষবসনা গৌরারুণা মাধবী ॥ ২১ ॥

কাঞ্চনরুচিরশরীর। মদভরগজরাজগামিনী সূত্রঃ ।

কমলদলায়তনুনয়না ধূসরবাসাকাদম্বিনী জীয়াৎ ॥ ২২

মৃদুমধুরগভীরস্নেহ বক্ত্রারবিন্দা

রসচপলকটাক্ষা ক্ষিপ্তকর্ণাবতংসা ।

বসনমপিদধানা স্বচ্ছসিন্দূরবর্ণৎ

দলদসিত সরোজ শ্যামলাঙ্গী লবঙ্গা ॥ ২৩ ॥

প্রকুল পাটল-পুষ্পকান্তি সীমন্তিনী শুভ্রবাস পরিহিতা এবং মৃদুমধুর বাথিলাসযুক্তা; লোলায়ত নয়নাঞ্চলের কান্তি সমূহ তাঁহার মন্দমধুর হাস্যমধুরীকে সংভিন্ন করিয়া বদনমণ্ডলের এক অপূর্ব চারুতা সম্পাদন করিয়াছে ॥ ২০ ॥

লীলামহুরগামিনী রক্তিনীর নয়নাপাঙ্গের ভঙ্গী জ্যেষ্ঠকল; তিনি সর্ব-ক্ষণই প্রেমরসার্দ্দা এবং তাঁহার বদনমণ্ডল সরস বিলাস-লালসাব্যঞ্জক হাস্যোৎফুল্ল। আবার গৌরারুণবর্ণা মাধবীর শ্রীঅঙ্গ লাবণ্য-সমুদ্ভেদ সারাংশসমূহ দ্বারা সুগঠিত। তিনি মণি-মুক্তা-মাণিক্য নির্মিত কণ্ঠভূষণে বিভূষিতা এবং শুক্লবসনা ॥ ২১ ॥

কাঞ্চনকান্তি দেহবিশিষ্টা, মদমত্ত গজরাজগামিনী সূত্র, কমলদলায়ত নুনয়না, ধূসরবসনা কাদম্বিনী জয়যুক্তা হউন ॥ ২২ ॥

যাঁহার বদনকমল মৃদুমধুর গভীর হাস্যমধুরীযুক্ত, কটাক্ষ রস-চপল ও কর্ণের অবতংস ঈষৎ আন্দোলিত, সেই দলিত নীলকমলের দ্বার

মৃদুলশ্মিতভঙ্গ্যোল্লসিত কপোলা বিলোলিতাপাঙ্গী  
 রসভর দুর্ব্বহদেহাসিত বসনা কুন্দিনী গৌরী ।  
 আকূত কুখিতাক্ষী পঙ্কজবদনা প্রফুল্লাহাসিনীঃ  
 তরুণারুণনিভবসনা গৌরাঙ্গী ভাবিনী মধুরা ॥ ২৪ ॥  
 কনককপিশবসনা নবঘনকান্তিরূপকিতাক্ষিতাক্ষীঃ ।  
 অধরপুটমিলকাসদ্যুতিরিয়মিন্দুমুখী বিলাসলোলা ॥ ২৫ ॥  
 বিশ্বাধরোপরি লুঠন্মৃদুচারুহাসা  
 প্রেমোজ্জ্বলা প্রচলৎ খঞ্জনগঞ্জমাঙ্গী ।  
 নির্ধৌত কাঞ্চনরূচি পটুপীতবস্ত্রা  
 তৌর্য্যত্রিকেষু কুশলা স্মুখী বিভাতি ॥ ২৬ ॥  
 কাঞ্চনচম্পকগৌরী পাটলবসনা স্তনীলকুটীলদ্রুঃ ।  
 বিধুবদনা মৃদুবচনারুণনয়না বল্লবী জয়তি ॥ ২৭ ॥

শ্রীমলাঙ্গী লবঙ্গ-মঞ্জরী ধ্বজ্জ সিন্দূর বর্ণের বস্ত্র পরিধান করিয়া শোভা  
 পাইতেছেন ॥ ২৩ ॥

নীলবসনা গৌরাঙ্গী কুন্দিনীর দেহলতা রসভরে টল টল করিতেছে—  
 যেন সে দেহতার বহন করিতে তাঁহার কতই কষ্ট হইতেছে । তাঁহার  
 কপোলদেশ মৃদুহাস্যভঙ্গিতে উল্লসিত এবং অপাঙ্গ রঙ্গ অতীব চঞ্চল ।  
 আবার ভাবিনী মধুরা নবোদিত অরুণের জায় লোহিত বসনা ও গৌর-  
 বরণা ; তাঁহার নয়নদুটী আশাতরে সঙ্কুচিত এবং বদনকমল হাস্যসুধ-  
 মায় প্রফুল্লিত ॥ ২৪ ॥

কনক-কপিশবসনা বিলাসচপলা ইন্দুমুখীর নয়ন-সুধমা নবঘনকান্তি  
 অপেক্ষাও মনোহর, এবং তাঁহার অধরপুটে হাস্যপ্রভা উজ্জাসিত ॥ ২৫ ॥

যিনি নিশ্চল কাঞ্চনকান্তি ও পীতপট্টবসনা, যাঁহার বিশ্বাধরের উপরে  
 সূচাক্র মৃদুহাস্য বিলুপ্ত হইতেছে এবং যাঁহার নয়ন দুটী নৃত্যঙ্গীল  
 খঞ্জনকেও গঞ্জনা দিতেছে, সেই নৃত্য-গীতবাদে স্তনিপুণা স্মুখী প্রেমের  
 প্রোজ্জলমূর্ত্তিরূপে শোভা পাইতেছেন ॥ ২৬ ॥

যিনি স্বর্ণচম্পকের জায় বর্ণবিশিষ্টা এবং পাটলবর্ণের বস্ত্র পরিহিতা,

পীতপট্টবসনা নবোৎপল-

শ্যামলা বিপিন কেলিলম্পটা ।

স্নেহ বক্তৃ কমলা দৃগঞ্চলা-

ক্ষিপ্ত কর্ণলতিকান্তি চন্দ্রিকা ॥ ২৮ ॥

ললিতা কমলা চৈব মালতী চ মনোরমা ।

ইত্যাদিঃ বহবো গোপ্যঃ সন্তি ভাবপরায়ণাঃ ॥ ২৯ ॥

অত্র মায়কানাং রূপাদি কথ্যতে ।

বীরঃ শারদপূর্ণচন্দ্রধবলঃ সস্বীত নীলাশ্রয়-

স্তীৰ্য্যথক্ৰ সুনীল কুক্ষিতকচশ্রেণী শিখণ্ডোজ্জ্বলঃ ।

আরক্তাধর হস্তপদযুগলোদঘূর্ণায়মানেক্ষণে।

হেলাবানলকাকুলালিকতটো জীয়াঘিনোদীবলঃ ॥ ৩০ ॥

বিক্রিৎ কুণ্ডল মেঘ মুজ্জ্বলতরং গণ্ডস্থলে সঞ্জিতং

কেয়ুরাঙ্গদকঙ্কণানি ডুজয়ো রাজ্যং স্ববর্ণস্ত চ ।

ঐহার ভ্রুগুণ সুনীল ও কুটিল সেই অরুণনয়না মুগ্ধবচনা চন্দ্রমুখী বঙ্গবী  
জয়যুক্তা হইতেছেন ॥ ২৭ ॥

পীতপট্ট-বসনা ও নবোৎপল শ্যামলা চন্দ্রিকার বদন-কমল মুহূর্ত্তাস্য-  
যুক্ত এবং ঐহার নয়নাঞ্চল কর্ণলতিকার মূল পর্য্যন্ত আকীর্ণ ; তিনি  
শ্রীকৃষ্ণাবনকেলিবিদগ্ধারূপে বিরাজ করিতেছেন ॥ ২৮ ॥

এইরূপ ললিতা, কমলা, মালতী, মনোরমা ইত্যাদি বহুসংখ্যক ভাব-  
পরায়ণা গোপী আছেন ॥ ২৯ ॥

অনন্তর লীলানায়কগণের রূপাদি কথিত হইতেছে ।—বিনোদিনী বীর-  
বর বলরামের অঙ্গকান্তি শারদীয় পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় ধবল । ঐহার সুনীল  
কুক্ষিত কেশপাশের উপর উজ্জ্বল মস্তুরপুচ্ছেয় চূড়া বক্রভাবে বদ্ধ । হস্ত-  
পদযুগল ও অধর আরক্ত, নয়ন মনযুগিত, ললাটতট অলকাবলি-শোভিত ;  
তিনি নীলাশ্রয় পরিধান করিয়া এবং বিবিধ হাবতাববিশিষ্ট হইয়া সর্কোৎ-  
কর্ষের সহিত বিরাজ করিতেছেন ॥ ৩০ ॥

ঐহার গণদেশে একটি উজ্জ্বল কুণ্ডল সাজিত, বাহুয়ুগলে স্ববর্ণের

পদ্মোদ্ভাসিত ভৃঙ্গলালিত লসম্মদারমালাং গলে  
 মঞ্জীরং পদ এক মুখরং রঙ্গী বলঃ ক্রীড়তি ॥ ৩১ ॥  
 বদনস্থধাকরবিশ্বে কিমহো নেত্রোৎপলে বলদেবস্ত  
 জ্যোৎস্না লালিত শরীরে রাজতে কাদম্বিনীবসনং ।  
 চঞ্চলচরুশিখণ্ডমণ্ডল লসম্মালা নিবন্ধোৎকচঃ  
 কন্তুরীতিলক প্রবেষ্টিত লসৎ কাশ্মীর ভালস্থলঃ ॥ ৩২ ॥  
 অন্তর্হাস গভীরভাষণপরঃ সম্বীত মেঘান্বরো  
 জীয়াচ্ছারদ পূর্ণচন্দ্রধবলো লীলাস্থবেশো বলঃ ।  
 বিভ্রদযষ্ঠি বিষণ্ণবেত্রমুরলী আরক্তবর্ণাং ধটং  
 মুক্তাবিভ্রমহার মুজ্জলতরং লীলাচলং কুণ্ডলং ॥ ৩৩ ॥  
 শ্রীদামা বনপুষ্পদামনিকরৈ রুদ্রকেশঃ স্ফুর-  
 দ্রক্তশ্যামকলেবরো বিজয়তে তত্রাভিরামাকৃতিঃ ॥ ৩৪ ॥

কেবল অঙ্গ ও বলয়-শোভিত, গলদেশে কমলোদ্ভাসিত ভ্রমরলালিত  
 মন্দারমালা বিভূষিত এবং তাঁহার একপদে একটি শফায়মান নুপুর  
 বিষ্ট ; এইরূপে রঙ্গী বলদেব ক্রীড়া করিতেছেন ॥ ৩১ ॥

আহা ! সেই বলদেবের বদনখানি সুধাকরের ন্যায় মনোহর  
 দু'টা নীলোৎপল সদৃশ ; এবং তাঁহার সেই জ্যোৎস্না-ধবল শ্রীমুখে  
 স্নিনী বসন শোভা পাইতেছে । তাঁহার কেশ-পাশ চারুচঞ্চল শিখিপুচ্ছ-  
 সমন্বিত পুষ্পমালা দ্বারা চূড়াকারে নিবদ্ধ এবং ভালস্থলে কুঙ্কমশোভি  
 কন্তুরী তিলক উদ্ভাসিত রহিয়াছে ॥ ৩২ ॥

শারদ-পূর্ণ-চন্দ্রধবলকান্তি লীলাবেশধারী বলদেব অন্তরে হাস্তময় হইলেও  
 বাহিরে গভীরভাষী । তিনি লীলা যেহু বষ্টি, শৃঙ্গ, বেত্র, মুরলী ও রক্তবর্ণ  
 ধড়, উজ্জল মণিমুক্তামালা এবং লীলাচঞ্চল কুণ্ডল ধারণ পূর্বক মেঘের  
 ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট বসন পরিধান করিয়া সর্বোৎকর্ষের সহিত বিরাজ  
 করিতেছেন ॥ ৩৩ ॥

তদ্বার রক্ত-শ্যাম-কলেবর শ্রীদাম অতীব জয়যুক্ত হইতেছেন । তাঁহার

আরক্ত গৌরশশিবক্তৃ বিলোলনেত্র

আনন্দ এব পরিমুগ্ধ এব ধীরঃ ।

ক্রীড়াগভীরভর ভার বিমত্তবেশঃ

কৃষ্ণস্য রাজতি কলাকুশলঃ সুদামা ॥ ৩৫ ॥

অপি কলধৌত শরীরঃ করিবর মম্বুরো নটশীলঃ ।

সুবলঃ কুবলয়নয়নো নয়নানন্দপ্রদো জয়তি ॥ ৩৬ ॥

শ্রীমসুন্দরবেশোহয়ং বালদ্বিরদ-বিক্রমঃ ।

কৃষ্ণক্রীড়া মহোল্লাসঃ স্তোককৃষ্ণো বিরাজতে ॥ ৩৭ ॥

বালাকুণ তনু কাস্তিনীরজদলদীর্ঘলোচনঃ শ্রীমান্ ।

নটবরলীলো বিহরেদংশুশৃঙ্গরাজিত হরিদ্বাসাঃ ॥ ৩৮ ॥

তপ্তকাঞ্চনগৌরাজ্জোহরুণবাসা মনোহরঃ ।

বসুদামা জয়েস্তামান্ সুধাসংপূর্ণচন্দ্রমাঃ ॥ ৩৯ ॥

কেশ-কলাপ বনপুষ্পদাম সমুহ দ্বারা চূড়াকারে সংবদ্ধ এবং তাঁহার আকৃতি  
বেশন সুঠাম ভেমনই রমণীয় ॥ ৩৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণের কলা-কুশল সুদামের বর্ণ আরক্ত গৌর, বদন সুধাংশুপ্রতিম,  
নেত্র বিলোল, এবং তাঁহার বেশভূষা গভীর ক্রীড়াবিমত্তের মত । তিনি  
আনন্দময়, সুন্দর ও বিজের ন্যায় বিরাজ করিতেছেন ॥ ৩৬ ॥

আরও তথায় নয়নানন্দপ্রদ, কুবলয় নয়ন, করিবর মম্বুরগতি, নটশীল  
বর্ণকাস্তি সুবল জয়যুক্ত হইতেছেন ॥ ৩৬ ॥

বাহার করি-শিশুর ত্রায় বিক্রম এবং শ্রীকৃষ্ণ-ক্রীড়ার বাহ্যর মহোল্লাস, সেই  
শ্রীমসুন্দরবেশ স্তোককৃষ্ণ বিরাজ করিতেছেন ॥ ৩৭ ॥

তথায় লীলানটবর শ্রীমান্ অংশু বিরাজ করিতেছেন, তাঁহার তরুণ  
ভগনের ত্রায় তনুকাস্তি, কমলদলের ন্যায় দীর্ঘলোচন, এবং তাঁহার করে  
শৃঙ্গ ও কটিতটে হরিৎ ( সবুজ ) বসন সুশোভিত ॥ ৩৮ ॥

তথায় সুধাংশুপূর্ণ চন্দ্রের ত্রায় দীপ্তিমান বসুদাম বিরাজ করিতেছেন,  
তিনি মনোহর তপ্ত কাঞ্চনগৌরাক্ষ ও অরুণবসনধারী ॥ ৩৯ ॥

ফুলপঙ্কেরূহ-শ্রীমান্ নবনীতপ্রিয়ঃ সদা ।  
 নটলীলো নৰ্ম্মণীলঃ কিক্বিণীকোহত্র রাজতে ॥ ৪০ ॥  
 ক্ষুরদতসীকুসুমভঃ কলভগতিঃ পঙ্কজেক্ষণশ্চা-  
 সৌ ধূসরবসনো রসনাবিলসৎকটিরজ্জুনো জীয়াৎ ॥ ৪১ ॥  
 দুর্বাদলশ্চামদেহঃ ক্ষুরম্নেত্রো লসন্মুখঃ  
 দেবপ্রস্থোহপি তত্রস্থোহরুণবাসা বিরাজতে ॥ ৪২ ॥  
 সঙ্গীতকৌতুকী শুদ্ধ স্বর্ণালঙ্কারভূষিতঃ ।  
 সিন্দূরাভ স্তত্র জীয়াৎ স্তনন্দঃ স্তন্দরাকৃতিঃ ॥ ৪৩ ॥  
 স্নিগ্ধো মরকতশ্চামঃ শুচিবাসা লসন্মুখঃ ।  
 বনমালাধরো জীয়াদরুণাক্ষো বরুথপঃ ॥ ৪৪ ॥  
 ঈষচ্ছ্যামশরীরো মধুরস্মিত স্জজাতকমলাস্যঃ ।  
 লাস্ত্র-কলা কুশলোহসৌ নন্দক ইহ নন্দতে নিয়তং ॥ ৪৫ ॥

তথায় নটলীল নৰ্ম্মণীল কিক্বিণী নামক গোপাল বিরাজ করিতেছেন ।  
 তিনি প্রফুল্ল পঙ্কজের আয় শ্রীমান্ এবং সৰ্ব্বদা নবনীতপ্রিয় ॥ ৪০ ॥

আরও তথায় প্রফুল্ল অন্তসীকুসুম কান্তি কমলনয়ন অর্জুন নামক  
 গোপাল জয়যুক্ত হইতেছেন । তাঁহার গতি করি-শিশুর ন্যায় মৃদু, পরিধানে  
 ধূসর বাস, এবং কটিদেশে রসনা ( চন্দ্রহার বিশেষ ) শোভিত ॥ ৪১ ॥

সেখানে দুর্বাদল-শ্চামদেহ দেবপ্রস্থ বিরাজ করিতেছেন, তাঁহার চলচল  
 নয়ন, হাসিমাখা মুখ এবং তিনি অরুণ বসন পরিধান করিয়া শোভা  
 পাইতেছেন ॥ ৪২ ॥

সেখানে সিন্দূরের ন্যায় আভাবিশিষ্ট স্তন্দরাকৃতি স্তনন্দ জয়যুক্ত  
 হইতেছেন । তিনি শুদ্ধ স্বর্ণালঙ্কার-ভূষিত এবং সঙ্গীত-কৌতুকী ॥ ৪৩ ॥

সেখানে স্নিগ্ধ মরকত শ্চাম কমলনয়ন বরুথপ পবিত্র বসন পরিধান  
 পূর্ক বনমালা ধারণ করিয়া সহাস্রমুখে বিরাজ করিতেছেন ॥ ৪৪ ॥

এই শ্রীমদ্রবণে নৃত্যকলাকুশল নন্দক নিয়ন্তর অভিনন্দিত হইতেছেন ।  
 তিনি ঈষৎ শ্চামাগ এবং তাঁহার বদনকমল মধুর মৃদুহাস-যুক্ত ॥ ৪৫ ॥

ব্রহ্মাণব্রহ্মভাবেতৌ বর্ণে ধুমলধূসরৌ ।

নীলরক্তাস্বরধরৌ জীয়াস্তামতিশুন্দরৌ ॥ ৪৬ ॥

ওজস্বী চ সুবাহুলোহিত নীলোৎপলাভ রমণীরৌ ।

মধুরাকৃতি কমণীরৌ পটুনটন লীলাকুশলৌ ॥ ৪৭ ॥

লবঙ্গশ্চ মহাবাহুর্নন্দনো ভদ্রসেনকঃ ।

ইত্যাদি বহুবো গোপাশ্চরন্তি ভাবতৎপরাঃ ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণবিলাসে রূপাদি বর্ণনং নাম

দ্বিতীয়ঃ প্রবন্ধঃ ॥ ২ ॥

ব্রহ্মাণ ও ব্রহ্ম উহার উভয়েই যথাক্রমে ধুমল ও ধূসরবর্ণবিশিষ্ট এবং

নীলরক্তাস্বর পরিধান করিয়া অতিশুন্দররূপে শোভা পাইতেছেন ॥ ৪৬ ॥

ওজস্বী ও সুবাহু যথাক্রমে রক্ত ও নীলোৎপলপ্রভার ন্যায় রমণীয়,

কৃতি কমণীয় এবং সুপটু নটলীলাকুশল ॥ ৪৭ ॥

লবঙ্গ ও সেই শ্রীকৃষ্ণাবনে লবঙ্গ, মহাবাহু, নন্দন, ভদ্রসেন ইত্যাদি

এতৎপরাঃ ভাবপরায়ণ গোপাল নিত্য বিচরণ করেন ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণবিলাসে দ্বিতীয় প্রবন্ধানুবাদ ॥ ২ ॥

## তৃতীয়ঃ প্রবন্ধঃ ।

অথ বনবিহারাদিঃ কথ্যতে ।

শ্রীভাগবতে । ১০।১১

বৃন্দাবনং সংপ্রবিশ্য সর্বকাল স্নখাবহং ।

তত্র চক্রুব্রজাবাসং শকটৈরর্দ্ধচন্দ্রবৎ ॥ ১ ॥

বৃন্দাবনং গোবর্দ্ধনং যমুনাগুলিনানি চ ।

বীক্ষ্যাসীদুত্তমা শ্রীতি রামমাধবয়োন্মূপ ॥ ২ ॥

এবং ব্রজোকসাং শ্রীতিং যচ্ছস্তো বালচেষ্টিতৈঃ ।

কলবাক্যৈঃ স্বকালে বৎসপালো বভূবতুঃ ॥ ৩ ॥

অবিদূরে ব্রজভুবঃ সহ গোপালবালকৈঃ ।

চারয়ামাসতু বৎসান্নানাক্রীড়াপরিচ্ছদৌ ॥ ৪ ॥

কচিদ্ধাদয়তো বেণুং ক্ষেপণৈঃ ক্ষিপন্ত কচিৎ ।

কচিৎ পাদৈঃ কিঙ্কিণীভিঃ কচিৎ কৃত্রিম গোবৃষৈঃ ॥ ৫ ॥

অনন্তর বন-বিহারাদি কথিত হইতেছে । যথা শ্রীমদ্ভাগবতে, দশমস্কন্ধে ১১শ অধ্যায়ে—গোপগণ শ্রীযমুনা পার হইয়া সর্বকাল-স্নখাবহ শ্রীবৃন্দাবনে প্রবেশ পূর্বক তথায় কালীয় হ্রদের প্রায় দক্ষিণ দিকে ব্রজ বা গোবুল নামক স্থানে শকট সমূহ দ্বারা অর্দ্ধচন্দ্রাকারে আবাস রচনা করিলেন । হে রাজন্ ! বৈকুণ্ঠ অপেক্ষাও শ্রীবৃন্দাবন, গোবর্দ্ধন ও যমুনাগুলিনাদির অতুলনীয় সুসমারামি সন্দর্শন করিয়া শ্রীবলরাম সর্বলোকাভিরাম হইয়াও এবং শ্রীকৃষ্ণ সর্বলক্ষ্মীপতি (মাধব) হইয়াও পরম শ্রীতিলাভ করিলেন ॥ ১—২ ॥

তাঁহারা বৎসপুচ্ছধারণ, মৃন্তিকা ভক্ষণ, দধিভৃক্ণ চৌৰ্যাদি বালচেষ্টিত মধুর বাক্যে ব্রজবাসিদিগের শ্রীতি সম্পাদন করিতে লাগিলেন এবং কাল-ক্রমে অর্থাৎ মধ্যাকৌষার বয়সে বৎসপাল হইয়া উঠিলেন ॥ ৩ ॥

তাঁহারা ব্রজভূমির অদূরে স্তম্বরতৃণময় স্থানে বেণুবৈজ্ঞ শৃঙ্গবীণা কন্দুকাদি বিবিধ ক্রীড়ার সামগ্রী লইয়া ব্রজবালকদিগের সহিত বৎসচারণ আরম্ভ



তপাহি বিলম্বমঙ্গলে ।

অধর-বিস্মবিড়ম্বিত বিক্রমং

মধুর বেণুনিবাদ বিনোদিতম্ ।

অমল কোমলকান্ত মুখাস্থজং

কমপি গোপকুমার মুপাস্মহে ॥ ৬ ॥

শ্রীভাগবতে । ১০।১২

কচিৎসনাশায় মনোদধ্বজাৎ

প্রাতঃ সমুথায় বয়শ্চ বৎসুপান্ ।

প্রবোধয়ন্ শৃঙ্গরবেণ চারুণা

বিনির্গতো বৎসপূরঃসরো হরিঃ ॥ ৭ ॥

তেনৈব সাকং পৃথকাঃ সহস্রাশঃ

স্নিগ্ধাঃ স্নশিখেত্র বিষাগবেগবঃ ।

করিলেন । কোথাও বেণুবাদন করেন, কোথাও ডোরীবন্ধ সহায্যে বিদ্ধ ও আমলকাদি কল দ্বারে নিক্ষেপ করেন, কোথাও বা কিকিণীযুক্ত চরণে নৃত্য করেন কিম্বা ক্রীড়িতল ভাঙন করেন, কোথাও বা স্বসঙ্গীবালকগণ গাত্র কন্দলাবৃত্ত করিয়া কৃত্রিম বৃষের অনুকরণ করিতে থাকিলে আপনাতঃ কৃত্রিম বৃষ সাজিয়া তদনুরূপ শব্দ করিতে করিতে পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন ॥ ৪—৫ ॥

তথা বিলম্বমঙ্গলে—“যাঁহার বিলম্বের প্রবালকেও বিড়ম্বিত করিয়াছে, যিনি স্নমধুর বেণু-নিবাদের সর্বদা আনন্দিত, এবং যাঁহার মুখকমল অমল, কোমল ও মনোহর, সেই অনির্দ্বন্দ্বীয় গোপকুমারকে আমরা ভজনা করি ॥ ৬ ॥

পুনঃ শ্রীভাগবতে—“একদা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অরণ্যেই প্রাতঃভোজন করিবার দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়া সর্বাগ্রে গজোথান পূর্বক রাজ্যবাস পরিত্যাগ, শ্রীমুখাদি প্রক্ষালন স্নানক বসনভূষণাদিতে সজ্জিত হইয়া এবং বৎসপাল বয়স্কদিগকে মধুর শৃঙ্গরবিনী দ্বারা প্রবোধিত করিয়া বৎস সমূহকে অগ্রে লইয়া ব্রজ হইতে বহির্গত হইলেন ॥ ৭ ॥

অতঃপর তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই মেহনীল সহস্র সহস্র গোপবালক স্নমধুর

স্বান্ স্বান্ সহস্রোপরি সংখ্যাস্থিতান্  
বৎসান্ পুরস্কৃত্য বিনির্ব্যমু মুদা ॥ ৮ ॥

তত্র ৫ ।

ফলপ্রবালস্তবকস্রমনঃ পিচ্ছ ধাতুভিঃ ।

কাচ মুক্তা মণি স্বর্ণভূষিতা অপ্যভূষয়ন্ ॥ ৯ ॥

মুষ্ণস্তোহশ্বোন্ম শিক্যাদীন্ জ্ঞাতানারাদ চিক্ষিপুঃ ।

তত্রত্যশ্চ ততো দূরাক্সসন্তুশ্চ পুনর্দৃঃ ॥ ১০ ॥

তেহতি দূরং গতে কৃষ্ণে \* বনশোভেষ্ণায় তং ।

অহং পূর্বমহং পূর্বমিতি সংস্পৃশ্য রেমিরে ॥ ১১ ॥

কোচিদ্ধেগূন্ বাদয়ন্তো ধ্বাস্তঃ শৃঙ্গাণি কেচন ।

কেচিদ্ভৃঙ্গৈঃ প্রগায়ন্তঃ কৃজন্তঃ কোকিলৈঃ পরে ॥ ১২ ॥

শিকা-বেত্র বেণু-বিঘাণ লইয়া স্ব স্ব সহস্রাধিক বৎস অগ্রে করিয়া আমন্দভয়ে বাহির হইয়া পড়িলেন ॥ ৮ ॥

যদিও ঐ সকল বালক নিজ নিজ জননী কর্তৃক মানাবিব মণিমুক্তা ও স্বর্ণ-ভরণে বিভূষিত হইয়াছিলেন, তথাপি কাচ ওজাদিতে বালকদিগের স্বাভাবিক আগ্রহবশতঃ তাঁহারা বন হইতে পুষ্প, প্রবাল, ফল, পুষ্পপুচ্ছ, ময়ূরপুচ্ছ ও গৌরিক প্রভৃতি ধাতু দ্বারা পুনরায় আপনাদিগকে ভূষিত করিতে লাগিলেন ॥ ৯ ॥

পরস্পরের শিক্যা ও অন্নপাতাদি অপহরণ করিয়া, যেমন কেহ জানিতে পারে, অমনি তাহা দূরে নিক্ষেপ করেন;—কেহ দৌড়িয়া তাহা লইতে বাইলে, আবার সে স্থান হইতেও দূরে নিক্ষেপ করেন । এইরূপে বালকগণ স্ব স্ব দ্রব্য না পাইয়া যখন অতিমুগ্ধতা হেতু রোদন করিতে থাকেন, তখন তাঁহারা হাসিতে হাসিতে তাহা পুনরায় প্রদান করেন ॥ ১০ ॥

ঐক্য বনশোভা সন্দর্শনের নিমিত্ত কদাচিৎ দূরে গমন করিলে সেই ব্রজ-বালকেরা “আমি অগ্রে, আমি অগ্রে” এই বলিয়া তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া স্মৃখী হইতেন ॥ ১১ ॥

কেহ কেহ বেণুবাদন করিতে করিতে, কেহ কেহ শৃঙ্গ বাজাইতে

\* বহি “দূরং গতঃ কৃষ্ণো” ইতি পাঠান্তরম্ ।

বিচ্ছায়্যতিঃ প্রধাবন্তো গচ্ছন্তঃ সাধুহংসকৈঃ ।

বকৈরুপবিশন্ত্যচ নৃত্যন্ত্যচ কলাপিভিঃ ॥ ১৩ ॥

তদ্ভূপং বিলম্বমঙ্গলে ।

কর্ণালম্বিত কদম্বমঞ্জরী কেশরারুণ কপোলমণ্ডলম্ ।

নির্ম্মলং নিগমরাগগোচরং নীলমণি মবলোকয়ামহে ॥ ১৪ ॥

শ্রীভাগবতে । ১০। ১৩

অহোহৃতিরম্যং পুলিনং বয়স্তাঃ

স্বকৈলি সম্প্পন্ন দুলাচ্ছবালুকম্ ।

স্মৃষ্টং সরোগন্ধ হতালিপিত্রিক

ধ্বনি প্রতিধ্বানলসদ্মাকুলম্ ॥ ১৫ ॥

বাঁজাইতে, কেহ বা ভূঁদের সহিত গান করিতে করিতে এবং অপর কতকগুলি বালক কোকিলের সঙ্গে কলধ্বনি করিতে করিতে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন ॥ ১২ ॥

অপর কতকগুলি বালক পক্ষিদের ছায়ার অন্ত্রধাবন, হংসগণের সহিত গমন, বকসঙ্গে উপবেশন এবং ময়ূরগণের সহিত নৃত্যে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১৩ ॥

বিলম্বমঙ্গলকাব্যেও এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। যথা, বাঁহার কপোলমণ্ডল কর্ণাবলম্বিত কদম্বমঞ্জরী কেশর ঝারা রক্তিম এবং যিনি বেদাদি শাস্ত্র-বিহিত অমুরাগের গোচর, সেই নির্ম্মল নীলমণিকে আমরা অবলোকন করি ॥ ১৪ ॥

ওহে বয়স্তগণ! এই পুলিন অতীব রমনীয়, ইহাই আমাদের ভোজন-বিহারের উপযুক্ত স্থান। এই দেখ এখানে আমাদের কেলিসম্পৎ সকলই বিজ্ঞমান রহিয়াছে—এখানকার বালুকা সকল কোমল অথচ নির্ম্মল—সুতরাং উপবেশনস্থকর আর এই সরোবরে প্রফুল্লকমলসমূহের সৌরভাকুণ্ঠ হইয়া বহুবিধ বিহঙ্গ ও ভৃঙ্গ আসিয়া ধ্বনি করিতেছে, তাহাদের সেই ধ্বনির প্রতিধ্বনিতে তীরস্থ তরু সকল বিলসিত হইতেছে। ফলতঃ শব্দ সমাগমে এখানে ভোজনবিহারের সকল সম্ভারই পরিদৃষ্ট হইতেছে; ধূপ সৌরভ, নীত ভ্রমরধ্বনি, ভোজনপাত্র—পদ্মপত্রাদি, সুবাসিত নীতল জল, তাপ নিবার-পার্থ বনব্রহ্মাঙ্গা ইত্যাদি সুখভোজনের সকল সামগ্রীই দৃষ্ট হইতেছে ॥ ১৫ ॥

অত্র ভোক্তব্যমস্মাভি দিবাকরুচং ক্ষুধাদিতাঃ ।

বৎসাঃ সমীপেহপঃ পীত্বা চরন্ত শনকৈ স্তৃণম্ ॥ ১৬ ॥

তথ্যেতি পায়য়িত্বাৰ্ভা বৎসানারুধ্য শাদ্বলে ।

মুক্ত্বা শিক্যাণি বুভুজুঃ সমং ভগবতা মুদা ॥ ১৭ ॥

কৃষ্ণস্ত বিশ্বক্ পুরুরাজিমণ্ডলৈ রভ্যাননাঃ ফুল্লদৃশো ব্রজার্ভকাঃ

লহোপবিষ্টা বিপিনে বিরজুচ্ছদা যথাস্তোরুহ কর্ণিকান্নাঃ ॥ ১৮ ॥

কেচিৎ পুটৈশ্চৈলৈঃ কেচিৎ পল্লবৈরক্ষুরৈঃ ফলৈঃ ।

শিগ্ভিস্তৃণ্ডিভির্দৃষন্তিচ বুভুজুঃ কৃতভাজনাঃ ॥ ১৯ ॥

দিবাকর উর্ধ্বাকাশে অবস্থিত,—সকলেই ক্ষুধার্ত হইয়াছি, আইস, আমরা এইস্থানে ভোজন করি। ততঃপূর্ব বৎসগণ জলপান করিয়া নিকটে তৃণমণ্ডে ধীরে ধীরে বিচরণ করিতে থাকুক ॥ ১৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্য বালকেরা ভাল বলিয়া অমুমোদন করিলেন। অনন্তর বৎসগণকে জলপান করাইয়া হরিদর্শ তৃণময় প্রদেশে বাধিয়া দিলেন এবং স্ব স্ব গৃহ হইতে প্রাতঃকালে আনীত শিক্যা সকল ব্রজগ্রহ হইতে উন্মোচন করিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সহিত আনন্দে খাইতে লাগিলেন ॥ ১৭ ॥

তাহাদের ভোজনার্থ উপবেশন-পারিপাট্য অতীব বিচিত্র। কর্ণিকা বেষ্টন করিয়া কমলদলসমূহ বেক্সপ শোভা পায়, সেইরূপ ব্রজবালকগণ শ্রীকৃষ্ণের চারিদিকে তুরি তুরি পংক্তি রচনা করিয়া সমীপবর্তি হইয়া বসিলেন, শ্রীকৃষ্ণ মধ্যস্থলে উপবেশন করিলেন এবং অচিন্ত্য বৈভব দ্বারা সর্বদিকেই মুখাদি অঙ্গ প্রকাশ করিলেন অর্থাৎ “সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোহঙ্কিশির্বোমুখমিতি” এই শ্রুতিবাক্য সার্থক করিলেন। অন্তর্যাম “শ্রীকৃষ্ণের অভিমুখে সন্নিহিত পুংক্তিতে আমরা সকলেই অভিমুখী হইয়া বসন করিয়াছি”—ব্রজবালকেরা গৃষ্ঠ পার্শ্ব ও ব্যবহিত পুংক্তিতে উপবেশন করিয়াও এইরূপ অভিমান করিতে লাগিলেন ॥ ১৮ ॥

বালকগণ স্ব স্ব ভোজনপাত্রের অপূর্ণ রচনা-কৌতুক প্রদর্শনের ইচ্ছা করিয়া, কেহ কেহ পুষ্পদল দ্বারা, কেহ কেহ পল্লব দ্বারা, কেহ কেহ অঙ্কুর, ফল, বৃক্ষের ত্বক্, শিকা এবং প্রস্তরখণ্ড দ্বারা পাত্র কল্পনা করিয়া ভোজন আরম্ভ করিলেন ॥ ১৯ ॥

ভক্তচতুর্দশাধ্যায়ে ।

বইপ্রসূন বনধাতু বিচিত্রিতাঙ্গঃ

প্রোদ্ধামবেণুদলশৃঙ্গরবোৎসবাঢ্যঃ ।

বৎসান্ গুণব্লক্ষুগগীত পবিত্রকীর্তি

গৌপীদৃগুৎসবদৃশিঃ প্রবিবেশ গোষ্ঠং ॥ ২০ ॥

অন্যত্র ।

অগ্রে গাব স্তদনুচলিতা স্তল্যবেশাঃ কিশোরা

মধ্যে মত্তদ্বিরদগমনৌ লীলয়া দোলিতাঙ্গৌ ।

পিচ্ছপিড়ৌ ধৃত-মুরলিকা শৃঙ্গ-সঙ্কানবেত্রৌ

গোষ্ঠক্ৰীড়ারভস্চপলৌ রামকৃষ্ণৌ ভজামঃ ॥ ২১ ॥

পুনঃ শ্রীভাগবতে । ১০।১৫

তস্মাধবো বেণুমুদীরয়ন্ ব্রতো

গোপৈর্গুণন্তিঃ স্বযশো বলান্বিতঃ ।

অনন্তর চতুর্দশাধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে—“এইরূপে পবিত্র কীর্তি শ্রীকৃষ্ণ নিজ প্রিয়সহচর বালকবৎসগণের সহিত বনবিহারাদি করিয়া, ব্রজে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তৎকালে শিখিপুচ্ছ, পুষ্প ও গৈরিকাদি বনধাতু দ্বারা তাঁহার শ্রীঅঙ্গসমূহ সুচিত্রিত হইয়াছিল এবং তিনি স্বয়ং বংশী শৃঙ্গাদির উদ্ধাম ধ্বনি দ্বারা উৎসবযুক্ত হইয়া এবং উগলালন দ্বারা বৎসগণকে আহ্বান করিতে করিতে গোষ্ঠে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া শ্রীবিশোদাদি ব্রজনারীগণের অতিশয় নেত্রানন্দ উপস্থিত হইল ॥ ২০ ॥

আবার অন্তর কথিত হইয়াছে—অগ্রে অগ্রে গোবৎস সকল গোষ্ঠাভিমুখে গমন করিতেছে, স্তল্যবেশধারী কিশোর গোপকুমারগণ তাহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিতেছেন। সেই ব্রজবালকদের মধ্যে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মত্ত-করিবরের জায় লীলা বশতঃ অঙ্গ দোলইয়া গমন করিতেছেন; তাঁহাদের মস্তকে শিখিপুচ্ছ চূড়া এবং করে মুরলীশৃঙ্গ বেত্রশোভিত, আমরা সেই গোষ্ঠক্ৰীড়ারভস্চপল শ্রীরামকৃষ্ণকে ভজনা করি ॥ ২১ ॥

এইরূপে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের গোচারগাদি লীলা সামান্তভাবে উল্লেখ করিয়া এক্ষণে তাঁহাদের সেই বিচিত্র যমুর ক্রীড়া বিশেষভাবে কথিত হইতেছে।

পশুন্ পুরস্কৃত্য পশব্য মাবিশ-

দ্বিহর্তৃকামঃ কুন্ত্যাকরং বনং ॥ ২২ ॥

তন্মগ্নু ঘোষালি মৃগদ্বিজাকুলং

মহম্মনঃ স্বচ্ছপয়ঃ সরস্বতা ।

বাতেন জুষ্ঠং শতপত্রগন্ধিনা

নিরীক্ষ্য রস্ত্বং ভগবান্ মনো দধে ॥ ২৩ ॥

স তত্র তত্রারূপপল্লবজিয়া ফলপ্রসূনোরুভরেণ পাদয়োঃ ।

স্পৃশচ্ছিতান্ বীক্ষ্যবনস্পতীম্মুদা স্ময়ম্বিবাহাগ্রজমাদিপুরুষঃ ॥ ২৪ ॥

অহো অমীদেববরামরার্চিতং পদাম্বুজং তে স্মমনঃফলাইগং ।

নমন্ত্যুপাদায় শিখাভিরাভ্রনস্তমোহপহত্যৈতরুজম্ম যৎকৃতং ॥ ২৫ ॥

পুনঃ শ্রীভাগবতে,—শ্রীহৃদ্যাবনের সর্বসম্পদ্বিত্তারক শ্রীকৃষ্ণ, বলদেবের সহিত মিলিত হইয়া, বিহার-কামনায় উচ্চ বেণুধ্বনি করিতে করিতে, স্বীয় যশঃ-কীর্তনকারী গোপগণে পরিবৃত্ত হইয়া এবং গোবৎসগণকে অগ্রবর্তী করিয়া পণ্ডগণের হিতকর ও বসন্তের জ্ঞায় সর্বপুস্পসমৃদ্ধ হৃদ্যাবন মধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ২২ ॥

সেই হৃদ্যাবন অতিশয় মনোরম, মধুর শব্দকারি ভৃঙ্গ-মৃগ-বিহঙ্গকুলে সর্বদা আকুলিত, তথায় ভগবন্তপুস্পগণের মনের জ্ঞায় স্বচ্ছসলিলপূর্ণ সরোবরকে আশ্রয় করিয়া এবং শতপত্রের স্নানর গন্ধে সুরভিত হইয়া মুহু মারুত সর্বদা প্রবাহিত, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই বিপিনমাধুরী নিরীক্ষণ করিয়া তথায় বিহার করিবার নিমিত্ত প্রীতিভরে চিত্ত অভিনিবিষ্ট করিলেন ॥ ২৩ ॥

সেই আদিপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ হৃদ্যাবনে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন,—স্থানে স্থানে বৃক্ষরাজির শিখাগ্রভাগ ফলপুষ্পের গুরুভারে অবনত হইয়া, অরুণ পল্লবকান্তির সহিত তদীয় পাদস্পর্শ করিতেছে । তদর্শনে তিনি নন্দ্যদ্যোতক আনন্দকোভুকভরে অগ্রজ বলদেবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ॥ ২৪ ॥

“ঐ দেখ, হে দেববর ! যে স্বকীয় কর্মফলে এই তরুজন্ম লাভ হইয়াছে, সেই পাপ শাস্তির উদ্দেশ্যেই এই বৃক্ষসমূহ শিখাগ্রভাগ দ্বারা পুষ্পফলাদি উপহার লইয়া তোমার অমরার্চিত চরণ-কমলে প্রণাম করিতেছে ॥ ২৫ ॥

এতেহলিন স্তব যশোহখিললোকতীর্থং  
 গায়ন্ত আদিপুরুষানুপথং ভজন্তে ।  
 প্রায়ো অমীমুনিগণা ভবদীয় মুখ্য।  
 গৃঢ়ং বনেহপি ন জহত্যনবাস্তদৈবম্ ॥ ২৬ ॥  
 নৃত্যন্ত্যামী শিখিন ইড্য মুদা হরিণ্যঃ  
 কুর্ক্বন্তি গোপ্য ইব তে প্রিয়মীক্ষণেন ।  
 সূক্তৈশ্চ কোকিলগণা গৃহমাগতায়  
 ধন্য। বনোকস ইয়ান্ হি সতাং নিসর্গঃ ॥ ২৭ ॥  
 ধন্তোয়মত্ত ধরণী তৃণবীরুধন্তুঃ  
 পাদস্পৃশো দ্রুমলতাঃ করজ্জাভিমুখাঃ ।  
 নতোহদ্রয়ঃ খগমৃগাঃ সদয়াবলোকৈক  
 গোপ্যোহস্তুরেন ভুজয়োরপি যৎস্পৃহাশ্রীঃ ॥ ২৮ ॥

হে আদিপুরুষ ! এই সকল লম্বর তোমার অখিললোকপাবন যশোগান  
 করিতে করিতে, তোমার পথের অঙ্গুগামী হইতেছে। ইহাতে আমার  
 বোধ হয়, তোমার নানারূপের উপাসকগণের মধ্যে, বাহারা মদীয় অগ্রজ  
 পূর্ণরূপ তোমার উপাসক, সেই মুখ্য মুনিগণই ঈশ্বরদ্বাবনে অতরূপ  
 উপাসকগণের অজ্ঞাতরূপে তুমি উহাদের অভীষ্টদেব বলিয়া, তোমাকে  
 ত্যাগ করিতেছে না। ফলতঃ, তুমিও যেমন নররূপে নিগূঢ় হইয়াছ,  
 সেইরূপ তোমার উপাসক মুনিগণও মধুকরবেশে তোমার ভজনা করিতেছে।  
 স্তবরাং হে অনঘ ! অত্র গমনে ইহাদের তুমি অপরাধ গ্রহণ করিও না ॥২৬॥

হে ধরণ্য ! ঐ দেব ! মম্বর সকল তোমাকে অবলোকন করিয়া  
 সহর্ষে নৃত্য করিতেছে ; হরিণী সকল গোপীগণের ভায় দৃষ্টি দ্বারা তোমার  
 প্রতি প্রীতিভাব প্রকাশ করিতেছে, এবং কোকিলগণ স্তম্ভুর রব দ্বারা  
 তোমার প্রীতি সন্ধান করিতেছে। নৃত্য, সহর্ষাবলোকন ও প্রিয়বাক্য  
 দ্বারা গৃহাগত মহাজনের সম্মান করাই সাধুদিগের স্বাভাবিক ধর্ম, এই  
 কারণেই উহারা তোমার প্রতি এইরূপে সম্মান প্রদর্শন করিতেছে ॥ ২৭ ॥

সে যাক্ হউক, তোমার পাদস্পর্শে অত্র এই বৃন্দাবনভূমি এবং অত্রস্থ  
 তৃণলতাগণও ধন্ত হইল, পুষ্পগল্বচরনার্থ তোমার নখর স্পৃষ্ট হইয়া এত

এবং বৃন্দাবনং শ্রীমৎ প্রাতঃ শ্রীতমনাঃ পশূন্ ।  
 রেমে সঞ্চারয়ন্নদ্রেঃ সরিদ্ভোধঃস্থ সানুগঃ ॥ ২৯ ॥  
 কচিদ্গায়তি গায়ৎস্থ মদাঙ্কালিস্থনুত্রৈতৈঃ ।  
 উপগীয়মানচরিতঃ পথি সক্ষর্ষণান্বিতঃ ॥ ৩০ ॥  
 কচিৎ সবল্ল কুজন্ত মনুকুজতি কোকিলং ।  
 অভিনৃত্যতি নৃত্যন্তং বর্হিগং হাসয়ন্ কচিৎ ॥ ৩১ ॥  
 অনুজল্লতি জল্লন্তং কলবাক্যৈঃ শুকং কচিৎ ।  
 কচিচ্চ কলহংমানামনুকুজতি কুজিতং ॥ ৩২ ॥  
 মেঘগন্তীরয়া বাচা নামভিদূরগান্ পশূন্ ।  
 কচিদাহ্বয়তি শ্রীত্যা গোগোপালমনোজ্জয়া ॥ ৩৩ ॥

লকল বৃক্ষবল্লরীও আজ ধন্য ; পরন্তু তোমার করুণদৃষ্টিতে এখানকার  
 নদ, নদী, গিরি এবং মৃগ-পক্ষিগণও ধন্ত ।” অনন্তর গোপীপরিয়া শ্রীমা-  
 লতার কথঞ্চিৎ বকোদেশে সংলগ্ন দর্শন করিয়া ভাবী গোপকন্যা বিবাহ  
 সূচনার স্বেষে বলিলেন—“লক্ষ্মীও বাহার নিমিত্ত স্পৃহা করেন, এই গোপীগণ  
 ( শ্রীমালতা সমূহ ) অনায়াসে তোমার বক্ষঃস্থল লাভ করিতেছে ॥ ২৮ ॥

হে রাজনৃ! শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে শোভাসময়িত শ্রীবৃন্দাবনের প্রতি অতীব  
 শ্রীতমনা হইয়া শ্রীগৌরুদেবের সমীপবর্তিনী মানসগঙ্গার তীরে পশ্চাৎ  
 করিতে করিতে অনুচরগণের সহিত প্রফুল্লমনে ক্রীড়ারম্ভ করিলেন ॥ ২৯ ॥

কোথাও অলিকূল পুষ্পরসপানে প্রায়স্ত হইয়া শুন্ শুন্ শব্দে গান  
 করিলে, পথিমধ্যে বলদেবের সহিত মিলিত হইয়া, যখন আপনি শুক্রপ  
 গান করেন, সেই সময় অনুচরগণ তাঁহার চরিত কীর্তন করিতে থাকেন ;  
 কোথাও কোকিলদিগকে মধুর স্বরে কুজন করিতে দেখিয়া আপনিও  
 তদনুরূপ ধ্বনি করেন। কোথাও সহচরদিগকে হাস্যাবিত্ত করাইয়া  
 নৃত্যকারী ময়ূরের অভিযুগে আপনি নৃত্য করেন। কোথাও শুকপক্ষীকে  
 মধুরাক্ষুট বাক্যে জলন করিতে দেখিয়া, আপনি তাহার অনুকরণ করেন।  
 কোথাও বা কলহংসগণের ধ্বনি শুনিয়া স্বয়ং তদনুরূপ গান করিতে  
 থাকেন। কোথাও বা গো এবং গোপালগণের মনোজ্ঞ মেঘগন্তীর স্বরে  
 দূরবর্তী পশুগণকে সন্তোষে আহ্বান করিয়া প্রত্যানয়ন করেন ॥ ৩০—৩৩ ॥



তত্রৈব ।

কচিৎ ক্রীড়াপরিশ্রান্তং গোপোৎসঙ্গোপবর্হণঃ ।

স্বয়ং বিশ্রাময়ত্যাৰ্থাং পাদসম্বাহনাদিভিঃ ॥ ৩৪ ॥

মৃত্যুতো গায়তঃ কাপি বল্লভো যুধ্যতোমিথঃ ।

গৃহীতহস্তো গোপালান্ হসন্তো প্রশংসতুঃ ॥ ৩৫ ॥

কচিৎ পল্লবতল্লেষু নিযুক্তশ্রমকর্ষিতঃ ।

বৃক্ষমূলান্ত্রিতঃ শেতে গোপোৎসঙ্গোপবর্হণঃ ॥ ৩৬ ॥

পাদসম্বাহনং চক্রুঃ কেচিত্তস্ম মহাত্মনঃ ।

অপরে হতপাপানো ব্যজনৈঃ সমবীজয়ন্ ॥ ৩৭ ॥

অন্যে তদনুরূপাণি মনোজ্ঞানি মহাত্মনঃ ।

গায়ন্তি স্ম মহারাজ স্নেহক্লিন্নধিয়ঃ শনৈঃ ॥ ৩৮ ॥

তত্রাষ্টাদশাধ্যায়ে ।

স চ বৃন্দাবনগুণৈ বসন্ত ইব লক্ষিতঃ ।

যত্রাস্তে ভগবান্ সাক্ষাচ্ছ্রোমেণ সহ কেশবঃ ॥ ৩৯ ॥

কোনস্থানে অগ্রজ বলরাম ক্রীড়ায় পরিশ্রান্ত হইলে উপাধানরূপে কোন গোপবালকের ক্রোড়ে তাঁহাকে শয়ন করাইয়া স্বয়ং পাদসম্বাহন ও ব্যজনাদি দ্বারা তাঁহার শ্রান্তিহরণ করান ॥ ৩৪ ॥

তাঁহার। দুই ভ্রাতার পরস্পর হস্তধারণ পূর্বক হাসিতে হাসিতে কোথাও মৃত্যু, কোথাও গীত, কোথাও উল্লম্বন, কোথাও পরস্পর মল্লযুদ্ধ করিয়া পরিহাসবাক্যে মৃত্যুগীতাদি রত গোপালদিগের প্রশংসা করেন। কোথাও সখাগণের সহিত বাহ্যযুদ্ধে পরিশ্রান্তের ন্যায় হইয়া, বৃক্ষমূলে কোমল নবদলকোরক পুষ্পের শব্দায় উপাধানবৎ কোন গোপবালকের ক্রোড়ে মস্তক স্থাপন করিয়া শয়ন করেন ॥ ৩৫—৩৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে শয়ন করিলে মহাসৌভাগ্যশালী কতকগুলি গোপ-বালক তাঁহার পাদ সম্বাহন এবং অপর কতকগুলি পুণ্যশালী বালক পল্লবাদিরচিত ব্যজন দ্বারা মন্দমধুর চালনাদি ভঙ্গীর সহিত বায়ুবীজন করিতে থাকে। অপর কতকগুলি স্নেহার্হচিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের চিত্তাকর্ষক বিচিত্রাঙ্কিত বস্ত্রভালাদিময় গীতাদি ধীরে ধীরে গান করিয়া থাকে ॥ ৩৭—৩৮ ॥

যত্র নির্ঝর নিহ্রাদ নিবৃত্ত স্বনঝিল্লিকং ।

শশ্বতচ্ছীকরজীষক্রমমণ্ডলমণ্ডিতং ॥ ৪০ ॥

সরিৎসরঃ প্রত্নবণোশ্মিবাযুনা

কহ্লারকজ্ঞোৎপলরেণুহারিণা ।

ন বিষ্টতে যত্র ব্রজৌকসাং দবো

নিদাঘবহ্লার্কভবোহতি শাদ্বলে ॥ ৪১ ॥

অগাধ তোয় হ্রদিনীতটোশ্মিভি

ঈবৎ পুরীষ্যাঃ পুলিনৈঃ সমস্ততঃ ।

ন যত্র চণ্ডাংশুকরা বিষোদ্বণ

ভুবো রসং শাদ্বলিতঞ্চ গৃহ্নতে ॥ ৪২ ॥

বনং কুসুমিতং শ্রীমন্নদচ্চিত্তেয়গদ্বিজং ।

গায়ন্নয়নক্রমরং কৃজৎ কোকিলসারসং ॥ ৪৩ ॥

আবার অষ্টাদশ অধ্যায়ে লিখিত আছে—যেখানে ভগবান্ কেশব অর্থাৎ কেশীনাশন শ্রীকৃষ্ণ বলরামের সহিত অবস্থান করিতেছিলেন, তথায় গ্রীষ্ম ঋতুও সেই শ্রীসুন্দারবনের গুণে বসন্তের ন্যায় লক্ষিত হইল ॥ ৩৯ ॥

যেহেতু নিদাঘ সময়েও তথায় বর্ষার ন্যায় নির্ঝর সকলের ঝঙ্ঝঙ্ ধ্বনি দ্বারা ঝিল্লীগণের কর্কশ রব নিবৃত্ত হইয়া গেল এবং ততৎ প্রদেপ, নিরন্তর ঐ সকল নির্ঝরের জলকণায় স্নিগ্ধ বৃক্ষমণ্ডলে বিমণ্ডিত হইল ॥ ৪০ ॥

তথায় সরিৎ সরোবর ও প্রত্নবণ সকলের তরঙ্গ-সঞ্চারী পবন, কমল কহ্লার ও উৎপল রেণু হরণ করিয়া প্রবাহিত হওয়ায় অত্যন্ত হরিদ্বর্ণ তৃণাকর্ণ স্থানেও অর্থাৎ উত্তপ্ত স্থানেও ব্রজবাসিদিগের নিদাঘকালীন দাবানল ও রবি-জন্ত সস্তাপ উপস্থিত হইল না ॥ ৪১ ॥

পূর্বেক্ত তরুণমণ্ডলমণ্ডন, রবিতাপ অভাবের একটা কারণ হইলেও অল্পতর কারণ নির্দেশিত হইতেছে ।—“তথায় অগাধসলিলা তটিনীর তটশ্মিভি তরঙ্গাবাতে পুলিনের সহিত ভূমির পক্ষ নিরন্তর ভ্রবীভূত হওয়ায় প্রচণ্ড সূর্য্যের কিরণ বিষবৎ উদ্বণ হইয়াও সে স্থানের ভূমির রস ও শীতলত্ব হরণ করিতে সমর্থ হয় নাই ॥ ৪২ ॥

পরন্তু, সে বন প্রফুল্ল-কুসুম-কলাপে পরিপূর্ণ ও অতীব শোভাময়, তথায়

ক্ৰীড়িষ্যামাশস্তৎ কৃষ্ণো ভগবান বলসংযুতঃ ।

বেণুং বিরণয়ন্ গোপৈ গোধনৈঃ সংব্রতোহবিশৎ ॥ ৪৪ ॥

প্রবালবহিস্তবক স্রদ্ধাতুকৃতভূষণাঃ ।

কৃষ্ণরামাদয়ো গোপা নমৃত্ব যুযুধুর্জগুঃ ॥ ৪৫ ॥

কৃষ্ণস্তু নৃত্যতঃ কেচিজ্জগুঃ কেচিদবাদয়ন্ ।

বেণু পাণিতলৈঃ শৃঙ্গৈঃ প্রশংশংস্বরূপারে ॥ ৪৬ ॥

তত্র চ ।

কচিন্মৃত্যংসু চান্যেযু গায়কৌ বাদকৌ স্বয়ং ।

শশংসতুম্‌হারাজ সাধুসাধ্বিতিবাদিনৌ ॥ ৪৭ ॥

কচিষ্মিলৈঃ কচিৎ কুন্তৈঃ কচামলক মুষ্টিভিঃ ।

অম্প্‌ শূনেত্রবন্ধাষ্টৈঃ কচিন্মৃগথগেহয়া ॥ ৪৮ ॥

কুরঙ্গ ও বিহঙ্গগণ বিচিত্র ধ্বনি করিতেছে, ভ্রমর ও মধুরগণ সুরমধুর গান করিতেছে, এবং কোকিল ও সারসগণ মধুর কুজন করিতেছে। সেই বনে ক্রীড়া করিবার অভিলাষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলদেবের সহিত গোপ ও গোধনে পরিবৃত হইয়া বেণু বাদন করিতে করিতে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর সেই রামকৃষ্ণাদি সমস্ত গোপাল নবপত্র শিশিপুচ্ছ প্তবক মাল্য এবং পৈরিক ধাতুতে বিভূষিত হইয়া নৃত্য, গীত ও বাহযুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। যখন শ্রীকৃষ্ণ নৃত্য করেন, তখন কতকগুলি গোপাল গান করেন, কেহ কেহ বায় বাজাইয়া থাকেন, এবং অপর শ্রীদামাদি গোপালেরা বেণু, করমূল (হাততালি) ও শৃঙ্গ বাজাইয়া সেই নৃত্যকলার প্রশংসা করেন ॥ ৪৩—৪৬ ॥

আবার কোথাও অস্ত্রান্ত গোপ-বালকেরা মৃত্যে প্রবৃত্ত হইলে, আপনারা কুইজনে (কৃষ্ণ ও বলরাম) গায়ক ও বাদক হইয়া “সাধু সাধু” বলিয়া তাহাদের প্রশংসা করেন ॥ ৪৭ ॥

কোথাও বিহঙ্গল, কোথাও কুজফল, পরস্পর মিজপাদি দ্বারা ক্রীড়া করেন, কোথাও অম্প্‌ শূ (ছুঁয়াছুঁরি খেলা) ও নেত্রবন্ধ (চোক বাঁধাবাদি খেলা) ইত্যাদি বিবিধ ছল করিয়া ক্রীড়া করেন, কোথাও বা মৃগপক্ষ্যাদির দ্বারা চেষ্টা করিয়া ক্রীড়ার রত করেন ॥ ৪৮ ॥

কচিচ্চন্দ্রদুর্গাপ্রবৈবিধিধৈ রূপহাসকৈঃ ।

কদাচিত্ শ্রুন্দোলিকয়া কর্হিচিম্ পলীলয়া ॥ ৪৯ ॥

এবং তৌ লোকসিদ্ধাভিঃ ক্রৌড়াভিশ্চেরতু ব'নে ।

নদ্যদ্রি দ্রোণি কুঞ্জেষু কাননেষু সরঃস্ব চঃ ॥ ৫০ ॥

উনবিংশাধ্যায়ে ।

ক্রৌড়ানন্তেষু গোপেষু তদ্গাবো ছরচারিণীঃ ।

স্বৈরং চরন্তো বিবিশু স্তৃণলোভেন গহ্বরং ॥ ৫১ ॥

অত্রান্তরে ।

গাঃ সন্নিবর্ত্য সায়াহ্নে সহ রামোজনাৰ্দনঃ ।

বেণুং বিরণয়ন্ গোষ্ঠমগাদগোপৈরভিকুতঃ ॥ ৫২ ॥

বিংশাধ্যায়ে ।

এবং বনং তদ্বিষ্ঠং পকথর্জ্জরজম্বুৎ ।

গোগোপালৈর্বৃতৌ রক্তং সবলঃ প্রবিশদ্ধরিঃ ॥ ৫৩ ॥

কোথাও ভেকের ন্যায় উল্লস্কন, কোথাও নানাবিধ হাস পরিহাস, কোথাও দোলায় আন্দোলন, কোথাও বা গিরি-শিলা-সিংহাসনে, কুসুম-রচিত ছত্রচামরাদি-পরিচ্ছদ-বিশিষ্ট হইয়া নরপতির ন্যায় চেষ্ঠা দ্বারা ক্রৌড়া করেন ॥ ৪৯ ॥

এইরূপে কৃষ্ণ ও বলরাম উভয়ে বৃন্দাবনে নদী, গিরি, শুভা, কুঞ্জ, কানন, সরোবর সমূহে লোকপ্রসিদ্ধ বিবিধ ক্রৌড়া করিয়াছিলেন ॥ ৫০ ॥

উনবিংশাধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে—গোপাল সকল এইরূপ ক্রৌড়াসক্ত হইয়া থাকিলে তাহাদের গোসকল দূরে গিয়া চরিতে আরম্ভ করিল এবং স্বেচ্ছাক্রমে চরিতে চরিতে তৃণলোভে ক্রমশঃ ছুর্গম বনমধ্যে প্রবিষ্ট হইল ॥ ৫১ ॥

সে বাহা হউক, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অনির্কসচনীয় যোগমায়ার প্রভাবে দাবানল হইতে গোধনগণকে নিযুক্ত করিয়া, সায়াহ্নে বলদেবের [সহিত] বংশীধ্বনি করিতে করিতে গোষ্ঠে আগমন করিলে, গোপগণ তাঁহার জ্ঞতি করিলেন ॥ ৫২ ॥

অনন্তর বর্ষাকালোচিত ক্রৌড়া বর্ণিত হইতেছে । এবং বিধ শোভাশালী বর্ষার সময় লীলা করিবার মানসে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গো ও গোপালগণে

ধেনবো মন্দগামিন্য উধোভারেণ ভূয়সা ।

যযু ভগবতাহুতা দ্রুতং প্রীত্যা স্মৃতস্তনাঃ ॥ ৫৪ ॥

বনোঁকসঃ প্রমুদিতা বনরাজী মধুচ্যুতঃ ।

জলধারা গিরের্নাদাদাসন্না দদৃশে গুহাঃ ॥ ৫৫ ॥

কচিদ্ধনম্পতিক্রোড়ে গুহায়াঞ্চাভিবৰ্ষতি ।

নির্বিশন্ ভগবান্ রেমে কন্দমূলফলাশনঃ ॥ ৫৬ ॥

দধ্যোদনং সমানীতং শিলায়াং সলিলান্তিকে ।

সন্তোজনীয়ে বুভুজে গোপৈঃ সঙ্কর্ষণামিতঃ ॥ ৫৭ ॥

শাদ্বলোপরি সংবিশ্য চর্ব্বতো মীলিতেক্ষণান্ ।

তৃণান্ বৃষান্ বৎসতরান্ গাশ্চ স্বেদোত্তরঞ্জমাঃ ॥ ৫৮ ॥

পরিবৃত হইয়া, বলদেবের সহিত পক্ষ খর্জুর ও পক্ষ জম্বু বিশিষ্ট এক সমৃদ্ধ বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখু সকল স্তনমণ্ডলের গুরুভারে মন্দগামিনী হইলেও, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিপূর্ণ আহ্বানে তাহারা দ্রুতবেগে সঙ্গে সঙ্গে গমন করিতে লাগিল, ইহাতে তাহাদের স্তন হইতে দুগ্ধধারা ক্ষরিত হইতে লাগিল ॥ ৫৩-৫৪ ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন,—বৃক্ষসকল প্রমুদিত, বনরাজী মধুক্ষরণশীল। দূরে গিরিগাত্র হইতে বারিধারা সশব্দে গতিত হইতেছে, গুহার সেই পতনশব্দ প্রতিধ্বনিত হওয়ায়, শ্রীকৃষ্ণ তাহা অতি নিকটবর্তী বোধ করিতে লাগিলেন এবং সেই শব্দায়মান গিরিগুহা সকল দর্শন করিতে লাগিলেন। আবার বনমধ্যে যখন বারিবর্ষণ হইতে লাগিল, তখন কোথাও বৃক্ষকোড়ে বা কোথাও গুহা মধ্যে দ্রুতবেগে, প্রবেশ করিয়া অবস্থান করিলেন এবং বর্ষাকালজাত স্নেকোমল ও উপাদেয় কন্দ, মূল ও ফলমাত্র আহার করিয়া আনন্দে পরিত্রমণ করিতে লাগিলেন। আবার স্ব স্ব গৃহজন বা বান্ধবজন যখন দধি ও অন্নাদি লইয়া উপনীত হইলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ জলসন্নিহিত শিলার উপর উপবেশন করিয়া বলদেব এবং অন্তান্ত সহভোজনীর গোপবালকগণের সহিত একত্র মিলিত হইয়া তাহা ভোজন করিলেন। সেই সময়ে নব তৃণমণ্ডলোপরি শয়ন করিয়া

একবিংশাধ্যায়ে ।

ইত্থং শরৎ স্বচ্ছজলং পদ্মাকরমৃগন্ধিনা ।

অবিশদ্বায়ুনাভাতং সগোগোপালকোবনং ॥ ৫৯ ॥

কুসুমিতবনরাজি শুশ্রিভৃঙ্গদ্বিজকুলঘুষ্টসরঃ সরিন্মহীধ্বং ।

মধুপতিব্রবগাহ্য চারয়ন্ গাঃ সহ পশুপালবলশ্চকুজ বেণুং ॥ ৬০ ॥

অত্রান্তরে ।

বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং

বিভ্রদ্বাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাং ।

রক্তান্ বেণোরধরমুখয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈ-

বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্ গীতকীর্তিঃ ॥ ৬১ ॥

পরিতৃপ্ত বৃষ, বৎসতর ও স্তনভারাক্রান্ত গাভীসকল নয়ন মুদ্রিত করিয়া  
রোমন্থন করিতে লাগিল ॥ ৫৫-৫৮ ॥

অনন্তর শরৎকালোচিতা ক্রীড়া বর্ণিত হইতেছে। এইরূপে শরৎ  
সমাগমে শ্রীকৃষ্ণাবনের শোভা-সম্পদ রমণীয় ভাব ধারণ করিল, সলিল  
নির্মল হইল, পদ্মাকর-মৃগন্ধি স্নিগ্ধ বায়ু, সকল দিকে প্রবাহিত হইল।  
ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই মনোহর বনমধ্যে গো ও গোপালগণে পরিবৃত্ত হইয়া  
প্রবেশ করিলেন ॥ ৫৯ ॥

মধুপতি শ্রীকৃষ্ণ সেই বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া অজ্ঞান্য গোপ-বালক ও  
বলদেবের সহিত গোচারণ করিতে করিতে বংশীধ্বনি করিলেন। তখন  
তথায় সরিং, সরোবর ও গিরি-সন্নিহিত কুসুমিত বনরাজী মধ্যে বিহঙ্গ  
ও ভৃঙ্গ সমূহ মত্ত হইয়া কলরব করিতেছিল। মধু অর্থাৎ ঋতুরাজ বলন্ত  
তাঁহার পতি শ্রীকৃষ্ণ, স্মৃতরাং তাঁহার প্রবেশেই যে বনশোভা সমধিক-  
রূপে পরিষ্কৃত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা স্পষ্ট ধ্বনিত হইল ॥ ৬০ ॥

সেই সময়ে সেই বেণুগান শ্রবণ করিয়া ব্রজ-গোপীদের হৃদয়ে কিরূপ  
ভাব-বিশেষের উদয় হইয়াছিল, তাহাই এস্থলে বিবৃত হইতেছে। গোপীরা  
মনে করিলেন—শ্রীকৃষ্ণ নিজেই যে ভুবনমোহন বেশ দর্শন করিয়া নিজেই  
বিশ্ময়-বিমুগ্ধ হন, তিনি সেই নটবর-বেশ ধারণ করিয়া স্বচরিত-পদাঙ্ক-  
ভূষণে রমণীয় শ্রীকৃষ্ণাবন মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার মৃতকে মধুসুপুচ্ছ

ইতি বেণুরবং রাজন্ সৰ্বভূত মনোহরং ।

শ্রদ্ধা ব্রজস্বিয়ঃ সৰ্বা বর্ণয়ন্ত্যাহভিরেভিরে ॥ ৬২ ॥

গোপ্য উচুঃ ।

অক্ষতাতাং ফলমিদং ন পরং বিদ্যামঃ

সখাঃ পশুননু বিশেষ্যতো ব'য়শ্চৈঃ ।

বিক্রুং ব্রজেশ স্ততয়োরনু বেণুজুফং

যৈব' নিপীতমনুরক্তকটাক্ষ-মোক্ষং ॥ ৬৩ ॥

বিনিমিত চূড়া, কর্ণদ্বয়ে পীতবর্ণ উৎপলাকার পুষ্প, পরিধানে কনক-কপিশ্ৰ বর্ণের বসন এবং তাঁহার গলদেশে বৈজয়ন্তী অর্থাৎ পঞ্চবর্ণের পুষ্পগ্রথিতা মালা সুশোভিত। তিনি স্বয়ং অধর-সুধা দ্বারা বেণুরক্ত পূরণ করিতেছেন, নিম্প্রাণ বেণু সেই সুধাপার্শে সচেতন হইয়াই যেন ত্রিজগৎ উদ্ভাদিত করিতেছে। আর গোপগণ চারিদিকে তাঁহার কীৰ্ত্তিগাথা গান করিতেছে ॥ ৬১ ॥

শ্রীকৃষ্ণের সৰ্বভূতমনোহর সেই বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া ব্রজসুন্দরীগণ সকলেই ঐরূপ বর্ণন করিতে করিতে পরমানন্দ-মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণকে পদে পদে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন, অথবা “হে সখি! তুমি আমার মনোমধ্যে প্রবেশ করিয়াই এইরূপ বলিতেছ, যে হেতু আমিও এরূপই বলিব, মনে করিতেছিলাম”—এইরূপ প্রত্যেক অন্তঃকরণের সমতা উপলব্ধি করিয়া সেই ব্রজসুন্দরীগণ পরস্পর আলিঙ্গনবদ্ধা হইলেন ॥ ৬২ ॥

গোপীগণ কহিলেন,—হে সখীগণ! আমরা গৃহ-নিগড়ে আবদ্ধা থাকিয়া বিধিদ্ভুত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সকল কেবল বিফলীকৃতই করিয়াছি।

আজ বনমধ্যে গমন করিয়া সেই অনির্বচনীয় অদ্ভুত বস্তু দর্শনাদি দ্বারা আমরা জন্ম সফল করিব। যাহাদের চক্ষু আছে, তাহাদের প্রিয় দর্শনই সেই চক্ষুর ফল। তদ্ব্যতীত অন্য ফল আছে, আমরা তাহা জানি না, বুঝি না। যাহারা বয়স্কগণ সমভিব্যাহারে পশুগণের সহিত বনমধ্যে প্রবেশ করিতেছেন, সেই ব্রজপতিসুতদ্বয়ের মধ্যে অর্থাৎ রামকৃষ্ণের মধ্যে পশ্চাদ্বর্ত্তী শ্রীকৃষ্ণের বংশী-সংলগ্ন এবং অনুরক্তজনগণের প্রতি স্নিগ্ধ কটাক্ষবিক্ষেপশীল বদনকমলের মাধুর্য্যসুখা, যাহারা লজ্জাভয়বৈধ্যাদিতে

চুতপ্রদালবহিস্তবকোংপলাজ-  
 মালানুপ্ত-পরিধান বিচিত্রবেশো ।  
 মধ্যে বিরোজতুরলং পশুপালগোষ্ঠাং  
 রঞ্জে যথা নটবরো ক'চ গায়মানো ॥ ৬৪ ॥  
 গোপ্যঃ কিমাচরদয়ং কুশলং স্য বেণু  
 দামোদরাধর স্খামপি গোপিকানাং । •  
 ভুঙ্ক্তে স্বয়ং যদবশিক্তরসং হ্রদিচো  
 হব্যত্বচোহশ্রু'মুচুস্তরবো যথার্বাঃ ॥ ৬৫ ॥

জলাঞ্জলি দিয়া নিরন্তর নয়নপুটে আনন্দন করেন, তাঁহাদেরই সেই চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সার্থক—এবং ইহাই সর্বেন্দ্রিয়ের সাফল্য ॥ ৬৩ ॥

আবার অন্যান্য গোপীরা কহিলেন,—আহা! গোপগণই ধন্য! রঙ্গালয়ে নৃত্য-গীতকুশল নটস্বর যেমন শোভা পায়, সেইরূপ কৃষ্ণ-বলরামও কখন কখন সেই গোপগণের সম্ভামধ্যে বিচিত্র বেশে বিরাজমান থাকিয়া নৃত্য গীত করিতেছেন, এবং গোপদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া যেন গর্ষপ্রকাশ করিতেছেন—‘আমাদের ন্যায় তোমাদের মধ্যে—শুধু তোমাদের মধ্যে কেন, ত্রিলোকের মধ্যে কে এমন গায়ক আছে, এখানে আসিয়া গান করুক।’ এই যে গান-গর্ষ, ইহাও একপ্রকার ক্রৌড়ামধুরী বিশেষ। আবার তাঁহারা রক্ত-পীত-সুতলাদি বসন পরিধান করিয়া এবং রঙ্গালের নব-পল্লব ও পুষ্পগুচ্ছ চূড়ায়, উৎপল কোষ কর্ণদ্বয়ে, লীলাকমল দক্ষিণ করে এবং মালা গলদেশে ধারণ করিয়া নাট্যাচিত্র বিচিত্র বেশে শোভা পাইতেছেন। কিন্তু ইহাতে, গোপীদের এক বিষম বিড়ম্বনার বিষয় হইল। তাঁহারা ভাবিতে লাগিলেন,—‘তাইতো, প্রিয়তম, বলদেবের সহিত একত্রে ক্রৌড়া করিতেছেন, সেন্থলে আমাদের যাওয়া হইবে না তো, সুতরাং দূর হইতে লতাপল্লবের রক্তপথে সেই প্রাণকাস্তুর সৌন্দর্য্যামৃত ও গানামৃত পান করিয়া এবং নৃত্যাঙ্গি দর্শন করিয়া আমরা শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব। ইহাই তাৎপর্য্য ॥ ৬৪ ॥

গোপীরা পুনরায় কহিলেন,—‘হে গোপীগণ! এই বেণু আমাদেরকে বিড়ম্বনা-সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেও গোপদিগের ন্যায় ইহারও কি অসীম



বৃন্দাবনং সখি ভুবো বিতনোতি কীর্ত্তিং

যদেবকীসুত-পদান্বজ-লঙ্ক-লক্ষ্মী ।

পৌবিন্দবেণুমনু মত্ত ময়ূরন্ত্যাং

প্রেক্ষ্যাদ্রি সান্নবরতান্য সমস্ত সত্ত্বং ॥ ৬৬ ॥

সৌভাগ্য ! এই নীরস দারুণ বেণু এ জন্মে কি পূর্বজন্মে না জানি কি পুণ্যই না করিয়াছে। সেই পুণ্যের বিষয় জানিতে পারিলে আমরাও তাহার নিমিত্ত যত্ন করিতাম। শ্রীকৃষ্ণ আমাদের স্বজাতি, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের অধরসুধা কেবল আমাদেরই ভোগ্য—উহাতে কেবল আমাদেরই স্বত্ত্ব আছে, কিন্তু বেণু বিজাতীয় হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের পরম আশ্রয়তা ও কৃষ্ণ-প্রেমসীত লাভ করিয়াছে। তবে বেণু পরকীয়ধন অপহরণ করায় তাহার চৌর্য্যই প্রকাশ পাইয়াছে, আরও ধনস্বামিনী আমরা,—আমাদিগকে সে কথা জ্ঞাপন করিয়া বিশেষ হৃষ্টতারই পরিচয় দিয়াছে। তথাপি নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের অধরসঙ্গলাভে বেণু সর্বদা সরস হেতু রসগানে তাহার কিছু মাত্র ইচ্ছা নাই। এইজন্যই অধরসুধা পান করিয়াও কেবল রস মাত্র অবশেষ রাখিয়াছে। অতএব গোপীজন্য অপেক্ষা বেণুজন্মের সৌভাগ্যই অধিক সূচিত হইয়াছে। যাহাদের জলে বেণু পরিপুষ্ট হইয়াছিল, সেই নদীও বেণুর সেই অবশিষ্ট নাদরূপ রস আশ্বাদন করিয়া বিকসিত কমল-চ্ছলে যেন রোমাক্ত হইতেছে; এবং কুলবৃদ্ধ ব্যক্তিগণ যেমন নিজবংশে ভগবৎ-সেবক দর্শন করিলে আনন্দে অশ্রু-বর্ষণ করেন, সেইরূপ বেণু যাহাদের বংশে উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই তরুগণও সেইরূপ মধুধারা ছলে আনন্দাশ্রু মোচন করিতেছে ॥ ৬৫ ॥

আবার কোন গোপী কহিলেন,—হে সখি ! এই বৃন্দাবন শ্রীবৈকুণ্ঠ অপেক্ষাও পৃথিবীতে বিশেষ কীর্ত্তি বিস্তার করিতেছে। কারণ, দেবকীসুত শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণ-কমল হইতেই ইহার ধ্বজবজ্রাদি-চিহ্নময়ী শোভাসম্পৎ ও মহিমা লাভ হইয়াছে। সাক্ষাৎ পদান্বজের চিহ্ন দ্বারাই এই শ্রীবৃন্দাবন ভূমির পরম সৌভাগ্য সূচিত হইয়াছে। এস্থলে দেবকীসুত বাক্যে ব্রজেন্দ্র-নন্দনকেই নির্দেশ করিয়াছে। কারণ, দেবকী ব্রজেশ্বরীরই নাম। যথা বৃহৎ বিষ্ণুপুরাণে—

ধন্যঃ স্ম মূঢ়গতয়োহপি হরিণ্যঃ এতা  
যা নন্দনন্দন মুপাত্ত বিচিত্র বেশম্ ।  
আকর্গ্য বেণুরণিতং সহ কৃষ্ণসারাঃ  
পূজাং দধুবির্চিতাং প্রণয়াবলোকৈঃ ॥ ৬৭ ॥

“দে নায়ী নন্দভার্য্যায়া যশোদা দেবকীতি চ ।

অতঃ সখ্যমভূতস্তা দেবক্যা শৌরিজায়য়া ॥” •

আবার “গোবিন্দ” শব্দেও গোপবর্গ-চূড়ামণি-গো-গোপাল-পরিবৃত-  
ষণ্যভূষণ-বিচিত্র ক্রৌড়ারসিক শ্রীযশোদানন্দনই লক্ষিত । বৃন্দাবনে এই  
গোবিন্দের বেণু-নিলাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে মঙ্গলক্ৰন্দনবিশিষ্ট নীলবেশ  
মনে করিয়া ময়ূর সকল নৃত্যে মত্ত হইল—অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দের বেণুর  
নাদাস্রক পরম মোহন মস্ত্রেই যেন ময়ূর সকল প্রমত্ত হইয়া নৃত্য করিতে  
লাগিল । পরে তাহাদের সেই নৃত্য দেখিয়া পর্কতগুহাস্থ অস্ত্রান্ত প্রাণী  
সকলও অন্যান্য অশেষ প্রয়োজন হইতে বিরত হইয়া কেবল শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনে  
উন্মুখী হইল । এরূপ ব্যাপার শ্রীবৈকুণ্ঠেও নাই । সুতরাং তাহা অপেক্ষাও  
ইহার কীর্্তি বিশেষ সিদ্ধ হইতেছে । এইজন্যই শ্রীবৃন্দাবনের তাপ্য, আমা-  
দেরও অভিলষনীয় বিষয় ॥ ৬৬ ॥

হরিপ্রিয় সর্বজীবের আশ্রয় স্বরূপ শ্রীবৃন্দাবনের সাহস্রাণ্য এবং তদাশ্রিত  
পশুজাতির ভাগ্য বর্ণিত হইতেছে,—অন্য গোপীরা কহিলেন—“হে সখি !  
সেই প্রাণকান্তের অভিসরণ না করিয়া আমরা বুদ্ধিমতী হইয়াও স্ব স্ব জন্ম  
বিফল করিতেছি । অহো ! এই সকল হরিণী যদিও বিবেকহীনা গতি-  
জ্ঞানবিশিষ্টা বা তির্ঘ্যগ্ধোনিগত, তথাপি ইহারা ধন্য । যে হেতু,  
বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া বনমালা শিখিপুচ্ছ গুজ্জাবতংশাদি বিচিত্র বেশধারী  
নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ইহারা আপনাদের কৃষ্ণসার পতিদিগের সহিত  
প্রণয়ালোকন দ্বারা বিরচিত পূজা প্রদান করিতেছে । সুতরাং ইহাদের  
পতিরাত্ত ধন্য । কারণ, শ্রীকৃষ্ণই তাহাদের একমাত্র সার বা পরমোপাদেষ  
হইয়াছেন । তাহারা স্ব স্ব পত্নীকে কৃষ্ণাঙ্গরাগিণী দর্শন করিয়াও স্বকীয়  
পার্হিত্যকে ধন্য মনে করিয়া পরম হর্ষের সহিত তাহাদের অনুগমন করিতেছে ;  
কিন্তু আমাদের পতিগণ কৃষ্ণগন্ধও সহ করিতে পারেন না । সুতরাং  
আমাদের জীবনে শিক্ ॥ ৬৭ ॥

কৃষ্ণং নিরীক্ষ্য বনিতোৎসবরূপশীলং  
 শ্রদ্ধা চ তৎ কণিতবেণুবিবিক্তগীতম্ ।  
 দেবেয্যো বিমানগতয়ঃ স্মরন্তুমসার।  
 ভ্রূণং প্রসূনকবরা মুমূহুর্বিণাব্যঃ ॥ ৬৮ ॥  
 গাবশ্চ কৃষ্ণমুখনির্গত বেণুগীত-  
 পঙ্গুশ্চমুভভিতকর্ণপুটেঃ পিবন্ত্যঃ ।

আবার কোন কোন গোপী कहিলেন,—“হে গোপীগণ! আরও আশ্চর্য্য শুন। যাহা হইতে অমুরাগিনী রমণীগণের উৎসব হয়, তাদৃশ রূপ ও শ্রবণশালী শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া এবং তাঁহার সেই বাদিত বেণুর প্রতিকূল-রাগমিশ্রণ দ্বারা' পরিভুক্ত গীত কিম্বা শৃঙ্গারাদি রস-বিভাগের গীত শ্রবণ করিয়া বিমানচারিণী দেবান্নাগণ দেবভাগণের অর্থাৎ নিজ নিজ পতিদিগের ক্রোড়ে থাকিয়াও কানে অর্ধৈর্ষ্য হইয়া মুগ্ধ হইয়েন। শ্রীকৃষ্ণের অনুভব মাত্রেই তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গ-লাভের অভিলাষ জন্মে। এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন, বিশেষতঃ বেণুগান শ্রবণে তাঁহাদের এক্রপ ঘোর মোহ উপস্থিত হইয়াছে যে, তাঁহারা বিমান হইতে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ সমীপে আগমন করিতে সমর্থ হইতেছেন না। তাঁহাদের এইরূপ মোহের নিদর্শন স্বরূপ তৎকালে তাঁহাদের কবরী হইতে কুসুম পরিভ্রষ্ট এবং নীচী স্থিত হইয়া পড়িতেছে। পরম বিদগ্ধ হস্তবুদ্ধি দেবভাগণ তাহা জ্ঞাত হইয়াও স্ত্রীগণের প্রতি কোন দোষারোপ করেন না, প্রত্যুত, স্বীয় ভাগ্য মনে করিয়া, নিত্যই তাঁহাদিগকে কৃষ্ণ দর্শন করাইবার নিমিত্ত বিমানে আরোহণ করাইয়া আনয়ন করেন। কিন্তু আমাদের পতি 'সে পক্ষে ঘোর প্রতিকূল। অতএব নিকৃষ্টা মৃগীগণও ধন্য, এবং উত্তমা সুরসুন্দরীগণও ধন্য। হায়! কেবল মধ্যমা আমরা মল্লভা—আমরাই অধন্য। আমাদের ভাগ্যে সেই পরম মূঢ়া হরিনীগণের ও পরম বিদগ্ধা সুরসুন্দরীগণের মোহন-স্বরূপ সর্ক-সৌভাগ্যামৃত-সিদ্ধির দর্শন লাভ ঘটিয়া উঠিতেছে না ॥ ৬৮ ॥

পুনরায় অন্য গোপী कहিলেন,—“এই সকল গাভী উন্মত্ত কর্ণপুট দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের বদন-কমল-মিস্ত্রিত বেণুগানামৃত পান করিতে করিতে সাত্বিক বিকারে স্তব্ধতা প্রাপ্ত হইতেছে এবং তাহাদের বৎসগণও

শাবাঃ স্নুতস্তনপয়ঃকবলাঃ স্নু তস্মু-  
 গোবিন্দমাত্তনি দৃশাশ্রুফলাঃ স্পৃশন্ত্যঃ ॥ ৬৯ ॥  
 প্রায়ো যতান্ম মুনয়ো বিহগা বনেহস্মিন্  
 কৃষ্ণেষ্কিতং তদুদিতং কলবেণুগীতং ।  
 আরুহ্য যে দ্রুমভুজান্ রুচির প্রবালান্  
 শৃংগস্তি মীলিতদৃশো বিগতান্নবাচঃ ॥ ৭০ ॥

বিমোহিত হইয়া পড়িতেছে,—তাহাদের মাতৃস্তনস্নুত ক্ষীরের কবল, মুখ  
 মধ্যেই রহিয়া বাইতেছে, পান করিতে পারিতেছে না। তাহাদের মাতা  
 সকল নিজ প্রভু শ্রীগোবিন্দকে প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ দ্বারা আকর্ষণ করিয়া  
 আনিয়া এবং নেত্ররন্ধু দ্বারে ছদয়ে প্রবিষ্ট করাইয়া, বাৎসল্যভাবে মানস-  
 ক্রোড়ে স্থাপন করিতেছে,—এইজন্যই যেন তাহাদের নয়নে অশ্রুফলা  
 দৃষ্ট হইতেছে। অশ্রুধারায় দৃষ্টির আচ্ছাদন হেতু তাহারা মানসেন্ত্রেই  
 দর্শন করিতেছে। এইরূপ সকল প্রাণীরই শ্রীকৃষ্ণে নিরুপাধিক প্রেম  
 লাক্ষিত হইতেছে, স্মৃতরাং তাহারা ই ধন্য। কিন্তু আমরা এমনই অধন্যা  
 যে, সেই প্রিয়তমের দর্শনমাত্রও লাভ করিতে পারিতেছি না ॥ ৬৯ ॥

বিশ্বয়াবিষ্টা হইয়া পুনরায় সখীর প্রতি কহিলেন,—মাগো ! ( এইরূপ  
 সম্বোধন ভাববিষ্ট রমণীগণের স্বাভাবিক ) এই বৃন্দাবনে যে সকল পক্ষী  
 আছে, তাহাদিগকে প্রায় মূনির ন্যায়ই বোধ হইতেছে। মূনিগণ যেমন  
 বিচিত্র-উপশাখাময় ( ভগবদর্পিত কন্দফলময় ) বেদশাখারূপকে অতিক্রম  
 করিয়া, এমন কি, তদভিনিবেশ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া ও দেহাদিজ্ঞান-  
 শূন্য হইয়া নিমীলিতনেত্রে অবস্থান করেন এবং কৃষ্ণকথা ব্যতীত অন্য  
 কোন কথাই আলাপন করেন না, সেইরূপ বিহঙ্গকুলও বেণুগীতানন্দজনিত  
 মনোহর অঙ্কুরাদি বিকারবিশিষ্ট তরুশাখায় আরোহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক  
 প্রকটিত মধুর বংশীগীত শ্রবণ করিতেছে। যে প্রকারে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন হয়,  
 সেইরূপভাবে ( নীত-রসান্বাদবশে এক অনির্বচনীয় সুখোদয় হেতু )  
 তাহারা অর্দ্ধনিমীলিত নয়নে অবস্থান করিতেছে,—বদনে বাক্যমাত্রও  
 ক্ষুরিত হইতেছে না। অতএব শ্রীসনকাদি আত্মারাম মূনিগণই যেন এই  
 বনে বিহঙ্গরূপে অবস্থিত করিতেছে। স্মৃতরাং ব্রহ্মসমাধি অপেক্ষাও বেণু-  
 গীতের আকর্ষণতা যে অধিক, তাহা ইহাতে স্পষ্ট প্রদর্শিত হইল ॥ ৭০ ॥

মদ্য স্তদা তদুপধার্য মুকুন্দগীত-

মাবর্তলক্ষিতমনোভবভগবেগাঃ ।

আলিঙ্গনস্থগিতমুন্মিভুজৈ মুরারৈ-

গৃহুস্তি পাদযুগলং কমলোপহারঃ ॥ ৭১ ॥

পুনরায় অভ্যস্ত রাগোদয় হেতু নিজ ভাব, অচেতনেও সম্ভাবনা করিয়া বলিতেছেন,—শ্রীকৃষ্ণ সর্বমোহন হইলেও নারীজাতির প্রতিই তাঁহার মোহনত্বের মাত্রা অধিক দৃষ্ট হয়। ঐ দেখ, অচেতন নদী সকলও ( শ্রীকালিন্দী মানসগঙ্গাদি) সর্বানন্দ শিরোমণি এবং নিজ সঙ্গম দ্বারা যিনি নিখিল দুঃখ হইতে মুক্তিদান করেন সেই মুকুন্দ শ্রীকৃষ্ণের বেণুগীত নিকটে আসিয়া সাবধানে শ্রবণ করিতেছে। এই বেণুগীত শ্রবণে তাহাদের হৃদয়ে যে মনোভবের ( কামের ) উদয় হইয়াছে, তাহা আবর্তেই সৃচিত হইতেছে; এবং এই কন্দর্পের প্রভাবেই তাহাদের বেগ ভগ্ন হইয়া যাইতেছে। অতএব বৈধব্য লজ্জাদি তিরোহিত হওয়ায় স্বপতি সমুদ্রের প্রতি ধাবিত না হওয়ার কারণেই প্রবৃদ্ধ তরঙ্গরূপ বাহতে কমলোপহার লইয়া এবং আলিঙ্গন দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পাদযুগল সংবৃত করিয়া স্বীয় অঙ্গে ধারণ করিতেছে। অর্থাৎ প্রথমতঃ আবর্ত দ্বারা বিচ্ছিন্ন কমল সমূহ উপহার প্রদান করিতেছে,— তৎপশ্চাৎ পাদযুগল গ্রহণ করিতেছে, তদনন্তর প্রবৃদ্ধতা সহকারে বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত বেষ্টন পূর্বক আলিঙ্গন করিতেছে। অথবা ‘কমল’ শব্দে জল বুঝায়। অতএব নদী সকল স্বীয় স্নগন্ধ শীতল জলে শ্রীকৃষ্ণের পাদকালনার্থ পাদ্যোপহার প্রদান করিতেছে। শ্রীকৃষ্ণের বেণুগানের এমনই মহিমা, উহাতে শুষ্কশাখায় অঙ্কুর, পাবাণ জব এবং প্রবাহও স্তম্ভ হইয়া যায়। এই কারণেই জলস্তম্ভ দ্বারা প্রবৃদ্ধজলা নদী সকল সেই উচ্চভূমিতেও সাক্ষর তরঙ্গ সহ সমাগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল স্পর্শ করিতেছে। অথচ তাহাদের পতি সমুদ্র তাহাদের প্রতি ঘেষ করিতেছে না; অপিচ, “তিনি মুরহর নারায়ণ সম—হঁহার ভঞ্জে পাতিব্রতত্রংশের সম্ভাবনা নাই” এইরূপ ভাবিতেছে। অতএব তাহারাই ধন্য। আমরা ছুর্ভগা—কারণ আমাদের ভাগ্যে সে বেণুগীত শ্রবণ ঘটিয়া উঠিল না। যে হেতু, আমাদের না আছে প্রিয়তমের দিকে প্রবাহ,—না আছে আমাদের বহুদীর্ঘ বাহ—যদ্বারা তাঁহার একটা মাত্র চরণকমলকেও স্পৃহিত করিয়া বক্ষোজাদিতে গাঢ় আলিঙ্গন করিব ॥ ৭১ ॥

দৃষ্টাতপে ব্রজপশূন্ সহ রামগোপৈঃ

সঞ্চারয়ন্তমনুবেনুমুদীরয়ন্তম্ ।

প্রেমপ্রবৃদ্ধ উদিতঃ কুসুমাবলীভিঃ

সখ্যাব্যধাৎ স্ববপুষামুদ আতপত্রম্ ॥ ৭২ ॥

পূর্ণাঃ পুলিন্দ্য উরুগায়পদাক্ষরাগ-

শ্রীকৃষ্ণমেন দয়িতাস্তনমণিতেন ।

তদর্শন স্মররুজস্তৃণরুষিতেন

লিম্পন্ত্য আননকুচেষু জহন্তদাধিং ॥ ৭৩ ॥

গোপীগণ আরও কহিলেন,—“হায় ! হায় ! বাহার! সখ্যভাববিশিষ্ট, তাহার!ও কৃতার্থ ! জলধর যেমন লোকের আর্তি হরণ করে, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণও লোকের আর্তিহরণ করিয়া থাকেন । বর্ণাদিতেও উভয়ের মধ্যে সমতা দৃষ্ট হইতেছে । শ্রীকৃষ্ণের জায় জলদেরও বর্ণ শ্রাম, শ্রীকৃষ্ণের পীতবসনের জায় জলদেরও বিদ্যাদ্বসন, এবং বেণুনাগের জায় জলদেরও গুরুগর্জ্জন । এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণ জলদের সখা । জলধর নিজ সখা শ্রীকৃষ্ণকে বলদেব ও গোপগণের সহিত প্রথর রৌদ্রে পশু চরাইতে চরাইতে বহুলচ্ছায়া অপেক্ষায় (মেঘাকর্ষণ নিমিত্ত) বেণুতে উচ্চৈঃস্বরে মল্লার রাগ আলাপ করিতে দেখিয়া, দুঃখিত মনে অগ্রে নিজ সখা শ্রীকৃষ্ণের উপরেই উদিত হইতেছে, এবং প্রেমে উৎফুল্ল হইয়া, তুম্বারাবিন্দুবর্ষী নিজ দেহদ্বারা পরে সকলের উপরেই যেন কুসুমাবলীশোভিত ছত্র রচনা করিয়া দিতেছে । অহো ! আকাশস্থ মেঘও বদ্ধভাবে তাঁহাকে এইরূপে স্নেহপ্রদান করিতেছে । স্নেহরাং তাহারই ধন্য, তাঁহাকে স্নেহদান ত দূরের কথা, আমরা তাঁহার দর্শন লাভেও বঞ্চিতা,—অতএব আমাদের ন্যায় ভাগ্যহীনা আর কে আছে ? ॥ ৭২ ॥

অত্র গোপীগণ কহিলেন,—“অহো ! শবরীগণের কি ভাগ্য ! যে কুসুম প্রথমতঃ বংশীগানাক্রষ্টা বৃচ্ছিতা দয়িতার অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণভানুকুমারীর স্তনে অল্পলিপ্ত থাকে, পরে তাঁহার মুচ্ছাশান্তির নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের পদপল্লবের স্পর্শ হওয়ায় অথবা সন্তোষ সময়ে শ্রীকৃষ্ণের চরণ-কমলের অরুণিমায় বাহা কান্তিবিশিষ্ট হয়, সন্তোষানন্তর বনবিহারাদি কালে শ্রীকৃষ্ণের চরণ-সংলগ্ন সেই কুসুম তৃণসকলে সংলগ্ন হয় । তাই, সেই কুসুম দর্শনে শবরাদিনীগণের

হস্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্ঘ্যো

যদ্রামকৃষ্ণচরণস্পর্শপ্রমোদঃ ।

মানং তনোতি সহ গোপগয়োস্তুয়োর্ঘ্যে

পানীয়সূঘবসকন্দরকন্দমূলৈঃ ॥ ৭৪ ॥

যে কন্দর্পপীড়া উপস্থিত হইয়াছে, আপনাদের স্বপ্নে ও স্তনে তাহা লেপন করিয়া সেই কামপীড়াকে শান্ত করিতেছে। স্বাভাবিক লোভাকুষ্ঠা হইয়া তাহারা কৃষ্ণান্সৌরভের আত্মা জানিবার নিমিত্তই প্রথমে সেই কুঙ্কুমুখের নিকট লইয়া যাইতেছে এবং মুখে লেপন করিতেছে ; পশ্চাৎ স্নরসেগ তৎকৃত সন্তোগ বাসনার স্তনে লেপন করিতেছে। কৃষ্ণান্স-সংলগ্ন-কুঙ্কুমের কি অনির্বচনীয় প্রভাব! অতএব শবরীগণই কৃতার্থ। আমরা এরূপভাবেও যখন ব্যথা প্রশমন করিতে পারিলাম না, তখন সেই শবরীগণ অপেক্ষাও আমাদের ভাগ্য যে শোচনীয় তাহাতে সন্দেহ কি? ॥ ৭৩ ॥

হে সখীগণ! মহদাশ্রয় ব্যতীত বাসনা ফলবতী হয় না। এই শ্রীগোবর্দ্ধন পর্বতই হরিভক্তগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ইহা আমরা গার্গীর মুখে শ্রবণ করিয়াছি। অতএব তদ্রত্য মানসগঙ্গায় স্নান করিয়া আমরা তাঁহার অধিদেবতা শ্রীহরি দেব নামক নারায়ণের দর্শনে গমন করিব, ইহাতে গুরুজনের কোন আগতি হইবে না। শ্রীনারদাদি হরিভক্তগণের মধ্যে যুধিষ্ঠির উদ্ধব ও গোবর্দ্ধন এই তিনই মুখ্য, আবার তাঁহাদের মধ্যে শ্রীগোবর্দ্ধনই হরিদাসবর্ঘ্য। যে হেতু, এই গিরিবর রমণীয় শ্রীকৃষ্ণের চরণ স্পর্শে প্রমোদিত হইতেছে অর্থাৎ হর্ষস্বৈদ-পুলক ও আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিতেছে। তৃণোদাম, আর্দ্রতা, জলবিন্দু স্রাবাদিই এস্থলে প্রমোদবাজক বলিয়া জানিবেন। এই হেতুই গিরিবর পাদ্য আচমনীয় ও পানার্থ সুগন্ধ পীতল নিকারের জল, নৈবেদ্যস্বরূপ পেয় মধু ও আত্মরসাদি, অর্ঘ্যস্বরূপ অকোমল দুর্কা বা গো-গ্রাসার্থ অকোমল পুষ্প-বর্জক ও দুগ্ধসম্পাদক তৃণসমূহ, উপবেশন ও শয্যাবিলাসাদির নিমিত্ত শীতোষ্ণ সময়সুখদা গুহা এবং ভোজনার্থ কন্দমূলাদি উপচার দ্বারা গো ও সখীগণের সহিত বর্তমান রামকৃষ্ণের প্রসাদনী পূজা বিস্তার করিতেছে। হে অবলা! তোমরা একেই তো পতি পরবশ্চা, তাহাতে তোমাদের সামর্থ্য না থাকাতাই এতাদৃশ সেবাভাগ্য ঘটিয়া উঠিতেছে না। অতএব এই গিরিবরই ধৃত ॥ ৭৪ ॥

গা গোপকৈরনুবনং নয়তো রুদার

বেণুস্বনৈঃ কলপদৈস্তনুভুংহু সখ্যঃ ।

অস্পন্দনং গতিমতাং পুলকস্তরুণাং

নির্যোগপাশকুতলক্ষণয়ো বিচিত্রং ॥ ৭৫ ॥

ততস্তত্র ষাণ্ণিংশাধ্যায়ে ।

অথ গোপৈঃ পরিত্যক্তো ভগবান্ দেবকীসুতঃ ।

বৃন্দাবনাদ্গতো দূরং চারয়ন্ গাঃ সহাগ্রজঃ ॥ ৭৬ ॥

হে সখীগণ! কেবল গিরিবরেরই হরিদাসবর্ষ্য নাম সার্থক তাহা নহে, নিখিল চরাচর পরম ধন্য! অতএব শুধায় অভিসারে আর বিলম্ব করা কর্তব্য নহে, গোধন সমূহের অনুর্ত্তী হইয়া তাঁহার বনান্তর গমন সম্ভব। শ্রীযশোদা কর্তৃক নিয়োজিত রক্ষক স্বরূপ গোপগণের সহিত রামকৃষ্ণ বিচিত্র বেশে বনে বনে গোচারণ করিতেছেন। গোপগণ ছঃখ-ভয়-স্থান হইতে শ্রীকৃষ্ণকে রক্ষা করিতেছে; কিন্তু হায়! আমাদের তাদৃশ প্রেমসেবা-যোগ্যতা নাই। পরন্তু বনে বনে ভ্রমণ করিতে তাঁহাদের কোন কষ্ট হইতেছে না; কিন্তু কি ছঃখের বিষয়, তাঁহারা আমাদের সন্নিহিত হইতেছে না। নির্যোগাশ্যপাশ অর্থাৎ দোহন সময়ে চঞ্চল বৎসগণের গলবন্ধন রজ্জু উভয়াগ্রে যুক্তান্তবকজুট পীতপটময় উষ্ণীষবন্ধভূষণের ন্যায় মস্তকে বন্ধন করিয়া, অপূর্ব গোপবেশে সর্বজনমনোহররূপে, বিশেষতঃ শ্রীগোপসুন্দরীদের মনোমোহনরূপে বিরাজ করিতেছেন। কারণ, স্বদেশ, জাতি ও বয়ঃ অরূপ বেশাদি সকলেরই অতীব রোচক হয়। আরও বিচিত্র এই যে, শ্রীকৃষ্ণের পরমানন্দপ্রদ বেণুর মধুরাস্কট শব্দে শরীরাবিদগের মধ্যে গতিশীল মাত্রেয়ই অস্পন্দন উপস্থিত হইতেছে,—এমন কি, নিত্য গতিশীল নদী প্রভৃতিও যখন স্তম্ভিত হইয়া যাইতেছে, তখন আমাদের দূরগমন কিরূপে সম্ভব হয়? পরন্তু, তরুণ-রোমশূন্য হইলেও নবানুর উদ্ভেদছলে পুলকিত হইতেছে। ফলতঃ স্থাবর ও জঙ্গম উভয়েরই ধর্ম্মবৈপরীত্য দৃষ্ট হইতেছে ॥ ৭৫ ॥

অনন্তর ষাণ্ণিংশাধ্যায়ে লীলাস্তর বর্ণনারন্তে শ্রীকৃষ্ণদেব কহিলেন,—  
অতঃপর নিদাষ সময়ে ভগবান্ দেবকীসুত গোপগণে পরিবৃত্ত হইয়া, অগ্রজ



নিদাঘাকাতপে তিগ্ধে ছায়াভিঃ স্বাভিরাত্মনঃ ।

আতপত্রায়িতান্ বীক্ষ্য ভ্রম্যনান্ন ব্রজৌকসঃ ॥ ৭৭ ॥

হে শ্তোককৃষ্ণ! হে অংশো! শ্রীদাম! সুবলার্জুন ।

বিশালবৃষভো জস্মিন্ দেবপ্রস্থ বরুথপ ॥ ৭৮ ॥

পশ্চাতেতান্ মহাভাগান্ পরার্থৈকাস্তজীবিতান্ ।

বাতবর্ষাক্তপহিমান্ সহস্তো বারয়ন্তি নঃ ॥ ৭৯ ॥

অহো! এষাং বরং জন্ম সর্বপ্রাণুপজীবনং ।

সুজনস্তেব যেবাং বৈ বিমুখা যাস্তি নার্বিনঃ ॥ ৮০ ॥

পত্রপুষ্পফলছায়ামূলবঙ্কলদারুভিঃ ।

গন্ধনির্ব্যাসভস্মাশ্বিতোষৈঃ কামান্ বিতস্বতে ॥ ৮১ ॥

বলদেবের সহিত গোচারণ করিতে করিতে ভ্রমশঃ বৃন্দাবন হইতে দূরে অর্থাৎ গিরিব্রজময় কাম্যকবনে গিয়া উপনীত হইলেন ॥ ৭৬ ॥

নিদাঘকালীন তীব্র রবিকরতাপে ব্রজবনবর্ষি তরুগণকে ছায়া দ্বারা আপনাদের ছত্র তুল্য নিরীক্ষণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সন্নিহিত ব্রজবালকদিগকে বলিতে লাগিলেন,—“হে শ্তোককৃষ্ণ! হে অংশো! হে শ্রীদাম! হে সুবল! হে অর্জুন! হে বিশাল! হে বৃষভ! হে ওজস্বিন্! হে দেবপ্রস্থ! হে বরুথপ! এই সকল বৃক্ষ কিরূপ মহাভাগ্যবান্ নিরীক্ষণ কর। ইহারা পরার্থেই জীবনধারণ করিয়াছে। কারণ, ইহারা নিজে বাত বর্ষা হিম সহ্য করিয়া আমাদের তজ্জনিত ক্রেশ্ন নিবারণ করিতেছে।”—এইজন্তই সাধু-বাস্তিগণ বরং উদার বৃক্ষযোনিতে জন্মগ্রহণ প্রার্থনা করেন, তথাপি কৃপণ কর্ম্মী বিপ্রজাতিতে জন্ম প্রার্থনা করেন না। যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদিগকে কটাক্ষ করিয়াই বৃক্ষগণের এইরূপ প্রশংসা করিতেছেন ॥ ৭৭-৭৯ ॥

অহো! ইহারা কেবল বাতাদি ক্রেশ্নই যে নিবারণ করে, তাহা নহে; ইহারা সর্বার্থ সম্পাদন করে। সুতরাং ইহাদের জন্ম সর্বপ্রকারেই শ্রেষ্ঠ এবং ইহারা সকলের উপজীব্য স্বরূপ। দয়ালু ব্যক্তির নিকট যাচকেব্দ প্রার্থনা যেরূপ ব্যর্থ হয় না, সেইরূপ ইহাদের নিকট হইতেও প্রাণিগণ কখনই বিমুখ হয় না ॥ ৮০ ॥

ইহারা পত্র, পুষ্প, ফল, ছায়া, মূল, বঙ্কল, কাষ্ঠ, গন্ধ, নির্ব্যাস, ভস্ম,

এতাবজ্জন্মসাক্ষ্যং দেহিনামিহ দেহিষু ।

প্রাণৈরথৈর্ধিরা বাচা শ্রেয় আচরণং সদা ॥ ৮২ ॥

ইতি প্রবালস্তবকফলপুষ্পদলোৎকরৈঃ ।

তরুণাং নব্রশাখানাং মধ্যাতো যমুনাং গতঃ ॥ ৮৩ ॥

তত্র গাঃ পায়সিদ্ধাপঃ স্নমৃক্টাঃ শীতলাঃ শিবাঃ ।

ততো নৃপ স্বয়ং গোপাঃ কামং স্বাহু পপু জ্বলং ॥ ৮৪ ॥

অন্যত্র ।

অয়ে বঙ্কোবঙ্কো শৃণু শৃণু বলশ্রাদ্যচরিতং

ময়োক্তং ভাণ্ডীরে সহ সখিগণৈঃ ক্রীড়নমিতি ।

তয়োক্তং বৈ ভদ্রং মম মনসি জাগর্তি বচনং

কুতো মত্তঃ শেতে প্রচুর মধুপানৈ মধুবনে ॥ ৮৫ ॥

সারাংশ ও পল্লবদির অঙ্কুর দ্বারা সকলেরই কামনা পূর্ণ করে। দেহি-  
দিগের পক্ষেও ধন, প্রাণ, ( প্রাণ অনাদরণীয় কর্তব্য ) বুদ্ধি ( সত্বপায় চিন্তনাদি )  
ও বাক্য ( উপদেশাদি ) দ্বারা—সমস্তগুলি দ্বারা না পারিলেও পর পর  
উপাদান দ্বারা দেহিদিগের সর্বদা কল্যাণ সাধনই তাহাদের জন্মধারণের  
সার্থকতা ॥ ৮১-৮২ ॥

এইপ্রকারে আনন্দপ্রকাশ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ, প্রবাল-পুষ্পগুচ্ছ-ফল-  
পুষ্পদলসমূহ দ্বারা নব্রশাখ তরুশ্রেণীর মধ্য দিয়া শ্রীযমুনায় গিয়া উপনীত  
হইলেন। অনন্তর তথায় গোপাল সকল গাভীগণকে শ্রীযমুনায় মগ্নলব্ধ  
শীতল স্বচ্ছ জলপান করাইয়া নিজেরাও সেই অতি স্বচ্ছ স্বাহু সলিল ইচ্ছামত  
প্রচুর পান করিলেন ॥ ৮৩-৮৪ ॥

আবার শ্রীবলদেবের ক্রীড়া সম্বন্ধে গ্রন্থান্তরে লিখিত হইয়াছে। যথা—  
কোন গোপবালক অন্য গোপবালককে লম্বোদল করিয়া বলিতেছেন,—“ওহে  
বঙ্কো ! ওহে বঙ্কো ! তুন তুন ! অদ্য বলদেবের আচরণের কথা তুন ।”  
২য়, গোপবালক ।—“সে কি কথা হে ?” ১ম, গোপবালক ।—“ভাণ্ডীর বলে  
সখীগণের সহিত খেলার কথাই বলিতেছি।” ২য়, বালক ।—“সে কথা তো  
আমার মনে বেশ জাগ্ছে। এখন সে মাতাল কোথায় ?” ২য়, বালক ।—  
প্রচুর মধুপান করিয়া মধুবনে পড়ে আছে ॥ ৮৫ ॥

অত্রান্তরে ।

গুরুতরমদভরলোলো নৃত্যতি মিথিতার্কিলোচনঃ ।

রামঃ দধদতিপানাসক্তঃ সব্যেকরে বারুণীকলসং ॥ ৮৬

অরে ভ্রমতি মেদিনী কিমুত লম্বতে চন্দ্রমা

ভ্রমন্তি তরবঃ কথং চলতি কুত্র মার্তগুজা ।

স্থিরীভবত কিং ভয়ং বচ উদীয়্য পাদদ্বয়ং

চলতামিত-বারুণীমদবিঘূর্ণমানো বলঃ ॥ ৮৭ ॥

দৃষ্ট্বাত্ম প্রতিবিশ্বং কেরে ইতি বাদয়েত শৃঙ্গং ।

তমপি পুনস্তদবস্থং পৃচ্ছতি রামঃ ক যাসীতি ॥ ৮৮ ॥

অত্রান্তরে ।

ক্রীড়ায়াং দৌর্বল্যং জ্ঞাতঃ সত্যং বদাসি মে তুর্গং ।

সলিলং খলু যমুনায়াঃ হস্তা বরবারুণীং দেহি ॥ ৮৯ ॥

ইহার পরে আরও লিখিত হইয়াছে ।—অতিপানাসক্ত বলরাম বামকরে বারুণীর কলস ধারণ পূর্বক অর্দ্ধ নিম্নলিত নয়নে গুরুতর মদভরে চঞ্চল হইয়া নৃত্য করিতেছেন ॥ ৮৬ ॥

“আরে, ধরণী যে সরিয়া যাইতেছে, একি ! চন্দ্রও যে লম্বিত হইতেছে, তরুণগণও কেন ভ্রমণ করিতেছে, আবার যমুনাই বা কোথায় চলিয়াছে,—স্থির হও, স্থির হও, ভয় কি ?”—এই সকল কথা বলিতে বলিতে অপরিমিত বারুণীমদপানে বিঘূর্ণমান বলদেব ধীরে ধীরে পাদবিক্ষেপ করিতেছেন ॥ ৮৭ ॥

আবার কখন নিজের প্রতিবিশ্ব দর্শন করিয়া অন্যভ্রমে “কে রে ! কে রে !” বলিয়া শৃঙ্গবাদন করেন । পুনরপি তাহাকে তদবস্থা দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করেন,—“কোথায় যাচ্ছি সু রে ?” ॥ ৮৮ ॥

ইহার পর আরও লিখিত হইয়াছে ।—প্রমত্ত শ্রীবলদেব বলিতেছেন,—“জাই রে ! আমি সত্যই বলিতেছি, ক্রীড়ায় আবার বড়ই দৌর্বল্য জন্মিয়াছে । তুমি যমুনার সমুদয় জল ফেলিয়া দিয়া শীঘ্র উৎকৃষ্ট বারুণীর দ্বারা পূর্ণ করিয়া দাও ॥ ৮৯ ॥

অন্তঃ ।

তীরে তীরে তরগি-ছহিতু শ্চারণন্ ধেনুস্বন্দং  
স্বন্দারণ্যে ঐমখগকুলপ্রীতিপর্য্যাকুলাক্ষঃ ।  
নানা-ক্রীড়া-তরল স্রবলন্তোককৃষ্ণাদি সঙ্গি-  
রঙ্গী কোহপি ক্ষুরতু হৃদয়ে প্রাণনাথঃ কিশোরঃ ॥ ৯০ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণবিলাসে বনবিহারবর্ণনঃ

নাম তৃতীয় প্রবন্ধঃ ॥ ৩ ॥

অনন্তর গ্রহাস্তবের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া গ্রহকার প্রার্থনা করিতেছেন ;—  
সূর্য্যপুত্রী যমুনার তীরে তীরে যিনি ধেনুসমূহ চরাইতেছেন, বৃন্দাবনে  
বৃক্ষ ও পক্ষীকুলের প্রতিও বাঁহায় প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টি, বিবিধ ক্রীড়াচঞ্চল স্রবল  
স্তোককৃষ্ণাদি বাঁহার সঙ্গী, সেই অনির্বচনীয় রঙ্গময় প্রাণনাথ কিশোর  
( শ্রীকৃষ্ণ ) আমার হৃদয়ে ক্ষুরিত হউন ॥ ৯০ ॥

ইতি তৃতীয় প্রবন্ধান্তবাদ ।

## চতুর্থঃ প্রবন্ধঃ

অথ রাসবিহারাদিঃ কথ্যতে ।

অহো ক্ষু রুচ্যারু-চন্দন-সৌরভং \*

সুপর্ণ-পুষ্পাবলি শোভনং দ্রবং ।

পরাগধূলি-পরিধূসরস্থলং

বৃন্দাবনং কুঞ্জ-কুটীর-মঞ্জুলং ॥ ১ ॥

অস্ত্যেব বৃন্দাবন-সম্মিকর্ষে

শীতলং নির্মলং রাস-মণ্ডলং ।

রাকা লসদ্রাতিঃসমান ভাসং

মন্দমন্দামিল-সৌরভং মুহুঃ ॥ ২ ॥

শ্রীদশমে, উনত্রিংশাধ্যায়ে ।

দৃষ্ট্বা কুমুদস্তুমথশুমণ্ডলং,

রমাননাভং নবকুঙ্কমারুণং ।

বনঞ্চ তৎ কোমলগোভিরঞ্জিতং

জগৌ কলং বামদৃশাং মনোহরং ॥ ৩ ॥

---

অনন্তর রাসবিহারাদি কথিত হইতেছে।—অহো ! কুঞ্জ-কুটীর-শোভিত শ্রীবৃন্দাবন চারুচন্দন-সৌরভে সুরভিত, তরুরাজি\*সুন্দর পত্র-পুষ্পাবলি সুশোভিত এবং সকলস্থানই পুংপরেণ পরিধূসর ॥ ১ ॥

শ্রীবৃন্দাবনের সম্মিকর্ষেই শীতল নির্মল রাসমণ্ডল বিদ্যমান। এই শ্রীরাসমণ্ডল শারদ পূর্ণচন্দ্রমোৎফল্লা রজনীর ন্যায় উদ্ভাসিত এবং মুহুমুহুঃ সুমন্দ গন্ধবহের দ্বারা সৌরভান্বিত ॥ ২ ॥

শ্রীমঙাগবত, ১০ম, স্কন্ধে, রাসাধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে।—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবৃন্দাবনস্থ সেই শ্রীরাসমণ্ডলে উপনীত হইয়া দেখিলেন,—গগনমণ্ডলে কুমুদ-

অহো মনোজ্ঞং বনসার-সৌরভমিতি পাঠান্তরম্ ।

নিশম্য গীতং তদনঙ্গবর্দ্ধনং

ব্রজস্ত্রিয়ঃ কৃষ্ণগৃহীতমানসাঃ ।

আজগ্মুরন্যোন্মলক্ষিতোদমাঃ

স যত্র কান্তো জ্বলোলকুণ্ডলাঃ ॥ ৪ ॥

ভ্রূহন্ত্যোহভিযযুঃ কাশ্চিদ্দোহং হিত্বা সমুৎস্রুকাঃ ।

পয়োহধিশ্রিত্য সংযাবমনুদ্বাস্তাপরা যযুঃ ॥ ৫ ॥

বিকাসশীল সুখাংস্ত পূর্ণষোলকলায় উদ্ভাসিত হইয়া উদিত হইয়াছেন, তাঁহার প্রভা, রমা অর্থাৎ লক্ষ্মীগণের মধ্যে যিনি পরালক্ষ্মী—সেই কৃষ্ণ-প্রিয়তমা শ্রীরাধার শ্রীমুখকান্তির ন্যায় পরিস্ফুরিত হইয়াছে, অপিচ সেই পূর্ণশীতকে নবকুঙ্কমপিণ্ডবৎ অরুণবর্ণ দর্শন করিয়া কুঙ্কমরাগ-রঞ্জিত শ্রীরাধার বদনপ্রভা, তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) স্মৃতিপথাক্রূড়া হইতেছে। পরন্তু সেই কোমল কিরণে সমস্ত বনস্থগী অভিরঞ্জিত হইয়াছে। এইরূপে স্থা ও কালের রতিযোগ্যতা দর্শন করিয়া অর্থাৎ উদ্দীপন ও আলম্বন বিভাব দর্শন করিয়া ক্রীড়ার উপযুক্ত সুযোগ বিবেচনা করিলেন। অনন্তর যেরূপে ভাববতী বামলোচনাদিগেরই কেবল মনোহরণ হয়, সেইপ্রকারে বেণুদ্বারা আদিরসোদ্দীপক মধুর কামবীজ (ক্লী) গান করিলেন ॥ ৩ ॥

একেই তো ব্রজাঙ্গনাদিগের চিত্ত শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক পরিগৃহীত হওয়ায় তাঁহাদের হৃদয়ে পূর্ব হইতেই প্রেম বীজাক্কুররূপে অবস্থান করিতেছিল, তাহার উপর আবার এই প্রেমবর্দ্ধক তদীয় বেণুগান শ্রবণ করিয়া সেই গানামৃতসেক তাহা পল্লবিত হইয়া উঠিল। সে সময় শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক তাঁহাদের চিত্ত এমনই আকৃষ্ট হইল যে, তাঁহাদের আর কোন বিচার-বুদ্ধি রহিল না, তাঁহারা পরস্পর কেহ কাহাকেও স্ব স্ব চেষ্টা জ্ঞাপন না করিয়াই যেখানে সেই প্রিয়তম অবস্থান করিতেছেন, তথায় সত্ত্বর আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন,—সবেগে আগমন করাতে তাঁহাদের কর্ণশোভি কুণ্ডল আন্দোলিত হইতে লাগিল ॥ ৪ ॥

পরম মোহন বেণুগীত শ্রবণ করিয়া সেই ব্রজরামাঙ্গণ স্বজাতি-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াও গমন করিতে লাগিলেন। বাঁহারা গো-দোহন করাইতে ছিলেন, তাঁহারা সেই দোহনকার্য্য পরিত্যাগ পূর্বক সমুৎস্রুকা হইয়া গমন

লিম্পন্ত্যঃ প্রমুজন্ত্যোহন্যা অঞ্জন্ত্যঃ কাঞ্চলোচনৈঃ ।

ব্যত্যস্তবস্ত্রাভরণাঃ কাঞ্চিৎ কৃষ্ণান্তরুং যযুঃ ॥ ৬ ॥

তা দৃষ্টান্তিকমায়াতা ভগবান্ ব্রজমোষিতঃ ।

অবদদদতাং শ্রেষ্ঠো বাচঃ পৈশৈবিমোহয়ন্ ॥ ৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণকুবাচ ।

স্বাগতং বো মহাভাগাঃ প্রিয়ং কিং করবাণি বঃ ।

ব্রজস্থানাময়ং কাঞ্চিদ্রুতাগমনকারণম্ ॥ ৮ ॥

করিতে লাগিলেন, কালবিলম্ব সহনে যেন একবারে অসমর্থ হইয়া উঠিলেন ; অতঃপর ঝাঁপিয়া ছুটু আবর্তন করিতেছিলেন, তাহা চুল্লীর উপরই রহিয়া গেল, তাহা পাকান্তে অবতরণ করিবার আর বিলম্ব সহিল না—তাঁহার। সেই বেণুগীতাভিমুখেই চলিতে লাগিলেন ॥ ৫ ॥

কোন কোন অঙ্গনা, অঙ্গে চন্দ্রনাড়ি লেপন করিতেছিলেন, কেহ কেহ চন্দ্রনাড়ি কণ্ঠ করিতেছিলেন, কেহ কেহ নয়নে অঙ্গন দিতেছিলেন,—ঐরাবতী সকলেই সেই মনোহর বেণুগীত শ্রবণে তন্ময়া হইয়া সেই সেই দৈহিকবেশ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহারও কাষ্ঠারও অত্যন্ত আবেগবশে দেহের অবয়ব বিশেষের স্পষ্ট পরিচিতি হওয়ায় হারমালাদি ভূষণ ধারণের স্থান বিপর্যয় সংঘটিত হইল অর্থাৎ ব্যস্ততাপ্রযুক্ত পাদভূষণ হস্তে এবং হস্তভূষণ পদে ইত্যাদি রূপে ভূষণ ধারণ করিয়াই শ্রীকৃষ্ণাভিমুখে ধাবিত হইলেন ॥ ৬ ॥

এইরূপে ব্রজসুন্দরীগণকে নিজ সমীপে সমাগত দেখিয়া, দেশকাল-পাত্রোচিত বচনচাতুৰ্য্যবিদগ্ধের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মনোহর বাগ্বিলাস দ্বারা বিমোহিত করিয়া তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—হে মহাভাগ্যবতী ব্রজসুন্দরীগণ ! তোমাদের স্মৃথে আগমন হইল ত ? হইবে না কেন, ভাগ্যবতীদের সকল ক্রিয়াই সফলীভূত হইয়া থাকে। এক্ষণে আমি তোমাদের কি প্রিয় সাধন করিব ? তাহা সরলভাবে স্পষ্ট জ্ঞাপন কর, আমি নিঃসন্দেহে তাহা করিব। আহা ! মহাভাগ্যবতীদিগের প্রিয় আচরণে আমারও বিশেষ ধর্ম লাভ হইবে। তোমরা সকলে যুগপৎ সমস্তই আগমন করিতেছ দেখিয়া আমার আশঙ্কা হইতেছে,

রজন্যোষা ঘোররূপা ঘোরসম্বনিষেবিতা ।

প্রতিযাত ব্রজং নেহ স্বেয়ং স্ত্রীভিঃ স্মমধ্যমাঃ ॥ ৯ ॥

দৃষ্টং বনং কুসুমিতং রাকেশকররঞ্জিতং ।

যমুনানিল লীলৈজন্তরূপলবণোভিতং ॥ ১০ ॥

ব্রজে অঙ্গনা-বিষয়ক কোন উপদ্রব উপস্থিত হয় নাই ত, তাই তোমরা সকলে ভীত হইয়া পরিত্রাণের নিমিত্ত আমার নিকট আসিয়া উপনীত হইয়াছ ? ব্রজের কুশল ত ? অহো ! তোমাদের মৌনভাবাবলম্বনে বোধ হইতেছে, তথায় কোন উপদ্রব হয় নাই । ভাল, তবে তোমাদের আগমনের কারণ কি বল ? ॥ ৮ ॥

গোপীদিগের পরস্পর মৃদুহাস্যযুক্ত বিশ্ময়ভাব অবলোকন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ মধুর রহস্য ভঙ্গিতে পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—হে স্মমধ্যমা সূন্দরীগণ ! তোমরা দেবতার্চনের উদ্দেশ্যে পুষ্পাদি আহরণের নিমিত্ত আগমন করিলেও অসুচিত হইয়াছে । কারণ, এই রজনী চল্লিকাবহলা হইলেও ঘোররূপা—একে রাত্রিকাল, তাহাতে এখানে ভয়ঙ্কর প্রাণী সকল ভ্রমণ করিতেছে, ভীকৃষ্ণভাবা স্ত্রীলোকের এখানে অবস্থান করা কর্তব্য নহে । অতএব তোমরা শীঘ্র ব্রজে ফিরিয়া যাও, এখানে আর ক্ষণমাত্রও বিলম্ব করিও না ॥৯\*

বিদগ্ধরাজ শ্রীকৃষ্ণের এই শ্লেষমণ্ডিত উপেক্ষা বাক্য শ্রবণে গোপীগণ

\* এই শ্লোকের শ্লেষার্থে শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগকে নিজ সন্নিধানে অবস্থান করিবার কথাই বলিতেছেন । অকার বিশ্লেষণ দ্বারা এই অর্থ স্পষ্ট প্রতীত হয় । এই রজনী অঘোররূপা—পূর্ণচন্দ্রের উদয়ে জ্যোৎস্নামণ্ডিতা, অতএব অঘোরসম্ব অর্থাৎ বৃন্দাবনে স্বভাবতঃ পরস্পর হিংসাতাবশূক্ত ব্যাত্রাদি কিস্মা জ্যোৎস্নালোকে দিবস প্রায় বোধ হওয়ায় ভ্রমর কোকিলাদি এখানে বিচরণ করিতেছে, সূত্রাং ভীত হইবার কোন কারণ নাই । অতএব ব্রজে আর ফিরিয়া যাইও না, আমার নিকটেই অবস্থান কর । শ্রীলোকদিগের পক্ষে এখানে থাকাই উপযুক্ত । তবে স্ত্রীমাত্রকেই এখানে থাকিতে বলিতেছি না, স্মমধ্যমা তোমরা, তোমাদেরই এখানে থাকা উচিত । যতপি তোমরা পরমসাদ্বী, আমিও ব্রহ্মচারী । সূত্রাং ব্রহ্মচারীর সহিত অবস্থানে কোন দ্বোধ নাই । ইহাই তাৎপর্য ।



অত্রান্তরে, শ্রীগোপ্য উচুঃ।

চিত্তং স্তুথেন ভবতাপহতং গৃহেষু  
 স্নান্নির্বিশত্ব্যত করাবপি গৃহকৃত্যে।  
 পাদৌ পদং ন চলতন্তব পাদমূলাদ্-  
 যামঃ কথং ব্রহ্মমথো করবাম কিংবা ॥ ১১ ॥  
 বীক্ষ্যালকারতমুখং তব কুণ্ডলশ্রী-  
 গণ্ডস্থলাধরসুখং হসিতাবলোকং।  
 দত্তাভয়ঞ্চ ভুজদণ্ডমুগং বিলোক্য  
 বক্ষঃ শ্রিয়ৈকরমণঞ্চ ভবাম দাস্ত্যঃ ॥ ১২ ॥

ঈষৎ প্রণয়কোপের সহিত অত্মদিকে দৃষ্টিনিষ্ক্ষেপ করিলেন। তদর্শনে শ্রীকৃষ্ণ কপটভাবে সহিত ক্ষণকাল ধ্যানমগ্ন থাকিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—আঃ! বুঝেছি, এই পূর্ণচন্দ্রময়ী রাত্রিতে আমার শ্রীবৃন্দাবনের শোভা সন্দর্শনের জন্যই তোমরা আগমন করিয়াছ। ঐ দেখ, কুসুমিত বন পূর্ণচন্দ্রের সুরম্য কিরণে অনুরঞ্জিত হইয়াছে এবং যমুনাস্পর্শি-স্নিগ্ধ সমীরের মৃদুস্বন্দ সঞ্চরণে কম্পমান তরুপল্লবে স্নুশোভিত হইয়াছে। এখন এই অভীপ্সিত বনাদি দর্শন শেষ হইয়াছে ত? তবে আর বিলম্ব করিতেছ কেন?” গোপীদিগের ভাবোদ্বীপনের জন্যই রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণের এই বনশোভা প্রদর্শন ॥ ১০ ॥

অনন্তর গোপীগণ কহিলেন,—আপনি আমাদের গৃহে ফিরিয়া যাইবার জন্ত বলিতেছেন বটে, কিন্তু কিরূপে ফিরিয়া যাইতে পারি? কারণ, আমাদের যে চিত্ত এতকাল স্তুথে গৃহ-ব্যাপারে রত ছিল, তাহা আপনি হরণ করিয়াছেন। যদিও চিত্তের অপহরণে সর্কেন্দ্রিয় অপহরণই সার্থক হইয়াছে, তথাপি বিশেষতঃ যে করদ্বয় পতিভুঞ্জনাদি গৃহকর্মে ব্যাপৃত ছিল, তাহাও অপহৃত হইয়াছে, আর আমাদের পদদ্বয় আপনার পাদমূল হইতে একপাদও চলিতেছে না। আপনি যখন আমাদের সার সর্বস্ব চিত্ত-ধন লুণ্ঠন করিয়াছেন, তখন আমরা হত-সর্বস্ব হইয়া কিরূপে ব্রজে ফিরিয়া যাইতে পারি? এবং ব্রজে ফিরিয়া যাইয়াই বা কি করিব? স্তব্ধএব আমাদের অপহৃত চিত্ত প্রত্যর্পণ করুন, আমরা ব্রজে যাইতেছি ॥ ১১ ॥

কা স্ত্রাস্ত তে কলপদায়ত বেণুগীত  
সম্মোহিতার্থ্য চরিতান্ চলেজ্রিলোক্যাং ।  
ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং  
যদগোদ্বিজ জ্রমমুগাঃ পুলকাম্যবিভ্রন্ ॥ ১৩ ॥

তত স্তত্রাস্তরে ।

তাভিঃ সমেতাভিরুদারচেষ্টিতঃ  
প্রিয়ৈক্ষণোৎফুল্লমুখীভিরচ্যুতঃ ।

হে সুন্দর ! আপনি এরূপ বলিবেন না। আপনার অলংকারত শ্রীমুখ-  
চন্দ্র, কুণ্ডলশ্রী-শোভিত গণ্ডস্থল, দর্শনমাত্র লোভোৎপাদক সুধাস্রাবী  
অধরপুট, প্রফুল্ল নয়নকমল এবং অভয়প্রদ ভুজদণ্ডযুগল দর্শন করিয়া  
আপনার দাসী হইতেই আমাদের বাসনা হইতেছে। যদি বল, আমি  
তোমাদিগকে মূল্য দিয়া ক্রয় করি নাই, কিছা কেহ দানও করে নাই।  
সুতরাং কিরূপে তোমরা দাসীযোগ্যা হইতে পার ? ইহার উত্তরে আমা-  
দের ব্যক্তব্য এই যে,—ওহে ধার্মিক চূড়ামণি ! তুমি গোপনারীকে দাসী  
স্বীকার করিতেছ না, কিন্তু বৈকুণ্ঠ হইতে বলপূর্ব্বক নারায়ণের নারী  
শ্রীলক্ষ্মীকে আনিয়া নিজ বক্ষে বহন করিতেছ। সুতরাং চতুর্দশ ভুবনস্থ  
কোন নারীই তোমার পরিহার যোগ্যা নহে। অতএব আমাদিগকে দাসী  
অঙ্গীকার করুন ॥ ১২ ॥

হে অঙ্গ ! সত্য বটে, এইরূপে পাতিব্রত্য ভঙ্গ করা কুলাস্ত্রনাদিগের  
পক্ষে নিদনীয়, কিন্তু এই ত্রিলোকের মধ্যে কে এমন রমণী আছে যে,  
আপনার কলপদায়ত বেণুগানে সম্মোহিতা হইয়া নিজ ধর্ম্ম হইতে বিচলিত  
না হয় ? অর্থাৎ উর্দ্ধাধোমধ্যদেশবর্ত্তি প্রাকৃতপ্রাকৃত নিখিল চরাচরে নারী  
মাত্রেরি পাতিব্রত্য লক্ষণ নিজ ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হইয়া থাকে। সুতরাং  
ত্রিঙ্গণভের ধর্ম্মধ্বংসের নিমিত্তই বিধাতা যেন তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছে।  
সাধারণতঃ কামমোহিতা স্ত্রীজাতিই যে বিবশতা প্রাপ্ত হয়, তাহা নহে।  
তোমার এই ত্রৈলোক্য-সৌভগ মনোহর রূপমাধুর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া, গো-  
মুগ, পক্ষী ও বৃক্ষ সকলও পুলকাবলীতে পরিপূরিত হইতেছে ॥ ১৩ ॥

প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের সহিত প্রেমসম্মিলনে সেই গোপীগণের বদন-কমল

উদারহাসম্বিজ্জকুন্দনীধিতি-

ব্যরোচঠৈগাঙ্ক ইবোড়ুভির্ভূতঃ ॥ ১৪ ॥

উপগীয়মান উদগায়ন্ বনিতাশতযুথপঃ।

মালাং বিদ্রবৈজয়ন্তী ব্যাচরন্মগ্ণয়ন্ বনং ॥ ১৫ ॥

মগ্ণাঃ পুলিনমাবিশ্য গোপীভির্হিমবালুকং।

জুষ্টিং তন্তরলানন্দ কুঁমুদামোদবায়ুনা ॥ ১৬ ॥

ত্রয়োত্রিংশাধ্যায়ে।

বলয়ানাং নুপুরাণাং কিঙ্কিণীনাঞ্চ যোষিতাং।

স প্রিয়াণামভূচ্ছব্দস্তুমুলো রাসমণ্ডলে ॥ ১৭ ॥

উৎকল হইয়া উঠিল। প্রিয়দর্শনে তাঁহাদের অন্তঃকরণের তম অপগত হওয়ায় দিবসতা প্রাপ্তির কারণই যেন বদনকমলের প্রকল্লতা। তারাগণ-বেষ্টিত চন্দ্র বেরূপ শোভা প্রাপ্ত হইল, শ্রীকৃষ্ণও সেই গোপীগণের সহিত মিলিত হইয়া সেইরূপ অপূর্ব শোভা পাইতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের মধ্যে প্রত্যেকের সহিতই সঙ্গমে চ্যুতিরহিত হইয়া অর্থাৎ যুগপৎ প্রত্যেক গোপীকায় সহিত রমণ-নিষ্ঠায় সম্মিলিত হইয়া উদার অর্থাৎ সকলেরই সুখপ্রদ বিচিত্র বৈদম্ব্যময় স্পর্শন, পুষ্পাদি অর্পণ ও কটাকাদি রূপ চেষ্টার সহিত বিরাজমান হইলেন। সেই সময়ে তাঁহার উদার হান্তে ও দন্তসমূহে মনোহর কুন্দকুহুমবৎ কান্তির বিকাশ হইতে লাগিল ॥ ১৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণ সেই অকুরাগবর্তী শত শত বনিতামধ্যে যুথপতিভূত্য হইয়া কখন নিজে স্বরতালাদি সহকারে গান করিতে লাগিলেন, কখন বা গোপীগণ পুনঃ পুনঃ কৃষ্ণনাম গান করিতে লাগিলেন। পরে বনবিহার যোগ্য পঞ্চবর্ণ পুষ্পগ্রথিতা মালাধারণ পূর্বক তরঙ্গবিহারী স্নিগ্ধানন্দদায়ক ও প্রকল্ল কমলগন্ধযুক্ত পবনসেবিত এবং কর্পূরবৎ বালুকাপূর্ণ শ্রীষমুনাগুলিনে প্রবেশ করত বৃন্দাবন-মাধুরীকে উদ্ভাসিত করিয়া গোপীগণের সহিত পরিলম্বণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৫-১৬ ॥

অনন্তর রাসযোগ্য বাঢ়াদি কথিত হইতেছে। প্রথমতঃ বাঢ়া যথা ত্রয়োত্রিংশাধ্যায়ে;—রাসমণ্ডলে প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহারিণী সেই গোপীগণের বলয় নুপুর ও কিঙ্কিণী সমূহের শব্দ অতীব ভুমূল হইয়া উঠিল ॥ ১৭

তত্রীতিশুশুভে তাভিভ'গবান্ দেবকীসুতঃ ।

মধ্যে মণীনাং হৈমানাং মহানরকভো যথা ॥ ১৬ ॥

পাদন্যামৈভু'জবিধুতিভিঃ সন্মিতৈ-ব্রজ'বিলাসৈ-

ভ'জ্যাম্যৈশ্চলকুচপটৈঃ কুণ্ডলৈর্গুণ্ডলোদৈঃ ;

শ্ৰিত্যম্মুখ্যঃ কবররসনাগ্রহ্ময়ঃ কৃষ্ণবধো

গায়ন্ত্যস্তং তড়িতইব তা মেঘচক্রে বিরজুঃ ॥ ১৭ ॥

উচ্চৈর্জ'গুণ্ড'ত্যমানা রক্তকণ্ঠো রতিপ্রিয়াঃ

কৃষ্ণাভিমর্ষমুদিতা যদ'গীতেনেদমাবুতং ॥ ২০ ॥

স্বর্ণময় মণি সকলের মধ্যবর্তি ইন্দ্রনীলমণি যেমন অতিশয় শোভা পায়, সেইরূপ দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্ অর্থাৎ সর্বৈশ্বর্য ও সর্বশোভাসম্পন্ন হইলেও সেই রাসমণ্ডলে হেমগৌরী গোপাঙ্গনাগণের মধ্যমর্তী হইয়া তাঁহাদিগের দ্বারা অজিত্রয় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ১৮ ॥

পরন্তু সেই ব্রজ-স্রীগণের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণই যে কেবল শোভাশ্রিত হইলেন তাহা নহে, শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা গোপীগণও সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিলেন । সঙ্গীতের তালারূপারে পাদবিক্ষেপ বা নৃত্যভঙ্গী, কর সঞ্চালন, সহাস্র জ্বলিলাস, নৃত্যার্থ পরিবর্তনাদি কারণে স্বাভাবিক ক্ষীণ মধ্যভাগের আভুগতা, স্তনপটের অর্থাৎ স্ব স্ব উত্তরীয় বস্ত্রের বিচলন, এবং গুণ্ডশোভি চঞ্চল-কুণ্ডল দ্বারা কৃষ্ণবধু গোপীগণের বদনে স্বেদবিন্দু উদ্গীর্ণ হইল এবং কবরী ও রসনার গ্রহি শিথিল হইয়া পড়িল । তাঁহারা কৃষ্ণগুণগান করিতে করিতে মেঘচক্রে বিদ্যুতের স্থায় শোভা পাইতে লাগিলেন । নানামূর্তিতে গোপীদের দহিত বিরাজমান থাকায় শ্রীকৃষ্ণ মেঘচক্রবৎ শোভিত হইলেন । এস্থলে গোপীগণ বিদ্যুৎ, স্বেদবিন্দু—বৃষ্টিধারা এবং সঙ্গীত—মেঘ গর্জনের ন্যায় প্রতিভাত হইল ॥ ১৯ ॥

এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের সংস্পর্শে প্রমুদিতা, নানারাগরসিত-কণ্ঠা এবং শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক প্রীতিই বাহাদেবের প্রিয়, সেই সকল গোপাঙ্গনা নৃত্য করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে লাগিলেন ; তাঁহাদের সেই গানে জগদ্রুদ্ধাণ্ড পরিব্যাপ্ত হইল । অতাপি জগদ্বর্তীলোকে তাহাই গান করিতেছেন ॥ ২০ ॥

কাচিৎসমং মুকুন্দেন স্বরজাতীরমিঞ্জিতাঃ ।

উমিন্যে পূজিতা তেন প্রীয়তা সাধু সাধ্বিতি ॥ ২১ ॥

কস্তাশ্চিন্মাট্যবিক্ৰিপ্ত কুণ্ডলদ্বিমণ্ডিতং ।

গণ্ডং গণ্ডে সন্দধত্যাঃ প্রাদাত্তান্মূলচর্কিতং ॥ ২২ ॥

নৃত্যতী গায়তী কাচিৎ কৃষ্ণম্পুরমেখলা ।

পাৰ্শ্বস্থচ্যুতহস্তাজং শ্রাস্তাধাৎ স্তনয়োঃ শিবং ॥ ২৩ ॥

তত্র চ ।

তত্রৈকাংসগতং বাহুং কৃষ্ণাশ্রোৎপল সৌরভং ।

চন্দনালিপ্তমাশ্রায় হৃদরোমা চুচুস্ব হ ॥ ২৪ ॥

গোপো লক্ণ্যচ্যুতং কান্তং শ্রিয় একান্তবল্লভং ।

গৃহীতকণ্ঠ্য স্তদদোৰ্ভ্যাং গায়ন্ত্য স্তং বিজহিরে ॥ ২৫ ॥

সেই নৃত্যগীত দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ হর্ষভরে “সাধু! ভাধু!” বলিয়া গোপী-গণের সম্মাননা করিলে, কোন গোপী তাঁহার সঙ্গে বড়জাতি স্বরের আলাপ আরম্ভ করিলেন, কিন্তু সে স্বরালাপ শ্রীকৃষ্ণের স্বরালাপের সহিত মিশ্রিত হইল না, পরন্তু বৈলক্ষণ্যই বোধ হইল ॥ ২১ ॥

কোন গোপী নৃত্যবশতঃ চকলকুণ্ডলকান্তি মণ্ডিত খ্যৈ গণ্ড মাট্য-শ্রমব্যাধে শ্রীকৃষ্ণের গণ্ডে সন্ধান্ত করিলেন, অমনই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার মুখ প্র-মুখ, সম্মুখ করিয়া তাঁহার বদনে চর্কিত তান্মূল প্রদান করিলেন ॥ ২২ ॥

আবার নৃত্যগীত করিতে করিতে বাহার নুপুর ও মেখলা শব্দিত হইতেছিল, এমন কোন শ্রাস্তা গোপী স্বীয় পার্শ্বস্থিত শ্রীকৃষ্ণের বতঃস্পৃশ স্বরূপ কর-কমল হৃদয়-তাপ নিবৃত্তির উদ্দেশে আপনার স্তনোপরি স্থাপন করিলেন ॥ ২৩ ॥

তথায় অন্য এক গোপী আপনার স্বক্লেদেবশিত শ্রীকৃষ্ণের চন্দনলিপ্ত ও উৎপল পুষ্প সৌরভযুক্ত বাহু আভ্রাণ করিয়া প্রেমবৈবৰ্হে রোমাঞ্চিত হইয়া চুসন করিতে লাগিলেন ॥ ২৪ ॥

বাঁহার রূপগুণাদি বাহ্যদ্ব্যয় কখনও ব্যত্যয় হয় না, সেই কমলার একান্ত বল্লভ অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণকে অন্যান্য গোপীরা কাষনাস্পদ স্বরূপে প্রাপ্ত হওয়ার

কর্ণোৎপলালকবিটঙ্ককপোলঘর্ষ

বক্তৃত্ত্রিয়ো বলয়নুপুরঘোষবাতৈঃ ।

গোপ্যঃ সমং ভগবতা ননৃতুঃ স্বকেশ-

অস্ত্রস্রজো ভ্রমর গায়ক রাসগোষ্ঠ্যাং ॥ ২৬ ॥

তত্র চ ।

তদঙ্গসঙ্গপ্রমুদাকুলেন্দ্রিয়াঃ কেশান্ দুকূলং কুচপট্টিকান্বা ।

নাঙ্গঃ প্রতিব্যোঢ়মলং ব্রজস্ত্রিয়ো বিস্রস্তমালাভরণাঃ কুরুদ্বহ ॥ ২৭ ॥

তাসাং রতিবিহারেণ আন্তানং বদনানি সঃ ।

প্রায়ুজং করুণং প্রেম্না শস্ত্রমেনাদ্ধ পাণিনা ॥ ২৮ ॥

এবং সেই প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ বাহুগল দ্বারা তাঁহাদের কণ্ঠালিঙ্গন করায় তাঁহারা প্রেমানন্দভরে তদীয় গুণগান করিতে করিতে বিহার করিতে লাগিলেন ॥ ২৫ ॥

যে রাস-সভায় ভ্রমরগণই গায়ক হইয়াছিল, তথায় কর্ণোৎপল, অলকালঙ্কৃত কপোল ও শ্বেদবিন্দু-মণ্ডিত বদনশ্রী-বিশিষ্টা সেই গোপ-ললনারূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সহিত নৃত্য করিতে লাগিলেন । তাঁহাদের বলয়, নুপুর, ও কিল্লিণী বাদিতের স্রাব শব্দিত হইতে লাগিল এবং তাঁহাদের কেশপাশ হইতে কুমুম-মালা বিস্রস্ত হইয়া পড়ায়, বোধ হইল যেন, তালমান দর্শনে লম্বষ্টা হইয়াই কেশকলাপ শিরঃ কম্পিত করিয়া পদতলে পুষ্পরঞ্জিত করিতেছে ॥ ২৬ ॥

হে কুরুরাজ ! শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-সঙ্গে ব্রজসুন্দরীগণ এমনই আনন্দবিহ্বলা হইলেন যে, তাঁহাদের ইন্দ্রিয়সমূহ একবারে আকুল হইয়া উঠিল । তাঁহাদের পরিধেয় ক্রোমবস্ত্র, কুণ্ডল ও বক্ষোজাবরী উত্তরীয় শিথিল হইয়া পতিত হইলেও বথার্থরূপে পূর্ববৎ ধারণে সমর্থ হইলেন না । তাঁহাদের মালাভরণও বিস্রস্ত হইয়া পড়িয়া বাইতে লাগিল ॥ ২৭ ॥

অনন্তর সেই প্রেমসৌভাগ্যবতীগণ রতি-বিহারে অর্থাৎ বিবিধ বিদগ্ধ চেষ্টায় অভিযত পরিশ্রান্ত হইলে, করুণ-স্বভাব শ্রীকৃষ্ণ প্রেমভরে স্বীয় পরম স্নেহাশ্রয় কর-কমল দ্বারা তাঁহাদের বদন মার্জন করিয়া দিলেন ॥ ২৮ ॥

গোপাঃ স্ফুরৎপুরটকুণ্ডল কুন্তল ছিড়-  
 গণ্ডাশ্রয়া সুধিত-হাসনিরীক্ষণেন ।  
 যানং দধত্য স্ববতশ্চ জগুঃ কৃতানি  
 পুণ্যানি তৎকররুহস্পর্শপ্রমোদাঃ ॥ ২৯ ॥  
 ভাভিষুতঃ শ্রমমপোহিতুমঙ্গসঙ্গ-  
 স্মৃষ্টশ্রজঃ স কুচকুঙ্কমরঞ্জিতায়াঃ ।  
 গন্ধর্বপালিভিরনুদ্রুত আবিশদ্বাঃ  
 শ্রাস্তো গজীভিরভরাড়িব ভিন্ন সেতুঃ ॥ ৩০ ॥  
 মোহন্তস্থলং যুবতিভিঃ পরিষচ্যমানঃ  
 প্রেমোক্ষিতঃ প্রহসতীভিরিতস্ততোহঙ্গ ।  
 বৈমানিকৈঃ কুসুমবর্ষিভিরীড্যমানো  
 রেমে স্বয়ং স্বরতিরত্র গজেন্দ্রনীলঃ ॥ ৩১ ॥

আবার ষাঁহাদের গণ্ডস্থল উজ্জ্বল কনককুণ্ডল ও কুন্তল কাস্তিতে এক অপূর্ণ  
 শ্রীধারণ করিরাছিল, সেই গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের কর-নখর স্পর্শে অতিশয়  
 প্রমুদিত। হইয়া অমৃতনিষ্যান্দি হাস্য ও মনোহর অবলোকন দ্বারা পুরুষ-  
 শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের সমাদর করিলেন এবং রাসোৎসব সমাপ্তিসূচক মঙ্গলগীতি  
 স্বরূপেই যেন ওদীয় চাক কৰ্ম্মসমূহের গান করিতে লাগিলেন ॥ ২৯ ॥

অনন্তর সেতুভঙ্গ করিয়া পরিশ্রান্ত গজরাজ বেরূপ শ্রান্তি হরণার্থ  
 হস্তিনোগণসহ জলে প্রবেশ করে, সেইরূপ প্রেমময় মধুর নরলীলাবেশে  
 পরিশ্রান্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, লীলৌদ্ধত প্রকাশ করিয়া অর্থাৎ লোক ও  
 বেদ-মাদা অতিক্রম করিয়া পদ্মিনী নারীগণের অঙ্গসঙ্গে স্বভাবত পরমামোদ  
 প্রদান হয়, এই অভিপ্রায়ে অগ্রে গোপীদের অঙ্গ-সঙ্গ করিলেন, তাহাতে  
 তাঁহাদের ওত্র কুন্দ-কুঙ্কমমালা মর্দিতা ও গোপীদের কুচ-কুঙ্কমে রঞ্জিতা হইয়া  
 ওত্রের পদোত্তর বিহারে আসক্তি বশতঃ সেই গোপীগণসহ যমুনার জলে  
 প্রবেশ করে। সেই সময় গন্ধর্ব ভূলা অগায়ক ভ্রমরনিকর যেন  
 জল-তটায় গায়ন করিতে করিতে তাঁহার অঙ্গুগামী হইল ॥ ৩০ ॥

অদমধ্যে সেই পরম কোহুকা ব্রজ-যুবতীগণ হস্ত করিতে করিতে

ততশ্চ কৃষ্ণোপবনে জলস্থলপ্রস্নগদ্ধানিলজুর্দিকৃৎ তটে ।

চচার ভূঙ্গপ্রমদাগণারতো যথা মদচ্যুদ্বিরদঃ করেণুভিঃ ॥ ৩২ ॥

ততঃ কর্ণামৃতে । ২১ ।

স্তোক স্তোক নিরুদ্ধমান মৃদুল প্রাসন্দি মন্দস্মিতং

প্রেমোদ্ভেদ নিরর্গল প্রস্রমরপ্রব্যাক্তরোমোদগমং ।

শ্রোতু শ্রোত্র গনোহরং ব্রজবধূলীলামিথোজুল্লিতং

মিথ্যাধাপ মুপাস্মহে ভগবতঃ ক্রৌড়া-নিমীলদ্ধৃশঃ ॥ ৩৩ ॥

সকল দিক হইতেই শ্রীকৃষ্ণের উপর জলসেচন করিতে লাগিলেন। এই-রূপে তাঁহারা যে কেবল তাঁহার বহির্দর্শই সিক্ত করিলেন তাহা নহে, অপিত্ত প্রেমাবলোকন দ্বারা তাঁহার অন্তরও পরিসিক্ত করিলেন। ভগবান্ স্বয়ং আস্রা-রাম হইয়াও অথবা নিজজনগণের প্রতি অতিশয় অমুরাগ বশতঃ গল্লজের আয় পরমশক্তিময়ী লীলা প্রকাশ করিয়া সেই গোপীদিগের মধ্যে ক্রৌড়া করিতে লাগিলেন। তদর্শনে বিমানচারী দেবগণ হর্ষভরে কুসুমবর্ষণ ও স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৩১ ॥

অনন্তর মদমত্ত মাতঙ্গ বেক্রপ হস্তিনীগণ সহ ভ্রমণ করে, সেই শ্রীকৃষ্ণও ভ্রমর ও প্রমদাগণে পরিবৃত্ত হইয়া জলস্থলবর্তী পুষ্পগন্ধে সুরভিপবন-সেবিত দিকৃৎটবিশিষ্ট ত্রিযমূনার উপবনে পুষ্পাদি চয়ন ও নিকুঞ্জ মধ্যে শয়নাদি লীলার্থ ইত্যন্তভঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এখানে জল-ক্রৌড়ায় অঙ্গধৌত হওয়ার সহজ মধুর অঙ্গগন্ধ প্রকাশের কারণই ভ্রমরের সমাগম বুঝিতে হইবে ॥ ৩২ ॥

কেলিবিলাসান্তে কুঞ্জকুটীরের বাহিরে শ্রীরাধা সখীগণের সহিত পর-স্পর ক্রুরপ শ্রবণমনোহর লীলা-পরিহাস-বাক্যালাপ করেন, তাহা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নয়ন মূদ্রিত করিয়া কপটভাবে নিদ্রাবিষ্ট হইলেন। সখীগণের নর্যালাপ শ্রবণে আনন্দোদয় হেতু তাঁহার যে মুহমন্দ হাস্যকলা বিকশিত হইতেছে, তিনি অঙ্গে অঙ্গে তাহা নিরুদ্ধ করিতেছেন। আবার কখন বা তাঁহাদের সেই পরিহাসবাক্য শ্রবণে তাঁহার এমনই উদ্ধাম প্রেমোদগম হইতেছে যে, তিনি সে প্রেমবেগ বহুপূর্বকও প্রতিরোধ



অন্তঃ ।

নীচৈর্নাসেদথ চরণয়োঁপূরে মুকয়ন্তী  
 ধ্বজা ধ্বজা কনকবলয়ান্যুৎক্ষিপন্তী ভুজান্তে ।  
 মুদ্রামক্লেচ্ছচকিতং চকিতং শম্বদালোকয়ন্তী  
 স্মিত্বা স্মিত্বা হরতি মুরলীমক্কতো মাধবস্য ॥ ৩৪ ॥

কর্ণায়ুতে । ২০ ।

কর্ণকণিত কঙ্কণং করনিবদ্ধ পীতাম্বরং  
 ক্রমপ্রসৃত কুন্তলং গলিত বর্হভূষং বিভোঃ ।  
 বপুঃ প্রকৃতি চাপলং প্রণয়িনী ভূজযন্ত্রিতং \*  
 মম স্ফুরতু মানসে মদনকেলি-শয্যোথিতং ॥ ৩৫ ॥

করিতে পারিতেছেন না। তাহা প্রসারিত হইয়া তাঁহার প্রতিঅঙ্গে পুলক প্রকাশ করিতেছে। আমি লেই কণটনিভাগত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে সর্বদা দর্শন করি, ইহাই আমার অভিলাষ ॥ ৩৩ ॥

আবার অন্তঃ কথিত হইয়াছে ;—অতঃপর শ্রীরাধা স্বীয় শব্দায়মান নুপুরকে চরণের নীচে ন্যস্ত পূর্বক নিঃশব্দ করিয়া, কনকবলয় সমূহকে ধরিয়া ধরিয়া ভুজপ্রান্তে উৎক্ষিপ্ত করিয়া, হর্ষ-চকিত নয়নে পুনঃ-পুন আলোকন করিতে করিতে ও মুহূর্ত্ত করিতে করিতে শ্রীরাধার অঙ্গ হইতে মুরলী হরণ করিলেন ॥ ৩৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কন্দর্প-কেলি-শয্যা হইতে উত্থিত হইবামাত্র শ্রীরাধা মধুর শব্দায়মান কঙ্কণ-শোভিত করপল্লবধারা প্রতিনিবৃত্ত মানসে তাঁহার পীতবসন আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। কেলি-ক্রমে উভয়েই কেশপাশ আলোলিত, চূড়ার মধুরপুচ্ছ ও বেনীর রত্নগুচ্ছ উভয়েই স্থলিত। উভয়েই স্বভাবত চঞ্চল । শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় প্রণয়িনীর ভূজযুগল লইয়া স্বীয় কণ্ঠে ধারণ করিলেন,— শ্রীরাধাও বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া প্রিয়ভয়ের কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া শয্যার উপবেশন করিলেন। এইরূপ শ্রীরাধাকৃষ্ণের কেলি-শয্যোথান শোভা আমার হৃদয়ে স্ফুরিত হউক ॥ ৩৫ ॥

\* প্রণয়িনী শতাপোকিতযন্ত্রিত্যপি প্যাঠঃ ।

ততোহন্যত্র ।

জগদ্বিলক্ষণেক্ষণে ক্ষণে ক্ষণে মদীয়কং ।

কদম্বকোরিকম্বয়ং ন গোপগোপিতং কুরু ॥ ৩৬ ॥

ইদং নিগদ্য রাধিকাং পয়োধরাধরং ধরন্ ।

কলিন্দনন্দিনীতটে নন্দনন্দনন্দনঃ ॥ ৩৬ ॥

অত্রান্তরে, বিহঙ্গমললে ।

ঘোষঘোষিদমুগীত বৈভবং কোমলক্ষুরিত বেণুনিঃস্বনং ।

সারভূত ভক্তিরামসংপদাং ধাম তামরসলোচনং ভজে ॥ ৩৮ ॥

ভক্ত চ ।

শ্রামলং বিপিনকেলিলম্পটং কোমলং কমলপত্রলোচনং ।

দোহদং ব্রজবিলাসিনীদৃশাং শীতলং মনসি জুস্ততাং মহঃ ॥ ৩৯ ॥

কর্ণাসুতে । ৩।

চাতুৰ্য্যৈকনিদানসীমা চপলাপাঙ্গচ্ছটামম্বরং

লাবণ্যামৃত বীচি লোলিতদৃশং লক্ষ্মীকটাকাদৃতাং ।\*

“হে জগদ্বিচিত্রেক্ষণে! আমার কদম্ব-কোরিকম্বয়কে আর ক্ষণে ক্ষণে গোপন করিতে হইবে না।” এই বলিয়া যমুনাতে শ্রীনন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার পয়োধর ও অধরধারণ করিয়া হর্ষপ্রকাশ করিতে লাগিলেন ॥৩৬-৩৭

পুনশ্চ বিহঙ্গমললে উক্ত হইয়াছে ;—গোপাঙ্গনাগণ বাহার গুণাদি বৈভবের সর্বদা কীৰ্ত্তন করিয়া থাকেন, যিনি বেণুতে কোমল মধুরধ্বনি করেন, সেই সারভূত সুন্দর ঐশ্বর্য্যের ধাম স্বরূপ কমললোচন শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করি ॥ ৩৮ ॥

সেই ব্রজবিলাসিনীগণের নয়নোৎসব স্বরূপ ও একান্ত বাঞ্ছিত শ্রীকৃষ্ণাবন কেলি-লম্পট কোমল স্বভাব এবং কমলায়ত-লোচন স্নিগ্ধ শ্রামসুন্দর রূপ আশ্রমের মানস-পটে আবির্ভূত হউন ॥ ৩৯ ॥

যিনি বৈদ্যক্যের একমাত্র নিদান ও অবধি হইয়াও শ্রীরাধার চকল অপাঙ্গ ছটায় প্রেমবৈবশ্র হেড়ু শুক্লাব প্রাপ্ত হইয়াছেন অথবা রাঙ্গ

\* “যেদশায় কলেবরঃ” বা “বালং নীলমমীবরং” ইতি পাটাস্তরম্ ।

কালিন্দীপুলিনাঙ্গণ প্রণয়িনং কাণাবতারাকুরং

বালং নীলমণিং বয়ং মধুরিম স্বারাজ্যমারাম্ভুং ॥ ৪০ ॥

ভক্ত চ। ২।

অস্তি স্বস্তরুণী করাগ্রবিগলং কল্পপ্রসূনাঙ্গুতং

বস্ত্রপ্রস্তুত বেণুনাদ লহরীনির্ব্বাণ নির্ব্ব্যাকুলং ।

অস্তু অস্তু নিবন্ধনোবিবিলমদগোপী সহস্রাবৃতং

হস্তন্যস্ত লভাপবর্গ মখিলোদারং কিশোরাকৃতিঃ ॥ ৪১ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণবিলাসে রাসবিহার বর্ণনং

নাম চতুর্থঃ প্রবন্ধঃ ॥ ৪ ॥

নেত্রান্তঃভঙ্গী দ্বারা সজ্জিত জ্ঞাপনের মুখ্য কারণাবধি রূপ চঞ্চল অপাঙ্গ-  
ছটায় যিনি শ্রীরাধাকে স্তম্ভিতা করিতেছেন, শতকোটি গোপাঙ্গনার মধ্যে  
শ্রীরাধার লাবণ্যামৃত তরঙ্গের প্রতিই যাহার তৃষিত দৃষ্টি, যিনি বেণুধ্বনি  
শ্রবণে আকৃষ্টা, লক্ষ্মীগণের কটাক্ষ দ্বারা সমাদৃত, অথবা ব্রজলক্ষ্মী গোপা-  
ঙ্গনাগণ কিম্বা সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী শ্রীরাধার কটাক্ষেই যাহার সম্বন্ধি আদম,  
এবং অনন্তকোটি বৈকুণ্ঠ মধ্যে প্রাকৃতপ্রাকৃত যত কন্দর্পেরগণ আছেন,  
যিনি তাঁহাদের প্রাকটোর অকুরস্বরূপ, স্মৃতরাং বৃন্দাবনে এক অভিনব  
কন্দর্প; অতএব যিনি মহামাধুর্য্যের আলয়স্বরূপ, আমরা সেই কালিন্দী-  
পুলিনাঙ্গণচারী ইন্দ্রনীলমণিবৎ শ্রাম-কিশোরকে আরাধনা করি ॥ ৪০ ॥

যিনি রাসে ব্রজকিশোরীগণকে আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত মধুর বেণুনাদ  
তরঙ্গে ত্রিলোক তরঙ্গায়িত করিয়াছিলেন, যাহার সেই স্বর-গ্রাম মুচ্ছাদি  
সম্ব্যিত বেণুগান শ্রবণে সকলেই এক অপূর্ব্ব পরমানন্দে মগ্ন হইয়া নিশ্চল  
ভাব ধারণ করিয়াছিলেন, সায়ংকালে দেবান্ধনাগণ পুষ্পচয়ন করিতেছিলেন,  
এমন সময় বেণুনাদ মাধুর্য্য তাঁহাদের শ্রবণ-পথে প্রবেশ করায়, তাঁহারা  
ধৈর্য্যহারা হইয়া কম্পিতা হইতে লাগিলেন, তাঁহাদের কর-কমল হইতে  
বিগলিত কল্পবৃক্ষের কুহুম স্তবকে যিনি পরিপ্লুত হইলেন, এবং বেণুনাদ  
শ্রবণে যে সকল গোপাঙ্গনার নীবি পুনঃ পুনঃ খসিয়া পড়িতে লাগিল,  
সেই প্রবল অমুরাগবতী বিলাসিনী গোপী সহস্র দ্বারা যিনি পরিবেষ্টিত,  
যিনি প্রণতজনে নিজ হস্তাবলম্বন দিয়া উত্তমা গতি বা প্রেমভক্তি প্রদান  
করেন, সেই অখিলোদার কিশোরাকৃতি মনোহর বস্তুই শ্রীবৃন্দাবনে নিত্য  
বিরাজিত ॥ ৪১ ॥

ইতি চতুর্থ প্রবন্ধাঙ্গবাদ সমাপ্ত ।

## পঞ্চমঃ প্রবন্ধঃ ।

অথ রহস্যাদিকং কথ্যতে ।

তালফলাশন-রহস্যং ।

শ্রীভাগবতে । ১৫ অঃ ।

শ্রীদামানাম গোপালো রামকেশবয়োঃ সখা ।

সুবলস্তোককৃষাদ্যা গোপাঃ প্রেমোদমক্রবন্ ॥ ১ ॥

রামরাম মহাসত্ত্ব কৃষ্ণ দুষ্কনিবর্হণ

ইতোহবিদূরে স্মমহদ্বনং তালালি-সকুলং ॥ ২ ॥

ফলানি তত্র ভূরীণি পতন্তি পতিতানি চ ।

বিদ্যন্তেহভুক্তপূর্ব্বাণি ফলানি সুরভীনি চ ॥ ৩ ॥

এষ বৈ সুরভির্গন্ধোহবিষ্কীর্ণোহবগৃহ্যতে ।

প্রযচ্ছ তানি নঃ কৃষ্ণ গন্ধলোভিত চেতসাং ॥ ৪ ॥

অনুবাদ ।

অনন্তর রহস্যাদি কথিত হইতেছে । প্রথম, তালফলভক্ষণ রহস্য ।—  
রামকৃষ্ণের সখা শ্রীদামনামক গোপাল এবং সুবল স্তোককৃষাদি গোপবালক-  
গণ কেবল তালফললোভে নহে, পরন্তু, প্রেমস্বভাবে প্রিয়জনের প্রতি  
বলিতে লাগিলেন ;—“হে রাম ! হে মহাবল ! হে কৃষ্ণ ! হে দুষ্কনিবর্হণ !  
মথুরার পশ্চিমভাগে এবং এই গিরিগোবর্দ্ধনের অনতিদূরে ধেমুকাসুর-বিক্ষিত  
তালভক্ষ-সমাকীর্ণ এক স্মমহৎ বন আছে । তথায় ভূরি ভূরি তালফল  
পতিত হইতেছে, এবং পতিত রহিয়াছে । কিন্তু অম্মার ভয়ে সেই সুরভি  
ফল সমূহ কেহ কখন ভোজন করিতে পারে না । সুতরাং তথায় রাশি  
রাশি ফল রহিয়াছে ॥ ১—৩ ॥

সেই সকল সুরভি তালফলের গন্ধ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ায়, আমরাও  
তাহার আশ্রয় পাইতেছি । হে কৃষ্ণ ! এই পকতালের সৌগন্ধে আমাদের

বাঞ্ছাস্তি মহতী রাম গম্যতাং যদি রোচতে ।

এবং সুহৃদচঃ শ্রদ্ধা সুহৃৎপ্রিয়চিকীর্ষয়া ॥ ৫ ॥

প্রহস্তু জগ্মতু গোপৈবু'তো তালবনং প্রভু ।

বলঃ প্রবিষ্ট বাহুভ্যাং তালান্ সংপরিকম্পয়ন্ ॥

ফলানি পাতয়ামাস মত্তদ্বীপ ইবোজসা ॥ ৬ ॥

তত্র চ ।

অথ তালফলান্যাদন্ মনুষ্যা গতসাধবসাঃ ।

তৃণঞ্চ পশবশ্চৈরু ইতধেনুক-কাননে ॥ ৭ ॥

কৃষ্ণঃ কমলপত্রাঙ্কঃ পুণ্যশ্রবণকীৰ্ত্তনঃ ।

স্তূয়মানোহনুগৈর্গোপৈঃ সাগ্রজোব্রজমাশিশং ॥ ৮ ॥

তং গোরজচ্ছুরিতকুন্তল বদ্ধবর্হ-

বন্যপ্রসূন রুচিরেক্ষণ চারুহাসং ।

চিত্ত প্রলোভিত হইয়াছে, উহা আমাদিগকে প্রদান কর। হে রাম! ঐ সকল তালফলভোজনে আমাদের বহুদিন হইতে সমধিক অভিলাষ আছে; যদি অভিমত হয়, তথায় চল।” সুহৃদগণের এই কথা শুনিয়া তাঁহাদের প্রিয়কার্যসাধনের নিমিত্ত রাম ও কৃষ্ণপ্রভৃদ্বয় হাস্য করিতে করিতে সেই গোপবালকগণে পরিবৃত্ত হইয়া তালবনের দিকে অগ্রসর হইলেন। পরে বলদেব সেই তালবনে প্রবেশ পূর্বক মদমত্ত গজরাজের ভ্রায় মহাবলে বাহুযুগল দ্বারা তালবৃক্ষসমূহকে পরিকম্পিত করিয়া ফল সকলকে গাভিতে করিতে লাগিলেন ॥ ৫—৬ ॥

অনন্তর বলদেব কর্তৃক সেই ধেনুকাসুর নিহত হইলে, সকল মনুষ্যই নির্ভয়-চিত্তে তথায় তালফল সমূহ ভক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং ধেনু সকলও হৃষ্টচিত্তে সেই কাননে তৃণ ভোজন করিতে লাগিল। তৎপরে পুণ্যশ্রবণকীৰ্ত্তন কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ অনুচর গোপবালকগণ কর্তৃক স্তুত হইয়া অগ্রজ বলরামের সহিত ব্রজপুরীতে প্রবেশ করিলেন ॥ ৭—৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণের পুরীপ্রবেশ সংবাদ পাইবামাত্র গোপীগণ সকলেই মিলিতা

বেণুং কণন্তমনুগৈরনুগীতকীৰ্ত্তিঃ

গোপ্যো দিদৃক্ষিত দৃশোহভ্যগমন্ সমেতাঃ ॥ ৯ ॥

অথ ভোজন-রহস্যং ।

শ্রীগোপা উচুঃ । ২৩ অঃ ।

রাম রাম মহাবাহো কৃষ্ণ দুৰ্ঘনিবহণ ।

এষা বৈ বাধতে ক্ষুন্নস্তৃচ্ছান্তিঃ কৰ্ত্তু মৰ্থথঃ ॥ ১০ ॥

ইতি বিজ্ঞাপিতো গোপৈর্ভগবান্ দেবকীমুতঃ ।

ভক্তায়া বিপ্রভার্য্যায়াঃ প্রমীদম্নিদগব্রবীৎ ।

প্রয়াত দেবযজ্ঞনং ব্রাহ্মণা ব্রহ্মবাদিনঃ ।

মত্ৰমাস্মিন্নসং নাগ হাসতে স্বর্গকাম্যয়া ॥ ১১ ॥

তত্র গর্হোদনং গোপা যাচতাস্মদ্বিসর্জিতাঃ ।

কীৰ্ত্তয়ন্তো ভগবত আৰ্য্যম্য মম চাভিধাং ॥

হইয়া শ্রীকৃষ্ণ দর্শনের নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত নয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । দেখিলেন—গাতীগণের খুরোদ্ধৃত ধূলিজালে শ্রীকৃষ্ণের কেশপাশ ধূসরিত হইয়াছে, এবং সেই কেশপাশের উপরেই ময়ূরপুচ্ছ ও বন্যকুসুমমালা আবদ্ধ রহিয়াছে ; তাঁহার দৃষ্টি রুচির, হাসিও মনোহর, তিনি বেণুধ্বনি করিতেছেন এবং তাঁহার অনুচর গোপবালকগণ তাঁহার কীর্ত্তিগাথা গান করিতেছে ॥ ৯ ॥

ভোজন-রহস্য ।

অনন্তর ভোজনরহস্য কথিত হইতেছে । গোপবালকেরা বলিলেন—  
“হে রাম ! হে মহাবাহো ! হে কৃষ্ণ ! হে দুৰ্ঘদমন ! আমরা ক্ষুধার জ্বালায় অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছি । তোমরা উভয়েই মহাবল অরিনাশের যোগ্য, সুতরাং আমাদের এই ক্ষুধারূপ অরি নাশ করা তোমাদের একান্ত আবশ্যক ॥ ১০ ॥

গোপবালকেরা এই কথা বিজ্ঞাপিত করিলে, ভগবান্ দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ চিরভক্তিমতী বিপ্রপত্নীগণকে অনুগ্রহ করিবার অভিপ্রায়ে সেই

ইত্যাদিক্টা ভগবতা গত্বা যাচন্ত তে তথা ।

কৃতাজ্জলিপুটী বিপ্রান্ দণ্ডবৎ পতিতা ভূবি ॥

হে ভূমিদেবাঃ শৃণুত কৃষ্ণস্যাদেশকারিণঃ ।

প্রাপ্তান্ জানীত ভদ্রং বো গোপান্নো রামচোদিতান্ ॥১২

গাশ্চারণস্তাববিদূর ওদনং

রামাচ্যুতৌ বো লম্বতো বুভুক্ষিতৌ ।

তয়োর্দ্বিজা ওদনমর্থিনোর্যদি

শ্রদ্ধাচ বো যচ্ছত ধর্মবিত্তগাঃ ॥ ১৩ ॥

গোপবালকগণের প্রতি কহিলেন,—“যথায় ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণগণ স্বর্গকামনা করিয়া আদ্বিগস নামক যজ্ঞ করিতেছেন, তোমরা সেই দেবার্চনস্থানে গমন কর। আমরা উভয়েই যখন পাঠাইতেছি, তখন তোমাদের লজ্জা কি ? তোমরা সেখানে গিয়া অন্ন চাহিয়া আন। এরূপ যদি আশঙ্কা কর, আমরা বৈগুজাতি, আমরাদিগকে তাহারা অন্নদান করিবেন কেন ? ইহাই যদি ঘটে, তাহা হইলে আমাদের নাম করিও, অর্থাৎ ভগবান্ আর্ঘ্য বলরাম এবং আসার নাম করিও। কারণ, আমরা ক্ষত্রিয় জাতি, তোমাদের অপেক্ষা আর্ঘ্য, এই ভাবিয়া কিঞ্চিৎ দান করিলেও ভাল।” ১১ ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ আদেশ করিলে, গোপবালকগণ যজ্ঞস্থানে গমন করিলেন এবং ভূতলে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া কৃতাজ্জলিপুটে প্রার্থনা করিলেন—“হে ভূদেবগণ ! শ্রবণ করুন। আমরা শ্রীকৃষ্ণের আদেশেই আপনাদের নিকট আসিলাম। আপনাদের যঙ্গল হউক, আমরাদিগকে বলদেবেরই প্রেরিত গোপাল বলিয়া জানিবেন ॥ ১২ ॥

এই স্থানের অনতিদূরেই রামকৃষ্ণ উভয়েই গোচারণ করিতেছেন। তাঁহারা ক্ষুব্ধ হইয়া আপনাদের অন্ন অভিলাষ করিতেছেন। যদি বলেন, তাঁহারা ই যখন ক্ষুব্ধ, তখন তোমরা আসিলে কেন ? তদন্তর এই—তাঁহারা গোচারণ ত্যাগ করিয়া আসিতে পারেন না, কারণ, তাঁহারা ব্যতীত অন্য কাহারও দ্বারা গোধন রক্ষা হয় না। তাঁহারা কেবল আপনাদের অন্নই যোগ্য করেন,—সুতরাং, আপনারা এই সত্ত্ব পরিভ্রাণ করিয়া তাঁহাদের

ইতি তে ভগবদ্যাক্রাং শৃণুস্তোহপি ন শুশ্রুবুঃ ।  
 ক্ষুদ্রাশা ভূরিকর্মাণো বালিশা বুদ্ধিমানিনঃ ॥ ১৪ ॥  
 দেশঃ কালঃ পৃথগ্দ্বেব্যং মন্ততন্ত্রির্জিহ্ময়ঃ ।  
 দেবতা যজমানশ্চ ক্রতুর্কর্মাশ্চ যন্ময়ঃ ॥ ১৫ ॥  
 তং ব্রহ্ম পরমং সাক্ষাস্তগবন্তমধোক্জং ।  
 মনুষ্যদৃষ্টো দুস্ত্রজ্ঞা মর্ত্যাত্মানো ন মেনিরে ॥ ১৬ ॥  
 ন তে যদোমিতি প্রোচুর্ন নেতি চ পরন্তপ ।  
 গোপা নিরাশাঃ প্রত্যোত্য তথোচুঃ কৃষ্ণরাময়োঃ ॥ ১৭ ॥  
 তদুপাকর্ষ্য ভগবান্ প্রহস্য জগদীশ্বরঃ ।  
 ব্যাজহার পুনর্গোপান্ দর্শয়ন্ লৌকিকীং গতিং ॥ ১৮ ॥

নিকট অন্ন লইয়া যাইতে পারিবেন, এরূপ বোধ হয় না। অতএব হে  
 ধর্ম্মজ্ঞপ্রবর দ্বিজবৃন্দ ! যদি সেই অনার্থীদের প্রতি আপনাদের শ্রদ্ধা থাকে,  
 তবে, আমাদিগকেই তাঁহাদের প্রার্থিত অন্ন প্রদান করুন ॥ ১৩ ॥

সেই ক্ষুদ্রাশয় স্বর্গকামী, ক্রেশবচলকর্মনিরত, অন্নবুদ্ধি অথচ জানবুদ্ধমন্ত  
 ব্রাহ্মণগণ এই প্রকার ভগবানের যাচঞা শুনিয়াও শুনিল না। দেশ, কাল,  
 চরু পুরোডাশাদি পৃথক্ পৃথক্ দ্রব্য, মন্ত প্রয়োগ, ঋত্বিক, অগ্নি, দেবতা,  
 যজমান, যজ্ঞ ও অপূর্ব যাহার বিভূতি স্বরূপ, সেই সাক্ষাৎ পরমব্রহ্ম ভগবান্  
 অধোক্জ ইন্দ্రిয়ের অগোচর হইলেও রূপা পূর্বক প্রত্যক্ষীভূত ; তাঁহাকে  
 “ইনি মানুষ্য” এইরূপ সামান্য মন্ত্য দৃষ্টি করিয়া এবং “আমরা ব্রাহ্মণ,  
 আমরাই মহান্” এইরূপ দেহাভিমানে বিচার-বুদ্ধি-শূন্য হইয়া, সেই  
 ব্রাহ্মণগণ তাঁহার সমাদর করিলেন না। এমন কি, গোপবালকদের কথা  
 শুনিয়া, তাঁহারা “ব্রাহ্মণভোজনের পর অন্ন দিব” কিম্বা “তোমরা গোপাল,  
 তৎপূর্বে তোমাদিগকে দিতে পারিব না”—এইরূপ হাঁ কি না, কোন কথাই  
 বলিলেন না। গোপালগণ নিরাশ হইয়া প্রত্যাগমন করিলেন এবং রামকৃষ্ণের  
 নিকট সকল কথা বিবৃত করিলেন ॥ ১৪—১৭ ॥

তৎপ্রবণে ভগবান্ জগদীশ্বর উচ্চ হাস্য করিলেন, পরে লৌকিকী গতি



মাং জ্ঞাপয়ত পত্নীভ্যঃ সমক্কৰ্ষণ মাগতং ।  
 দাস্যন্তি কামগন্নং বঃ স্নিহ্বাঃ ময্যযিতা ধিয়া ।  
 গত্বা তু পত্নীশালায়াং দৃষ্টাসীনাঃ স্বলঙ্কৃতাঃ ।  
 নত্বা দ্বিজসতীর্গোপাঃ প্রজ্জিতা ইদমব্রুবন্ ॥ ১৯ ॥  
 নমো বো বিপ্রপত্নীভ্যো নিবোধত বচাংসি নঃ ।  
 ইতো বিদূরে চরতা কৃষেৎনেহেষিতা বয়ং ॥ ২০ ॥  
 গা শ্চারণন্ স গোপালৈঃ সরামো দূরমাগতঃ ।  
 বৃভুক্তিতস্য তস্যান্নং সান্নুগস্য প্রদীয়তাং ॥ ২১ ॥

প্রদর্শন করিয়া অর্থাৎ কার্যার্থী ব্যক্তির ক্ষুদ্র হওয়া উচিত নয়, যাহারা আমার ভক্ত নয়, তাহাদের নিকট এইরূপ যাচঞা করিলেই বাচককে হতাশ হইতে হয়,” এইরূপ লোকস্থিতি বুঝাইয়া দিয়া গোপবালকদিগকে পুনরায় কহিলেন—“আমার ভক্তগণই পরমোত্তম, অতএব এবার তোমরা সেই ব্রাহ্মণগণের পত্নীদিগকে বল, বলরামের সহিত শ্রীকৃষ্ণ এখানে আসিয়াছেন—অন্ন চাহিতে হইবে না, কেবল আগমন সংবাদ জ্ঞাপন করিলেই তোমাদিগকে প্রচুর অন্নপ্রদান করিবে। আমার প্রতি তাহাদের এমনই গাঢ় স্নেহ—এবং আমাতে তাহাদের চিন্তা এমনই সন্নিবিষ্ট যে, কেবল দেহ দ্বারাই তাহারা গতিগ্রহে বাস করে। স্মরণ্য পতিগণ নিষেধ করিলেও তাহারা নিষেধ মানিবে না।” শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া গোপালগণ পত্নীশালায় গমন করিলেন, দেখিলেন, দ্বিজসতীগণ উত্তম অলঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া তথায় পরস্পর ভগবৎ-কথাবোধে নিশ্চলভাবে অবস্থান করিতেছেন। অনন্তর গোপালগণ তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া বিনীতভাবে এইরূপ বলিতে লাগিলেন ॥ ১৮—১৯ ॥

“হে বিপ্রপত্নীগণ! আপনাদিগকে প্রণাম করি, আমাদের কথা শুনুন! এখান হইতে অদূরে শ্রীকৃষ্ণ বিচরণ করিতেছেন, তিনিই আমাদের পাঠাইয়া দিলেন। তিনি বলরাম ও গোপালগণের সহিত গোচারণ করিতে করিতে দূরে আসিয়া পড়িয়াছেন, অস্থচরণের সহিত তাঁহার অত্যন্ত ক্ষুধা উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহাদের নিমিত্ত সরস মিষ্টান্নাদি প্রদান করুন ॥ ২০—২১ ॥

শ্রীহৃদ্যাত মুপায়াতং নিত্যং তদর্শনোৎসুকাঃ ।

তৎকথাক্ষিপ্তমনসো বভূবুর্জাতসম্ভ্রমাঃ ॥ ২২ ॥

চতুর্বিধং বহুগুণমন্নমাদায় ভাজনৈঃ ।

অভিসম্ভ্রঃ প্রিয়ং সর্ব্বাঃ সমুদ্ভ্রমিব নিম্নগাঃ ।

নিষিধ্যমানাঃ পতিভিঃ পিতৃভিজ্ঞাতৃবন্ধুভিঃ ।

ভগবতুত্তমশ্লোকে দীর্ঘশ্রুত ধৃত্যশয়াঃ ॥ ২৩ ॥

যমুনোপবনেহশোকনবপল্লবমণ্ডিতে ।

বিচরন্তঃ বৃতং গোপৈর্দৃশুঃ সাগ্রজং স্ত্রিয়ঃ ॥ ২৪ ॥

শ্যামং হিরণ্যপরিধিং বনগাল্যবর্হ-

ধাতু প্রবাল নটবেশ মনুরতাংসে ।

বিন্যস্ত হস্তমিতরেণ ধুনানমজ্জং

কর্ণোৎপলালক কপোল মুখাজ্জহাসং ॥ ২৫ ॥

হাঁহারা। শ্রীকৃষ্ণদর্শনে সর্ব্বদাই উৎসুকা,—কৃষ্ণ-কথাতেই হাঁহাদের  
চিত্ত আকৃষ্ট, তাঁহারা “শ্রীকৃষ্ণ অতি নিকটে আসিয়াছেন” শুনিয়া  
অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তৎক্ষণাৎ বহুগুণযুক্ত চর্ক-চূষ-লেহ-পেষ  
চতুর্বিধ ভোজ্যদ্রব্য বিবিধ ভোজন-পাত্রে গ্রহণ করিয়া, নদী সকল  
যেমন সমুদ্রের দিকে সবেগে ধাবিত হয়, সেইরূপ তাঁহারা সকলেই প্রিয়  
শ্রীকৃষ্ণের অভিমুখে গমন করিলেন। তাঁহাদের পতি, পিতা, ভ্রাতা এবং  
বন্ধুগণ পুনঃপুনঃ নিবারণ করিলেও তাঁহারা কোন বাধাই মানিলেন না।  
কারণ, বহুকাল অবধি উত্তমশ্লোক ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গুণগাথা শুনিয়া  
তাঁহারা তাহাতে স্বস্তি চিত্ত সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন ॥ ২২—২৩ ॥

অনন্তর সেই বজ্রপত্নীগণ সমীপে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন—যমুনা-  
তটে নবপল্লবমণ্ডিত অশোক কাননে শ্রীকৃষ্ণ অগ্রজ বলরাঘের সহিত  
গোপগণে পরিবৃত্ত হইয়া বিচরণ করিতেছেন ॥ ২৪ ॥

তাঁহার শরীর শ্রামবর্ণ, পরিধানে সুবর্ণরসরঞ্জিত কুঞ্চিত বসন, গলে বস্ত্র  
বিবিধ পুষ্পরচিত মালা, শিরে ময়ূরপাখা এবং গৈরিক ধাতু ও প্রবাল-ভূষণে

প্রায়ঃ শ্রুতঃ প্রিয়তমোদয়কর্ণপূরৈ

যস্মিন্ নিমগ্নমনসস্তমথাক্ষিরকৈঃ।

অন্তঃ প্রবেশ্য হৃদিরং পরিরভ্য তাপং

প্রাজ্ঞং যথাভিমতয়ো বিজহ্নরেন্দ্রে ॥ ২৬ ॥

তা স্তথা তন্ত্যসর্ব্বাশাঃ প্রাপ্তা অভ্যদিদৃক্ষয়া।

বিজয়াখিল দৃগ্জ্জক্টা প্রাহ প্রহসিতাননঃ ॥ ২৭ ॥

স্বর্গিতং বো মহাভাগা আশ্রুতাং করবাম কিং।

যন্মো দিদৃক্ষয়া প্রাপ্তা উপপন্নমিদং হি বঃ ॥ ২৮ ॥

তাহার নটোচিত সুন্দর বেশ। তিনি নিরন্তর পার্শ্ববর্তী প্রিয় সখার স্কন্ধে বামহস্ত লুপ্ত করিয়া দক্ষিণহস্তে লীলাকমল ঘূণিত করিতেছেন। আরও, তাহার কর্ণদ্বয়ে উৎপল, কপোলে অলকা এবং বদনকমলে মধুর হাস্য শোভা পাইতেছে ॥ ২৫ ॥

বহুবার যে প্রিয়তমের উৎকর্ষ শ্রবণে যজ্ঞপত্নীগণ আপনাদের শ্রবণেন্দ্রিয়কে কৃতার্থীভূত করিয়া এককাল তাহাতেই চিত্ত নিমগ্ন করিয়াছিলেন, সম্প্রতি তাহারা নেত্রদ্বারে সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে অন্তঃকরণকমলতলে প্রবেশ করাইয়া স্বচ্ছন্দে দৃঢ় আলিঙ্গন করিলেন এবং অহংবৃত্ত যোগিগণ যেরূপ সুসুপ্তির সাক্ষী স্বরূপ প্রাজ্ঞ অর্থাৎ চৈতন্যকে আলিঙ্গন করিয়া সর্ব্বতাপ পরিত্যাগ করেন অথবা ভক্তনোমুখ ব্যক্তিগণ যেরূপ প্রাজ্ঞ অর্থাৎ পরম ভগবত্বজনকে দর্শনালিঙ্গন করিয়া সর্ব্বসন্তাপ বিনাশ করিয়া থাকেন, সেইরূপ তাহারাও তদঙ্গস্পর্শাভাবজনিত ক্লেশের শাস্তি করিলেন ॥ ২৬ ॥

যিনি অখিলদ্রষ্টা ও সর্ব্ববুদ্ধিসাক্ষী, সেই সর্ব্বান্তর্য্যামী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, যদিও এই সকল অবলা আপনাই দর্শন অভিলাষে অখিল কামনা পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন, ইহা অবগত হইলেন, তথাপি হাস্য করিতে কান্দে তাহাদের প্রতি এই কথা বলিতে লাগিলেন ॥ ২৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকেও রাসাভিসারিণী গোপীদের মায় মহাগ্রেমবতী, দর্শন করিয়া তদুচিতভাবে কহিলেন—“হে ভাগ্যবতীগণ! তোমাদের আশ্রয় কুশল? আমাকে কি করিতে হইবে আদেশ কর। যদিও তোমাদের

মধুন্ধা ময়ি কুর্বন্তি কুশলাঃ স্বার্থদর্শিনঃ ।  
 অহৈতুক্যব্যবহিতাং ভক্তিমাঅপ্রিয়ে যথা ॥ ২৯ ॥  
 প্রাণবুদ্ধিমনঃস্বাত্ম দারাপত্য ধনাদয়ঃ ।  
 যৎ সম্পর্কাৎ প্রিয়া আসংসৃতঃ কোন্সু পরঃপ্রিয়ঃ ॥ ৩০ ॥  
 তদঘাত দেবযজনং পতয়ো বো দ্বিজাতয়ঃ ।  
 স্বসত্ত্বং পারয়িষ্যন্তি যুগ্মাভি গৃহগেধিনঃ ॥ ৩১ ॥

পর্য উচুঃ ।

মৈবং বিভোহীতি ভবান্ গদিতুং নৃশংসং  
 সত্যং কুরুষ্ব নিগমং তব পাদমূলং ।

সাধনে আমার তাদৃশ সামর্থ্য নাই, তথাপি করিব। তোমরা কোন প্রতিবন্ধক না মানিয়া, আমাদের দর্শনাভিলাষে উপনীত হইয়াছ, ইহা তোমাদের উচিত বটে, অতএব ক্ষণকাল এখানে বিশ্রাম কর ॥ ২৮ ॥

কেবল তোমরাই যে আমাতে এরূপ অনুরাগ প্রকাশ করিতেছ, তাহা নহে, যাহারা স্বার্থসাধক চতুর, তাহারা যেরূপ দেহাপত্যাদিতে অনুরাগ প্রকাশ করিয়া থাকে, অথবা আত্মদর্শী বিবেকীগণ যেরূপ পরমাত্মায় ভক্তিস্থাপন করেন, সেইরূপ অল্প বহুব্যক্তিও আমাতে সাক্ষাৎ ফলাভি সন্ধানরহিতা শ্রীতিব্যবধায়ক জ্ঞানকর্মাদি বস্ত্তন্তর-শূন্য অবিচ্ছিন্না ভক্তি করিয়া থাকেন ॥ ২৯ ॥

যে পরমাত্মার সম্পর্কে প্রাণ, বুদ্ধি, মন, দেহ, জীবাত্মা, পত্নী, পুত্র, জ্ঞাতি ও ধনাদি অতীব প্রিয় বোধ হইয়া থাকে, তদপেক্ষা প্রিয়তমা আর কে হইতে পারে ? ॥ ৩০ ॥

অতএব তোমরা এক্ষণে যজ্ঞস্থানে গমন কর। যদি বল, আপনিই তো সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান পরমাত্মা, আপনাকে ত্যাগ করিয়া কিজন্তু গৃহে গমন করিব ?—ইহার সম্বন্ধে আমার বাস্তব্য এই যে, তোমাদের পতি বিপ্রগণ যে যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা তোমাদের ব্যতিরেকে অর্থাৎ গার্হস্থ্যা-ভাবে সম্পন্ন হইবে না; ঐ সকল যজ্ঞাদি কর্ম বেদরূপে আমারই

প্রাপ্তা বয়ং তুলসীদাম পদাবস্থক্টং  
 কেশৈর্নিবোচ্চু মভিলজ্য সমস্ত বন্ধূনৃ ॥ ৩২ ॥  
 গৃহুস্তি নো ন পতয়ঃ পিতরৌ স্ততা বা  
 ন ভ্রাতৃবন্ধুস্বহৃদঃ কুত এব চান্যে ।  
 তস্মাদ্ভবৎ প্রপদয়োঃ পতিতাত্মনাং নো  
 নান্ধা ভবেদগতি ররিন্দম তদ্বিধেহি ॥ ৩৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

পতয়ো নাভ্যসূয়েরন্ পিতৃভ্রাতৃস্ততাদয়ঃ ।  
 লোকাশ্চ বো ময়োপেতা দেবা অপ্যনুমম্বতে ॥ ৩৪ ॥

কথিত; স্ততরাং আমারই কার্য্যানুরোধে তোমরা তথায় গমন কর; বিপ্রগণ তোমাদের দ্বারা গৃহমেধী হইয়া স্ব স্ব সত্ত্ব সমাপন করিবেন ॥ ৩১ ॥

শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া বিপ্রপত্নীগণ বলিলেন,—“হে বিভো! হে বহিরন্তব্যাগক! আপনি আমাদের বাহ ও অন্তর সকলই অবগত আছেন। আমাদের প্রতি এক্রপ নৃশংসের মত বাক্য প্রয়োগ করা কদাচ উচিত হয় না, যে হেতু, আপনিই তো বলিয়াছেন, “যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজ্যামহং।”—অতএব আপনার এই নিজ বাক্য সত্য করুন। আমরা সমুদায় বন্ধুবান্ধব পরিত্যাগ করিয়া তোমার চরণকমলের উৎসৃষ্ট তুলসীদাম অতীব সম্মানসহ দাসীভাবে মন্তকে ধারণ করিবার অভি-প্রায়েই তোমার পাদমূলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, প্রেমসীতাবে নহে ॥ ৩২ ॥

বদি বলেন, আমার আজ্ঞায় তোমাদের অকার্য্য সাধনও কর্তব্য? অতএব তোমরা আমার বাক্য উল্লঙ্ঘন করিয়া তথায় ফিরিয়া যাইতে স্বীকার করিতেছ না কেন? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, অল্প প্রতিবেশী ত দূরের কথা, আমাদের পতি, পুত্র, ভ্রাতৃবন্ধু স্বহৃদ, এমন কি, পিতা মাতা পর্য্যন্তও আমাদেরই গ্রহণ করিবেন না। হে অরিন্দম! আপনার প্রাপ্তির প্রতিবন্ধক স্বরূপ পাপাদি বা কামাদি অরি আপনাই কৃপা করিয়া দমন করুন। আপনার চরণাগ্রে পতিত হইলাম এবং অনন্তগতি ভাবিয়া আপনারই শরণ গ্রহণ করিলাম, অতএব দাস্যই বিধান করুন ॥ ৩৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—“তোমাদের পতি, পিতা, ভ্রাতা ও পুত্রাদি কেহই

ন শ্রীতয়েহ্নুরাগায় হৃঙ্গসঙ্গে নৃণামিহ ।

তন্মনো ময়ি যুগ্মানা অচিরান্মামবাস্পাথ ॥ ৩৫ ॥

শ্রবণাদর্শনাদ্ভ্যানাম্ময়ি ভাবোহ্নুকীর্তনাৎ ।

ন তথা সন্মিকর্ষণে প্রতিযাত ততো গৃহান্ ॥ ৩৬ ॥

শ্রীশ্লোক উবাচ ।

ইতুক্তা দ্বিজপত্নাস্তা যজ্ঞবাটং পুনর্গতাঃ ।

তে চানসূয়বস্তাভিঃ স্ত্রীভিঃ সত্ৰমপারয়ন্ ॥ ৩৭ ॥

ভগবানপি গোবিন্দা স্তেনৈবান্মেন গোপকান্ ।

চতুর্বিধে নাশয়িত্বা স্বয়ং বৃভুজে প্রভুঃ ॥ ৩৮ ॥

বিভ্রদেগুং জঠরপটয়োঃ শৃঙ্গ বেত্রে চ কক্ষে

বামে পাণৌ অশন কবলং তৎফলান্যঙ্গুলীযু ।

তোমাদের প্রতি দোষারোপ করিবেন না, আমার অমুজ্ঞাপ্রভাবে লোক সকলও কিছু বলিবে না। পরন্তু সেই যজ্ঞকর্ণে বিপ্রগণ দ্বারা যে সকল দেবতা প্রত্যক্ষীকৃত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেও এ বিষয়ে অমুমতি করিবেন ॥ ৩৪ ॥

কেবল অঙ্গ-সঙ্গ মনুষ্যের শ্রুতি বা অমুরাগ বৃদ্ধির কারণ নহে, অতএব আমাতে চিন্তা সন্নিবেশ কর, অচিরে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে ॥ ৩৫ ॥

আমার দত্ত বিরহোৎকর্ষাই প্রবল অমুরাগবর্ধক ; শ্রুতরাং শ্রবণ, দর্শন, ধ্যান বা অমুকীর্তনে আমাতে যেরূপ ভাবোদয় হয়, নিকটে থাকিলে সে রূপ হয় না, অতএব তোমরা স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন কর ॥ ৩৬ ॥

অনন্তর সেই সকল দ্বিজপত্নী পুনরায় যজ্ঞস্থলে গমন করিলেন। বিপ্রগণ তাঁহাদের প্রতি অমুরাগ প্রকাশ না করিয়া সেই স্ত্রীগণের সহিত যজ্ঞীয় কর্ম সমাধা করিলেন ॥ ৩৭ ॥

এদিকে শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদের আনিত চতুর্বিধ অন্ন গোপবালকগণকে পরিবেষণ করিয়া অবশেষে স্বয়ং ভোজন করিলেন ॥ ৩৮ ॥

বালঙ্গুলভ-কেলিকুশল শ্রীকৃষ্ণ জঠর ও পরিধেয় বস্ত্রের নখো বেণু এবং কক্ষ শৃঙ্গ ও বেত্রধারণ পূর্বক বাম হস্তে ভোজন গ্রাস এবং

তিষ্ঠন্মাধ্যে স্বপরিগ্রহদো হাসয়ন্নশ্মভিঃ শৈঃ  
স্বর্গেলোকে মিমতি বুভুজে যজ্ঞভুঞ্চালকেলিঃ ॥ ৩৯ ॥

বস্ত্রহরণলীলা।

উষস্যাখ্যায় গোত্রৈঃ শৈরশ্চোন্ম্যাবদ্ধবাহবঃ।  
কৃষ্ণমুচ্চৈর্জগুর্ধাস্ত্যঃ কালিন্দ্যাং স্নাতুমম্বহং ॥ ৪০ ॥  
নদ্যাং কদাচিদাগত্য তীরে নিঃক্ষিপ্য পূর্ববৎ।  
বাসাংসি কৃষ্ণং গায়ন্ত্যো বিজহুঃ সলিলে মুদা ॥ ৪১ ॥  
ভগবাংস্তদভিপ্রেত্য কৃষ্ণো যোগেশ্বরেশ্বরঃ।  
বয়শ্চৈবরাবৃতস্তত্র গত স্তৎ কশ্মসিদ্ধয়ে ॥ ৪২ ॥  
তাসাং বাসাংস্ত্যাপাদায় নীপমারুহ সত্বরঃ।  
হসন্তিঃ প্রহসন্ বাটৈঃ পরিহাসমুবাচ হ ॥ ৪৩ ॥

অঙ্গুলিতে সেই ফল সমূহ লইয়া নিজ স্নানদগণের মধ্যে অবস্থান করিয়া হাস্য পরিহাস সহিত ভোজন করিতেছেন এবং স্বর্গলোকে যজ্ঞভুক্ দেবতার প্রতি স্পর্শা প্রকাশ করিতেছেন ॥ ৩৯ ॥

অনন্তর বস্ত্রহরণ লীলা কথিত হইতেছে।—গোপীগণ প্রত্যাষে গাত্রোত্থান পূর্বক স্বর্গের পরস্পর নামোচ্চারণ করিয়া আহ্বান করেন এবং পরস্পর হস্তধারণ করতঃ শ্রীযমুনায়ে স্থান করিতে গমন করেন,—যাইতে যাইতে পথে উচ্চৈঃস্বরে শ্রীকৃষ্ণের গুণগান করিতে থাকেন। এইরূপে একদা পূর্ণিমা দিবস শ্রীযমুনাতীরে উপনীত হইয়া, পূর্ব পূর্বদিনের ত্যায় তীরে বসন স্থাপন পূর্বক শ্রীকৃষ্ণের গুণগান করিতে করিতে হর্ষভরে জলকেলি আরম্ভ করিলেন ॥ ৪০-৪১ ॥

সিদ্ধসর্পজ যোগেশ্বরদিগের আরাধ্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের অভিপ্রায় অবগত হইয়া, তাঁহাদের সেই কর্ণের ফলদানের নিমিত্ত দাম, পুদাম, বস্ত্রদাম ও কিঙ্কিণি এই বয়স্য চতুষ্টয়ে পারবৃত্ত হইয়া তথায় আগমন করিলেন ॥ ৪২ ॥

অতঃপর তাঁহাদের বসনগুলি লইয়া সত্বর কদম্বতরুতে আরোহণ করিলেন এবং হাস্যকারী গোপবাক্যগণের সহিত হাসিতে হাসিতে পরি

অভ্রাগত্যা'বলাঃ কামং স্বং স্বং বাসঃ প্রগৃহ্যতাং ।

সত্যং ব্রহ্মাণি নো নশ্বং যদযুষং ব্রতকর্মিতাঃ ॥ ৪৪ ॥

তস্য তৎ ক্ষেপিতং দৃষ্ট্বা গোপাঃ প্রেমপরিপ্লুতাঃ ।

আকণ্ঠমগ্নাঃ শীতোদে বেপমানা স্তমক্ৰবন্ ॥ ৪৫ ॥

মানয়ং ভোঃ কথাস্ত্যাস্ত নন্দগোপমৃতং প্রিয়ং ।

জানীমোহং ব্রজপ্লাব্যং দেহি বাসাংসি বেপিতাঃ ॥ ৪৬ ॥

শ্রামস্থন্দর তে দাস্যঃ করবামঃ ভবোদিতং ।

দেহি বাসাংসি ধর্ম্যজ্ঞ নো চেদ্রোজে ব্রুবাম হে ॥ ৪৭ ॥

হাস পূর্বক করিলেন,—“অগ্নি অবলাগণ! তোমরা সত্তর এগানে আসিয়া ইচ্ছামত স্ব স্ব বস্ত্র গ্রহণ কর; দুই একজন আসিলে চণ্ডিকে না, সকলকেই আসিতে হইবে। যদি বজ্র,—“তোমার কথায় প্রত্যয় নাই”—সেজ্ঞ আমি সত্যই বলিতেছি, পরিহাস করিতেছি না, যে হেতু তোমরা ব্রতশ্রাস্তা ॥ ৪৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ পরিহাসোক্তি অবগত হইয়া গোপীগণ আরও অধিক প্রেমরসে পরিপ্লুত হইলেন এবং সেই শীতল জলে আকণ্ঠ নিমগ্ন হইয়া শীত ও লজ্জাবশতঃ কাঁপিতে কাঁপিতে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন,—“ওহে কৃষ্ণ! তুমি নন্দগোপের পুত্র, আমরাও গোপকন্যা, আমাদের প্রতি এতদূশ ‘অভ্রাভ্যা’ ব্যবহার তোমার পক্ষে যোগ্য নহে। আমরা জানি, তুমি আমাদের প্রিয়, স্নেহরত্ন; আমাদের প্রতি এরূপ অপ্রিয় আচরণ সঙ্গত নহে। আরও তুমি ব্রজমধ্যে প্লাব্য বলিয়াই জানি, অতএব এরূপ নিম্নিত কৰ্ম্মাচরণ তোমার পক্ষে নিতান্ত অযুক্ত। এই দেখ, আমরা শীতে কম্পিতা হইতেছি, আমাদের বস্ত্রগুলি প্রদান কর ॥ ৪৫-৪৬ ॥

হে শ্রামস্থন্দর! তুমি ব্রজের যুবরাজ, আমরা তোমার প্রজা—দাসী স্বরূপা, তুমি যেমন বলিবে, আমরা সেইরূপই করিতে বাধ্য। কিন্তু নগ্ন স্ত্রী দর্শনে বা পরস্পররূপে তোমার বে অধম হইবে? অতএব আমাদের বসন প্রদান কর, যদি একান্ত না দাও, নন্দরাজকে বা কংসকে বলিয়া দিব ॥ ৪৭ ॥



শ্রীভগবানুবাচ ।

ভবতৌ্যো যদি মে দাস্যো ময়োক্তঞ্চ করিষ্যথ ।

অত্রাগত্য স্ববাসাংসি প্রতীচ্ছত শুচিস্মিতাঃ ॥

নোচেন্মাংসং প্রদাস্যো কিং ক্রুদ্ধো রাজা করিষ্যতি ॥ ৪৮

যুয়ং বিবস্ত্রা যদপো ধৃতব্রতা ব্যগাহতৈতত্ত্ব দুঃদেবহেলনং ।

বন্ধাঞ্জলিং মুর্ধ্যুপনুভয়েহংসঃ

কৃত্বা নমোহধোবসনং প্রগৃহ্যতাং ॥ ৪৯ ॥

ইত্যচ্যুতেনাভিহিতং ব্রজবালা মত্বা বিবস্ত্রাপ্রবনং ব্রতচ্যুতিং ।

তৎ পূর্তিকামাস্তদশেষকর্ণণাং

সাপ্কাংকৃতং নেমুরবত্মগৃহ্যতঃ ॥ ৫০ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—“হে অবলাগণ! তোমরা যদি সত্যই আমার দাসী হইয়া থাক এবং এইজন্মই শ্রদ্ধারময় মুচ্ছাস্য করিতেছ, তাহা হইলে আমি যাহা বলিতেছি তাহাই কর, তোমরা এখানে উঠিয়া আসিয়া আপন আপন বস্ত্র গ্রহণ কর, নচেৎ আমি কখনই দিব না। নন্দ-রাজাকে বলিয়া দিলেও তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া আমার কি করিবেন? ॥ ৪৮ ॥

দেশাচার অনুসারে বিবস্ত্রা হইয়া স্নান বালিকাগণের পক্ষে দোষাবহ না হইলেও, তোমরা যখন ব্রতপরায়ণা হইয়া বস্ত্র পরিত্যাগ পূর্বক জলে অবগাহন করিয়াছ, তখন জলাধিষ্ঠাত্রী দেবতার নিকট তোমাদের অবজ্ঞা-জনিত অপরাধ হইয়াছে। সেই অপরাধ নিবৃত্তির জন্ত তোমরা উভয় হস্তে অঞ্জলিবন্ধন করিয়া অগ্রে মস্তকে প্রণাম কর, এক হস্তে প্রণাম নিষিদ্ধ, তাহাতে প্রত্যব্যয় আছে এবং মস্তক ভিন্ন অস্ত্র অঞ্জলিবন্ধন করিয়া প্রণামও সূচু নহে। অতএব অগ্রে আপন আপন মস্তকে অঞ্জলি বন্ধন করিয়া প্রণাম কর, পরে আমার নিকট কেবল পরিধান বস্ত্র গ্রহণ কর। জীলোকের পরিধেয় বস্ত্র পুরুষের প্রয়োজন হয় না, এইজন্মই উহা প্রত্যর্পণ করিব, কিন্তু উত্তরীয় পাইবে না, উহাতে আমার নিজের উত্তরীয় করিব ॥ ৪৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণ, এইরূপে বিবস্ত্রা হইয়া অবগাহন দোষাবহ বলিয়া বর্ণনা

তা স্তুখাবনতা দৃষ্ট্বা ভগবান্ দেবকীস্নতঃ ।

ধাসাংসি তাভ্যঃ প্রায়চ্ছৎ করুণ স্তেন তোষিতঃ ॥ ৫১ ॥

পরিধায় স্বধাসাংসি প্রেষ্ঠসঙ্গমসজ্জিতাঃ ।

গৃহীতচিন্তা নো চেলু স্তশ্মিন্ লজ্জায়িতৈক্ষণাঃ ॥ ৫২ ॥

অথ দানরহস্যং ।

উভয়োরিঙ্গিত শ্চাস্তি দিবারসবিনোদনে ।

অতঃ কৃষ্ণে বনে দানী রাধা গব্যপ্রসারিণী ॥ ৫৩ ॥

গব্য প্রসার মাদায় সখিভিঃ সহ রাধিকা ।

বৃন্দাবনপথে নেতি মথুরাগমনচ্ছলাৎ ॥ ৫৪ ॥

করিলে, ব্রজাঙ্গনাগণ বাস্তবিকই স্ব স্ব ব্রত ভঙ্গ হইল মনে করিলেন, এবং সেই ব্রতের পূর্ণতা কামনা করিয়া সেই অশেষ কষ্টের সাক্ষাৎ ফল স্বরূপ ভগবান হরিকে প্রণাম করিলেন। যে হেতু, সেই ভগবান্ অচ্যুত হইতেই সৰ্ব্বাপরাধের শাস্তি হয় ॥ ৫০ ॥

অনন্তর গোপাঙ্গনাগণকে তজ্রপে প্রণতা দেখিয়া এবং তাঁহাদের পূর্ব রাগজ পরমার্তিময় দশাবিশেষের দ্বারা লব্ধ মনোরথ হইয়া পরমকারুণিক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের পরিধানীয় ও উত্তরীয় সকল বসনই প্রদান করিলেন ॥ ৫১ ॥

অতঃপর ব্রজাঙ্গনাগণ স্ব স্ব বসন পরিধান করিয়া প্রিয়সঙ্গমে অত্যধিক আনন্দিত হইয়া পড়িলেন। বস্ত্রহরণের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক তাঁহাদের চিত্ত অগস্ত হওয়ায়, তাঁহারা সেস্থান হইতে আর বাইতে সমর্থ হইলেন না। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রীড়াবিনম্রদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন ॥ ৫২ ॥

অথ দানলীলা ।

দিবাভাগে লীলারস-বিনোদনে শ্রীরাধাকৃষ্ণ উভয়েরই ইঙ্গিত আছে; এইজন্যই শ্রীহৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ দানী এবং শ্রীরাধা গব্য-প্রসারিণী। তাই আজ শ্রীরাধা সখীগণের সহিত দ্বন্দ্ব যুতাদির পসরা লইয়া বিক্রমার্ধ মথুরাগমনের ছলে শ্রীহৃন্দাবনের পথে উপস্থিত হইলেন ॥ ৫৩ ৫৪ ॥

সা ৮ :

লসৎকনকদীপিতি ধনবদম্বরং বিভ্রতী  
 অধামধুরভাষিণী রুচিরহাসচন্দ্রাননা ।  
 প্রমোদভরভঙ্গুরেক্ষণ তরঙ্গনীলাময়ী  
 ব্রজত্যাতি সুবেশিনী বিবিধভঙ্গিনী রাধিকা ॥৫৫॥

বিলোক্য রাধা পথিকৃষ্ণচন্দ্রং

কলিন্দকন্যা তটনীপমূলে ।

মিকাণয়ন্তং মুরলীং ঘনাভং

পীতাম্বরং কিঞ্চিছুবাচ বৃন্দাং ॥ ৫৬ ॥

‘ইমিতি ন পশ্যসি বৃন্দে মূর্ত্তো ঘনইব কদম্বতরুমূলে ।

শব্দং কুরুতে মধুরং বংশীরববচ্ছ্রুতং কিমহো ॥ ৫৭ ॥

বৃন্দা । রাধে ন ভবতি স ঘনো দৃষ্ট্য যুগ্মান্ কদম্বতরুমূলে ।

বৃন্দাকানন দেবঃ সম্প্রতি দানচ্ছলাদুপৈতি ॥ ৫৮ ॥

রাধা । মম কিং তেন তু বৃন্দে ভবতু স দানী কিমস্তি নো বস্ত

রাজোপায়ণ গব্যং নীত্বা যামো বিরোধং ক ইহ ॥ ৫৯ ॥

নির্খল কনককান্তি অতি সুবেশিনী শ্রীরাধিকা নবজলদমগ্নিত নীলাম্বর পরিধান করিয়া বিবিধ ভঙ্গীর সহিত গমন করিতেছেন। তিনি একে অধামধুরভাষিণী, তাহাতে তাঁহার চন্দ্রবদন মনোহর হাস্য-বিমণ্ডিত। অত্যধিক হর্ষভরে তাঁহার কুটিলদৃষ্টি তরঙ্গনীলাময়ী হইয়াছে ॥৫৫॥

পথিমধ্যে শ্রীরাধা শ্রীযুনাথটবর্তী কদম্বতরুমূলে নবনীরদ-কান্তি পীতাম্বর শ্রীকৃষ্ণকে বংশী বাজাইতে দেখিয়া বৃন্দাদেবীকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৫৬ ॥

‘বৃন্দে ! তুমি কি উহা দেখিতেছ না ? কদম্বতরুমূলে মূর্ত্তিমান মেঘের জায় শব্দ করিতেছে, কিন্তু কি আশ্চর্য্য ! উহা মধুর বংশীরবের জায় শুনা বাইতেছে ॥ ৫৭ ॥

বৃন্দা । রাধে ! উহা মেঘ নয়, বৃন্দাবন-দেব ভোমাঙ্গিকে দেখিয়া সম্প্রতি কদম্বতরুমূলে দানচ্ছলে উপস্থিত হইয়াছেন ॥ ৫৮ ॥

রাধা । বৃন্দে ! তাহাতে আমার কি ? হউক না সে দানী ?

অথাকস্মাৎ কৃষ্ণচন্দ্রঃ গ্রাহ প্রহসিতাননঃ ।

শীঘ্র মাগম্যতাং রাধে প্রসারকাপি দর্শয় ॥ ৬০ ॥

রাধা । দধি দুগ্ধং স্নাতং তক্রং নবনীতঞ্চ নঃ খলু ।

এভিঃ প্রসারঃ কস্তস্মিন্ স্তবদায়ো নিগদ্যতাং ॥ ৬১ ॥

কৃষ্ণঃ । রাধে কিং ন শ্রুতং তৎপরিজনবদনে পট্টকং যৎকৃতং বৈ,  
বজ্রালঙ্কার-বেশে দধি পয়সি স্নাতে তক্র-হৈয়ঙ্গুবীনে ।

হাস্যে লাস্যে কটাক্ষে কচ-কুচযুগলে বাহু-লৌল্যে নিতম্বে  
হৃৎকারে চারুবর্ণে মুহূর্ত্তর গমনে দেহি দানং সমগ্রং ॥ ৬২ ॥

রাধা । অয়ি শৃণু বৃন্দে ! সম্প্রতি যৌবনমদ-ভারগর্বিতঃ কৃষ্ণঃ

লোকভয়ং ধর্ম্মভয়ং রাজভয়ং ন মন্যতে কি মিত্তি ?

পুনঃ কৃষ্ণঃ প্রক্তি গ্রাহ ।

ইহ কৃষ্ণ ত্বমিদানীং দানৌ কিন্তু স্তরোস্তলে নিবস ।

বিগণয়ন্ যমুনা-লহরী মন্যস্মিন্ পথি গমিষ্যামঃ ॥ ৬৩ ॥

আমাদের কি এমন বস্তু আছে ? আমরা রাজার যজ্ঞায় স্নত দুগ্ধাদি লইয়া  
যাইতেছি, ইহাতে আর বিরোধ কি ? ৫৯ ॥

অনন্তর তথায় কৃষ্ণচন্দ্র অকস্মাৎ উপনীত হইয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন,  
রাধে ! শীঘ্র আসিয়া পসরা দেখাও ? ৬০ ॥

রাধা । আমাদের দধি, দুগ্ধ, স্নত, তক্র ও নবনীতের পসরা, তাহাতে  
তোমার দায় কি বল ? ৬১ ॥

কৃষ্ণ । রাধে, তোমার পরিজনগণের মুখে আমার দানপটের কথা শুনি  
নাই কি ? বজ্র অলঙ্কারাদি বেশে, দধি, দুগ্ধ, স্নত, তক্র ও হৈয়ঙ্গুবীনে ( সদ্যঃ  
নবনীতজাত স্নাতে ) এবং হাস্যে, লাস্যে, কটাক্ষে, কুন্তলে, কুচযুগলে, বাহুর  
দোলনে, নিতম্বে, সন্মুতিহৃৎক হৃৎকারে, চারুবর্ণে ও মুহূর্ত্তগমনে তুমি সমগ্র দান  
প্রদান কর ॥ ৬২ ॥

রাধা । ওগো বৃন্দে ! শুন । সম্প্রতি কৃষ্ণ যৌবনমদভারে গর্বিত  
হইয়া লোকভয়, ধর্ম্মভয়, রাজভয়ঃ যে মানে না, এ কি ! পুনরায় শ্রীকৃষ্ণের

কৃষ্ণঃ । স্ত্রত্ৰীমা গগনে দানী পাতালে মম বাসকীঃ ।

সৰ্বদিক্ক্ষু চ দিক্‌পালাঃ রাধে বৃন্দাবনে স্বয়ং ॥ ৬৪ ॥

রাধা । বৃন্দে নিষেধবচনং বদ কৃষ্ণচন্দ্রঃ

দান প্রসঙ্গ মনুতং ন বদেৎ কদাপি ।

রাজা যদন্তি নিকটে স চ দুর্নিবারঃ

পুশ্যেদমৌ ন পরিণাম মিদং ন ভদ্রং ॥ ৬৫ ॥

কৃষ্ণঃ । কিং বহু বচসা কার্য্যং মথুরাগমনং কুতঃ ।

সমুচিতং দানং দত্তা রাজ্ঞাং কথয়তে গোঁরি ॥ ৬৬ ॥

রাধা । বৃদ্ধঃ কৃষ্ণ তবেদং নন্দ স্তব পোষণং ন কুৰ্য্যাৎ কিং ।

জীবসি দানং নীত্বা নাস্ত্যপরো জীবনোপায়ঃ ॥ ৬৭ ॥

কৃষ্ণঃ । পুনর্বদামি তে প্রীত্যা শৃণু রাধে নিতম্বিনি ।

বচসা বচনে দানং ন ত্যজামি স্থনিশ্চিতং ॥ ৬৮ ॥

প্রতি কহিলেন, ওহে কৃষ্ণ ! এখানে তুমি ইদানীং দানী হইয়াছ, বেশ, তরু-  
ণলায় বসিয়া বমুনার লহরী গণিতে থাক, আমরা না হয় অন্যপথেই গমন  
করিব ॥ ৬৩ ॥

কৃষ্ণ । হে রাধে ! গগনে ইন্দ্র, পাতালে বাসুকী এবং সকল দিকের দিক্-  
পালগণই আমার দানী, আর এই বৃন্দাবনে আমি স্বয়ং দানী ॥ ৬৪ ॥

রাধা । বৃন্দে ! কৃষ্ণচন্দ্রকে নিষেধ কর, যেন কদাপি আর একরূপ মিথ্যা  
দানের কথা না বলেন । যেহেতু, রাজা অতি হ্রস্ব, তাহাতে তিনি নিকটেই  
আছেন, যদি এই অন্যায় আচরণ একবার দেখেন, তাহা হইলে পরিণাম ভাল  
হইবে না ॥ ৬৫ ॥

কৃষ্ণ । গোঁরি ! বহুবাক্যব্যয়ের প্রয়োজন কি ? এখন উচিত মত দান  
দাও, পরে মথুরায় গিয়া রাজাকে বলিও ॥ ৬৬ ॥

রাধা । কৃষ্ণ হে ! তোমার পিতা নন্দরাজ কি এখন বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়া-  
ছেন ? তোমার ভরণপোষণ চালাইতে পারিতেছেন না ? তাই এইরূপ দান  
লইয়া জীবনধারণ করিতেছ ? আর বৃদ্ধি অন্য জীবনোপায় নাই ? ॥ ৬৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ । হে রাধে ! হে নিতম্বিনি ! তোমাকে পুনরায় বলিতেছি, তুমি

- রাধা । দধিচূর্ণং খলু রাত্রে নীত্বা মথুরাং বয়ন্তু গচ্ছামঃ ।  
কৃষ্ণ তুমিহ বিরোধী পুনরপি গেহং গমিষ্যামি ॥ ৬৯ ॥
- কৃষ্ণঃ । দানং মদীয়ং দত্তাত্র সখিভিঃ সহ রাধিকে ।  
গেহং বা মথুরাং বাপি ননু গচ্ছ যথাস্থতং ॥ ৭০ ॥
- রাধা । সংবাদ কথ্যতাং তূর্ণং বৃন্দে ঘোষগৃহে ত্বয়া ।  
রাধা পপাত কৃষ্ণস্ত বেষ্টনে নির্জ্জনে বন্যে ॥ ৭১ ॥
- বৃন্দা । শৃণু রাধে কিস্তয়ং দ্বৌ বা চতুরো বটান্দানম্  
অত্র হি দত্তা যামঃ, পশ্চাদ্ যুক্তে কথা চাস্তি ।  
ইতুক্ত্বা রাধিকাং বৃন্দা কৃষ্ণং প্রাহ শুচিস্মিতা ।  
দধি তক্রে যথা দানং দত্তা যাস্ততি স্তন্দরী ॥ ৭২ ॥
- কৃষ্ণঃ । রাধে বদাম্যহং চৈতচ্ছিত্ত্বা নিকটে মম ।  
বৃন্দা মধ্যস্বরূপান্তি দানলেখাং স্বয়ং কুরু ॥ ৭৩ ॥  
শৃণু রাধে ননু কার্যং প্রীত্যাভদ্রং হঠেনস্তাৎ ।  
বিবদসি যৌবনগৰ্ব্বাদ্ যৎকিঞ্চিন্ন ভদ্রং তে ॥ ৭৪ ॥

মনোবোণ দিয়া শুন, কথার উপর কথায় যে দান, নিশ্চয় বলিতেছি, আমি তাহাও ছাড়িব না ॥ ৬৮ ॥

রাধা । আমরা রাজার নিমিত্ত দধি চূর্ণ লইয়া মথুরায় যাইতেছি, অহো কৃষ্ণ ! তুমি যখন ইচ্ছাতে বিরোধী হইলে, তখন পুনরায় গৃহেই গমন করিব ॥ ৬৯ ॥

কৃষ্ণ । হে রাধিকে ! এক্ষণে আমার দান দিয়া সখীগণের সহিত গৃহে বা মথুরায় যেখানে ইচ্ছা গমন কর ॥ ৭০ ॥

রাধা । ( বৃন্দার প্রতি ) বৃন্দে ! তুমি ত্বরায় ঘোষ-গৃহে গমন করিয়া এই সংবাদ প্রদান কর যে, রাধা নির্জ্জনবনে কৃষ্ণের খেরায় পড়িয়াছে ॥ ৭১ ॥

বৃন্দা । শুন রাধে ! তব কি ? অত্র দুই চারি কড়া কড়ি দান দিয়া যাইব, পরে যুক্তিমতে যাহা হয় করা যাইবে। শ্রীরাধাকে এই কথা বলিয়া বৃন্দা প্রেমভরে হাসিতে হাসিতে শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন— “এখন এই স্তন্দরী দধি ও তক্রে যে দান তাহাই দিয়া যাইতেছেন ॥” ৭২ ॥

কৃষ্ণ । বেশ, আমি বলিতেছি, হে রাধে ! বৃন্দা মধ্যস্থ থাকুন, তুমি

দানং কাঞ্চন-লক্ষ্মণেব বসনে হারে তথা কুণ্ডলে  
সীন্দূরে যুগলক্ষ্মণেব কবরীভারে তথা কঙ্কলে ।  
পঞ্চাশল্পবযৌবনে দধিপয়োভাণ্ডে পুরাণৈককং  
দৈত্বেতানি সখীজনৈ ব্রজ সমং রাধে বিলম্বেন কিং ॥ ৭৫

রাধা । জানামি হে চপলকৃষ্ণ তবাধিকারং  
বাক্চাতুরী তব সদা যমুনানিকুঞ্জে ।  
এবং বচো যদি কদাপি শৃণোতি রাজা,  
শাস্তিং করিষ্যতি পুনর্বদনো কিলৈতৎ ॥ ৭৬ ॥  
কৃষ্ণঃ । ইতি রাধে ন জানামি রাজ্ঞো নৈব বিভেদ্যহং ।  
রক্তিদানং হি মে দত্তা পশ্চাদ্রাজ্ঞে নিবেদ্যতাং ॥ ৭৭ ॥

আমার নিকট উপস্থিত হইয়া স্বয়ং দানের হিসাব কর । শুন রাধে ! প্রীতির  
সহিত কার্য্য কর ভালই, নতুবা হঠকারিতার ফল অভদ্রই হয় । সুতরাং  
যৌবনমদগর্বে যদি আমার সহিত বিবাদ কর, তাহা হইলে তোমার পক্ষে  
কিঞ্চিৎ ভাল হইবে না ॥ ৭৩-৭৪ ॥

বস্ত্র, হার ও কুণ্ডল প্রত্যেকের দান লক্ষ্ম স্বর্ণযুগ্মা, সিন্দূর, কবরী ও  
কঙ্কলে প্রত্যেকের দান দুই লক্ষ, আর তোমার নবযৌবনের দান পঞ্চাশ লক্ষ  
এবং দধি-দুগ্ধ-ভাণ্ডের প্রত্যেকের দান আঠার লক্ষ । হে রাধে ! হিসাব  
করিয়া এই সকল দান দিয়া সখীগণের সহিত গমন কর, তাহাতে আর  
বিলম্ব কি ॥ ৭৫ ॥

রাধা । ওহে চপল কৃষ্ণ ! আমি তোমার অধিকার জানি, যমুনা-নিকুঞ্জেই  
তোমার সর্কদা ত বাক্চাতুরী আছে । এক্ষণে কথা যদি কখন রাজা শুনেন,  
তাহা হইলে তিনি অবশ্য তোমার শাস্তি করিবেন, তখন এমন কথা  
তোমার মুখে আর বাহির হইবে কি ? ॥ ৭৬ ॥

কৃষ্ণ । রাধে ! তুমি কি জান না, আমি রাজাকেও ভয় করি  
না । এক্ষণে অগ্রে আমার প্রাপ্য দান দিয়া পবে রাজাকে নিবেদন  
করি ॥ ৭৭ ॥

রাধা । গেহাদাগচ্ছন্তীং বহিরপিরাধাং চকার মাং শ্রুতঃ ।  
তৎ ফলিতং খলু বৃন্দে বিলজ্জিতং যদুগুরোর্বচনং ॥  
হে কৃষ্ণ ত্বং সম্প্রতি মথুরা গন্তুং বিধেহি মে বাক্যাৎ,  
পুনরপ্যাগমন সময়ে যদানং তৎ প্রদাস্তামি ॥ ৭৮ ॥

কৃষ্ণঃ । রাধে! তে নবনীত কোমলতনু রৌদ্রপ্রতাপো মহান্,  
সম্ভ্রুতা ধরণী ততো মধুপুরী দূরং কথং যাস্তসি ?  
কালিন্দীতটিনী-মরুত-স্লললিতশ্ছায়াতরোঃ কিস্ত্বিতি  
স্থানান্তং গমনোৎসুকাসি ভবনাৎ কেনাশিবা-প্রেষিতা ?  
জহাস রাধারূপচারুনেত্রা দৃগ্ভঙ্গি ভাবেন

বিলোক্য কৃষ্ণং

প্রাহেতি বৃন্দে শ্রুতমশ্রু বাক্যং কিমস্তি চিত্তে

তদহং ন জানে ॥ ৭৯ ॥

রাধা । ( বৃন্দার প্রতি ) বৃন্দে ! বাড়ী হইতে বাহির হইবার কালে  
আমার শাশুড়ী নিষেধ করিয়াছিলেন ; গুরুজনের বাক্য বিলম্বন করিয়া  
এখন তাহার বেশ ফল হইতেছে । ( অনন্তর কৃষ্ণের প্রতি ) হে কৃষ্ণ !  
তুমি আমার কথায় সম্প্রতি মথুরা যাইতে দাও, পুনরায় আগমন সময়ে  
তোমার যে দান তাহা প্রদান করিব ॥ ৭৮ ॥

কৃষ্ণ । রাধে ! একেইত তোমার দেহ নবনীত কোমল, তাহাতে রৌদ্রের  
প্রতাপ অত্যন্ত মহান্, ধরণীও সম্ভ্রুত হইয়া উঠিয়াছে, আবার মধুপুরীও অত্যন্ত  
দূর ; সুতরাং তুমি কি প্রকারে তথায় যাইবে ? এমন যমুনা-তটসন্ধিহিড়  
স্লললিত মরুত-সেবিত তরুছায়া ; তুমি কি না এই স্থান হইতে এখন চলিয়া  
যাইতে উৎসুক হইতেছ ? গৃহ হইতে এমন কোন্ অভদ্রা তোমাকে  
পাঠাইয়াছে ?”

এই কথা শুনিয়া অরুণ-চারুনেত্রা শ্রীরাধা কটাক্ষ ভঙ্গীর ভাবে শ্রীকৃষ্ণের  
দিকে অবলোকন করিয়া হাস্য করিলেন এবং বৃন্দাকে কহিলেন,  
“বৃন্দে ! “উহার কথাই শুনলাম, কিন্তু উহার মনে কি আছে, তাহা তু  
জানি না” ॥ ৭৯ ॥



অথ নৌকা রহস্যং ।

কুরু পারং যমুনায়্য মুহুরিতি গোপীভি রুৎকরাহতঃ ।

তরিতট-কপটশয়ালু দ্বিগুণিত শিখিলো হরির্জয়তি ॥ ৮০ ॥

অন্তসি তরণি-স্বতারাঃ স্তম্ভিততরণিঃ স দৈবকীসুখঃ ।

আতর-বিরহিত-গোপ্যঃ কাতরমুখমীক্ষতে স্মরঃ ॥ ৮১ ॥

অথত্র ।

পানীয় সেচনবিধৌ মম নৈব পাণী বিশ্রাম্যত স্তুদপি জে

পরিহাস বাণী !

জীবামি চেৎ পুনরহং ন তদা দদামি কৃষ্ণ হৃদীয়তরণৌ

চরণৌ কদাপি ॥ ৮২ ॥

অথত্র ।

তরিরিয় মতি জীর্ণা কর্ণধারস্ত গোপঃ

সরিদতীব গভীরা ভানুনা মল্লভানুঃ ।

বল্লমপি চ কুলীনাঃ বন্ধুহীনাঃ নবীনাঃ

শিব শিব কথমস্তাঃ পারমাংগারং যামঃ ॥ ৮৩ ॥

নৌকা রহস্য ।

‘যমুনা পার কর’ যমুনা পার কর’ বলিয়া গোপীগণ বারংবার উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিলে নৌকার প্রান্তভাগে কপটভাবে নিদ্রিত শ্রীকৃষ্ণ আরও দ্বিগুণিত শিখিল হইয়া সর্কোৎকর্ষের সহিত বিরাজ করিতেছেন ॥ ৮০ ॥

অনন্তর সূর্য্যপুত্রী যমুনার জলে নৌকা স্তম্ভিত করিয়া সেই যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে পারের মাণ্ডল বিরহিতা গোপীদিগের কাতর মুখ-শ্রী দেখিতে লাগিলেন ॥ ৮১ ॥

শ্রীরাধা কহিলেন—ওহে কৃষ্ণ ! তোমার নৌকার জলসেচন কার্য্যে আমার হাত ত একবারও বিশ্রাম করিতে পাইতেছে না, তথাপি তুমি পরিহাস করিতে ছাড়িতেছ না । যদি আজ বাঁচি, তাহা হইলে আমি আর কখন তোমার নৌকায় পানক্ষেপ করিব না ॥ ৮২ ॥

আরও কথিত হইয়াছে ;— এই তরি একেই ত জীর্ণা, তাহাতে আবীর

অন্তঃ ।

জীর্ণা তরি সরিদতীব গভীর মীর৷  
বালা বয়ং সকল মর্থমনর্থ হেতুঃ ।  
নিস্তার বাজ মিদমেব কৃশোদরাণাং  
যন্মাধব তুমসি সম্প্রতি কর্ণধারঃ ॥ ৮৪ ॥

অথ ক্রীড়া বিশেষ রহস্যং ।

ক্রীড়াগবতে । ১০।৩৪ অঃ ।

কদাচিদথ গোবিন্দরামশ্চাত্তবিক্রমঃ ।  
বিজহুতুর্বনে রাত্র্যাং মধ্যগৌ ব্রজযোষিতাং ॥ ৮৫ ॥  
উপগীর্ণমানৌ ললিতং স্ত্রীরত্নৈর্বন্ধসৌহৃদৈঃ ।  
স্বলঙ্কতানুলিপ্তাঙ্গৌ অশ্বিণৌ বিরজোহস্বরৌ ॥ ৮৬ ॥

যিনি কর্ণধার, তিনি গোপনন্দন, নদীও অতীব গভীরা ; বিশেষতঃ সূর্য্যও  
অন্তমিতপ্রায়, আমরা একে কুলনারী, তাহাতে বন্ধুহীনা ও নবীনা, শিব শিব !  
এই যমুনা পার হইয়া কিরূপে গৃহে গমন করিব ? ॥ ৮৩ ॥

তরিখানি অতি জীর্ণ, তাহাতে যমুনার জল অতীব গভীর, আমরা বালিকা,  
সকল বিষয়ই অনর্থের হেতু হইয়া পড়িয়াছে, তবে হে মাধব ! আমাদের  
জ্ঞায় কৃশোদরীগণের নিস্তারের উপায় এই যে, সম্প্রতি তুমি কর্ণধার  
হইয়াছ ॥ ৮৪ ॥

ক্রীড়াবিশেষ রহস্ত্র ।

ক্রীড়াগবতে কথিত হইয়াছে— কোন এক সময়ে ( হোরিকা-পূর্ণিমায় )  
অদ্ভুত-বিক্রম গোকুল-যুবরাজ শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম রজনীতে ব্রজসুন্দরীগণের  
মধ্যবর্তী হইয়া বনমাঝে বিহার করেন । সেই সকল স্ত্রীরত্ন ছই ভ্রাতার প্রতি  
পৃথকভাবে সৌহৃদ্যবন্ধন করিয়া ললিত স্বরে উভয়েই গুণগাম করিতে  
লাগিলেন । ইহাতে শ্রীবলরামেরও পৃথক প্রেমসীগণ ললিত হইতেছে ।  
ভ্রাতারা ছই ভ্রাতাই উত্তমরূপে অলঙ্কৃত, ভ্রাতাদের শ্রীঅঙ্গ চন্দনামূলিপ্ত,  
গলে মালা এবং কটিতে সুন্দর বসন বিলম্বিত ॥ ৮৫-৮৬ ॥

নিশামুখং মানয়ন্তা বুদিতোড়ুপতারকং ।  
 মল্লিকাগন্ধমভালি জুস্তং কুমুদায়ুনা ॥ ৮৭ ॥  
 জগতুঃ সর্বভূতানাং মনঃ শ্রবণমঙ্গলং ।  
 তৌ কল্পয়ন্তৌ যুগপৎ স্বর মণ্ডলমুচ্ছিতং ॥ ৮৮ ॥  
 গোপ্য স্তদগীতমাকর্ষ্য মুচ্ছিতা নাবিদম্ প ।  
 অস্মৎ চুকূলমাত্মানং অস্তকেশঅজং ততঃ ॥ ৮৯ ॥

রূপবিশেষ রহস্যং ।

শ্রীভগবতে । ১০।৩৮ অঃ ।

দদর্শ কৃষ্ণং রামঞ্চ ব্রজে গোদোহনং গতো ।  
 পীতনীলাম্বরধরৌ শরদমুরুহেফরৌ ॥ ৯০ ॥  
 কিশোরৌ শ্যামলশ্বেতৌ শ্রীনিকেতো বৃহদুজৌ ।  
 স্তম্বথৌ স্তম্বরবরৌ বালদ্বিরদবিক্রমৌ ॥ ৯১ ॥

সেই বাসন্তী নিশার প্রারম্ভে নির্মল চন্দ্র ও তারকানিকর উদিত হইল, প্রফুল্ল মল্লিকার মৌরভে অলিকুল মত্ত হইয়া বেড়াইতে লাগিল এবং কুমুদসংসর্গী বায়ু ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইয়া সেই নিশামুখকে প্রমোদিত করিয়া তুলিল ॥ ৮৭ ॥  
 তৎপরে উভয়েই যুগপৎ স্বরসমূহের মূর্ছনা করিয়া সর্বভূতের মন ও শ্রবণ-সুধাবহ গান আরম্ভ করিলেন । রামকৃষ্ণের ঐ প্রকার গীত শ্রবণ করিয়া গোপীগণ মুচ্ছিত হইলেন । তাঁহাদের চিত্ত সেই গীতে বিলীন হওয়াতে গাত্র হইতে যে বস্ত্র বিস্তৃত ও কেশ হইতে মালা ঝলিত হইয়া পড়িল, তাহাও তাঁহারা জানিতে পারিলেন না ॥ ৮৮-৮৯ ॥

অথ রূপ বিশেষ রহস্ত্য ।

তৎপরে অকুর দেখিলেন— রাম-কৃষ্ণ উভয়েই গোদোহন স্থানে উপনীত হইয়াছেন । তাঁহাদের পরিধান যথাক্রমে নীল ও পীতবসন, তাঁহাদের নয়ন শারদীয় কমল সদৃশ, উভয়েই কিশোর, কিন্তু একজন শ্বেতবর্ণ, অজ্ঞান শ্যামবর্ণ । আবার দুইজনই শ্রী অর্ঘ্য শোভার আধার এবং উভয়েরই বৃহদ্বাহু, স্তম্বর বদন । স্মৃতরাং দুইজনেই যেমন পূরম স্তম্বর তেমনই বালহস্তির স্থায় বিক্রমশালী ॥ ৯০-৯১ ॥

ধ্বজবজ্রাক্ষুশান্তোজৈ শ্চিহ্নিতৈ রজ্জিভিত্তজং ।  
 শোভয়ন্তৌ মহাত্মানৌ সান্নুক্ৰোশস্মিতেক্ষণৌ ॥ ৯২ ॥  
 উদাররুচির-ক্রোড়ৌ অগ্নিনৌ বনমালিনৌ ।  
 পুণ্যগন্ধানুলিপ্তাঙ্গৌ স্নাতৌ বিরাজবাসমৌ ॥ ৯৩ ॥  
 প্রধানপুরুষাবাঢ়ৌ জগদ্ধেতু জগৎপতী ।  
 অবতীর্ণৌ জগত্যর্থৈ স্বাংশেন বলকেশবৌ ॥ ৯৪ ॥  
 দিশৌ পিতিমিরা রাজন্ কুর্বাণৌ প্রভয়া স্বয়া ।  
 যথা মারকতঃ শৈলো রোপ্যশ্চ কনকাচিতৌ ॥ ৯৫ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণবিলাসে রহস্যাদি বর্ণনং নাম

পঞ্চমঃ প্রবন্ধঃ ॥ ৫ ॥

সেই মহাত্মাষয় ধ্বজ-বজ্র-অক্ষুশ ও কমলচিহ্নিত শ্রীচরণ দ্বারা ব্রজভূমি  
 সুশোভিত করিতেছেন এবং তাঁহাদের নয়ন অন্ধকম্পা-বিলসিত মৃদুহাস্তে  
 প্রফুল্ল। তাঁহারা উভয়েই মহামনোহর জীড়াশীল, হৃষ্মমধ্যমাদি রত্ন এবং  
 সুদীর্ঘ বনমালাধারী। পবিত্র গন্ধানুলেপনে উভয়েরই অঙ্গ অহুলিপ্ত, উভয়েই  
 স্নান করিয়া নির্ম্মল বসন পরিধান করিয়াছেন ॥ ৯২-৯৩ ॥

পরন্তু উভয়েই আদি ও প্রধান পুরুষ, স্তুতরাং তাঁহারা ই জগতের হেতু  
 এবং জগৎপতি। জগতের ভার হরণের নিমিত্তই স্ব স্ব আবির্ভাব ভেদে  
 রামকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন ॥ ৯৪ ॥

তাঁহারা স্বীয় প্রভা দ্বারা দিক্ সকলের অন্ধকার দূর করিতেছেন।  
 মারকত শৈল ও রোপ্য শৈল স্রবণে পরিব্যাপ্ত হইলে যেরূপ হয়, উভয়ে  
 সেইরূপ দৃষ্ট হইতেছেন ॥ ৯৫ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণবিলাসে রহস্যাদি বর্ণন

নাম পঞ্চম প্রবন্ধ ॥ ৫ ॥

## ষষ্ঠঃ প্রবন্ধ

অনুরাগঃ কথ্যতে ।

গোপ্য উচুঃ ।

বামবাহুকৃত বামকপোলো বস্নিতক্ররধ্বার্পিত বেণুং ।  
কোমলাঙ্গুলিভিরাত্মিতমার্গং গোপ্য ঈরয়তি যত্র মুকুন্দঃ ॥  
ব্যোমযান বনিতাঃ সহ সিন্ধৈবিস্মিতা স্তদুপধার্য্য স লজ্জাঃ ।  
কামমার্গণসমর্পিতচিত্তাঃ কশ্মলং যযুরপস্মৃতনীব্যঃ ॥ ১ ॥  
হস্ত চিত্রমবলাঃ শৃণুতেদং হারহাস উরসিস্থির বিদ্যাৎ ।  
নন্দসূনুরয়মার্ভ-জনানাং নর্শদো যর্হি কৃজিতবেণুঃ ॥  
বৃন্দশো ব্রজবৃষা যুগগাবো বেণুবাত্তহতচেতস আরাৎ ।  
দন্তদন্টকবলা ধৃতকর্ণা নিদ্রিতা লিখিতচিত্রমিবাসন্ ॥ ২ ॥

গোপীগণ কহিলেন—যখন শ্রীকৃষ্ণ ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিমঠামে বামবাহুমূলে বাম কপোল বিভ্রাস করিয়া এবং বক্রোদ্ধাবলোকনে ক্রয়ুগল নপ্তিত করিয়া অধর-গুস্ত বেণুর সপ্তস্বর-রন্ধে সুকোমল অঙ্গুলী সঞ্চালনপূর্ব্বক বাজ করেন, তখন বিমানস্থ দেবাজনাগণ, তাঁহাদের স্ব স্ব পতি-সঙ্গে থাকিলেও সেই বেণুরব শ্রবণ করিয়া প্রথমতঃ বিস্মিতা পরে কামের বশে কৃষ্ণার্পিত-চিত্তা হইয়া লজ্জিতা হইয়া থাকেন । এইরূপে লজ্জাভিত্ততা হইলেও তাঁহারা কামবশে এক্রপ লোচপ্রাপ্ত হয়েন যে, তাহাদের নীবীবন্ধন শিথিল হইয়া পড়িলেও তাঁহারা তাহা পুৰ্ব্বিতে পারেন না । অতএব দেবীগণও যখন এক্রপ বিমুগ্ধা হন, তখন আর আমাদের কথা কি ? ॥ ১ ॥

সেই বেণুনাদ-শ্রবণে কেবল দেব-মানবগণই যে বিমুগ্ধ হন, তাহা নহে, মুঢ় পশুগণ পর্য্যন্ত বিমোহিত হইয়া থাকে । হে অবলাগণ ! আরও আশ্চর্য্যের বিষয় শুন, সেই নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে হারের বিকাশ বলাকাশ্রেণীর জ্বার এবং বক্ষঃস্থ লক্ষ্মীরেখা, স্থির সৌদামিনীর জ্বার সর্ব্বদা বিরাজ করে । সুতরাং তাঁহার বক্ষোদেশ অপূর্ব্ব নবীন মেঘের মত মনোহর । সেই বলাকা-বিহ্যস্তাবিত কৃষ্ণ-বক্ষ-মেঘের দ্বারাই তোমাদের পাত্তব্রতা-নিদাঘ ধ্বংসিত

বর্হিণ স্তবকধাতু পলাশৈর্বন্ধমল্ল পরিবর্হি বিড়ম্ব ।  
 কর্হিচিৎ সবল আলি সগোপৈর্গাঃ সগাহ্যায়তি যত্র মুকুন্দঃ ॥  
 তর্হি ভগ্নগতয়ঃ সহিতো বৈ তৎপদান্মুজরজোহনিলনীতং  
 স্পৃহয়তীবর্যমিবািবহুপুগ্যাঃ প্রেমবেপিতভুজাঃ স্তিমিতাপঃ ॥৩॥  
 অনুচরৈঃ সমনুবর্ণিতবীৰ্য্য আদিপুরুষ ইবাচলভূতিঃ ।  
 বনচরো গিরিতটেষু চরন্তীবেণুনাহ্যায়তি গাঃ স যদা হি ॥

হইয়াছে। অতএব আর্জুনের আনন্দদাতা সেই নন্দনন্দন যখন বংশীধ্বনি করেন, তখন ব্রজস্থিত গো, মৃগ ও বৃষবৃন্দ দূর হইতে সেই বেণুবাত্ত শ্রবণ করিয়া এমনই চিত্তহারা হইয়া পড়ে, তাহারা দন্তদ্বারা যে তৃণগ্রাস ধারণ করিয়াছে, তাহা না গলাধঃকরণ, না চর্ব্বণ, না ত্যাগ কিছুই করিতে সমর্থ হয় না, পরন্তু কর্ণদ্বয় উত্তপ্তিত ( খাড়া ) করিয়া নিদ্রিতের স্থায় অবস্থান করে। বরং নিদ্রিতেরও খাস প্রাশ্বাসের কারণ কিঞ্চিৎ অঙ্গ-সঞ্চালন দৃষ্ট হয়, কিন্তু তাহারা পটাদি লিখিত চিত্রের স্থায় নিশ্চলভাবে অবস্থান করে ॥ ২ ॥

বৃষ-মৃগাদি চেতনের কথা কি, বেণুনাদ শ্রবণে অচেতনেরও স্তম্ভ উদয় হইয়া থাকে। হে সখীগণ! মল্লপরিকর-বিড়ম্বী ময়ূরপুচ্ছ-পুষ্প-গুচ্ছ-গৈরিক-রাগ-তরু-পল্লব-রচিত বস্ত্রভূষণে বিভূষিত হইয়া বেণুবাত্ত-বিশারদ শ্রীকৃষ্ণ, যখন বলদেব ও গোপগণের সহিত বেণুধ্বনি করিতে করিতে দূর বনান্তঃস্থিত নদী-সরোবরে জলপানরত গাভী সকলকে তাহাদের “কালিন্দী! গঙ্গে! সরযুতী” ইত্যাদি নামোল্লেখ করিয়া আহ্বান করেন, তখন এই ধ্বনি শ্রবণ করিয়া এজস্থিত যমুনা-মানসগঙ্গা প্রভৃতি নদী-সরোবরাদি অস্ত্র প্রকার প্রাপ্তিতে অযোধ্য মনে করিয়া কেবল অনুকূল পবন দ্বারা আনীত তদীয় ( শ্রীকৃষ্ণ ) পাদপদ্ম-পরাগ মাত্রই স্পৃহা করিয়া থাকেন। এই স্পৃহা হেতুই তাঁহাদের স্ভাবাবিকী গতি স্তব্ধ হইয়া যায়। স্মৃতরাং কৃষ্ণসঙ্গ-অপ্রাপ্তি হেতু আমাদের স্থায় তাহাদিগকে অল্পপুগ্যা বলা যায়। তাহারা কেবল তদীয় পদরঙ্গ প্রাপ্তির ইচ্ছায় প্রেমের ভরে তরঙ্গরূপ কর-প্রসারণ করে মাত্র। তৎপরে সে তরঙ্গও স্তব্ধ হইয়া যায়, জল নিশ্চল হয় ॥ ৩ ॥

আহা! সে বেণুনাদ-শ্রবণে স্বাবরেরও আশ্চর্য্য মুগ্ধতা উপস্থিত হয়। অনুচর গোপগণ যাহার প্রভাবময় চরিত জন্মাদি লীলাপ্রবন্ধে বর্ণন করেন,

বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ ।

প্রণত ভারবিটপা মধুধারাঃ প্রেমহৃদতনবো বরযুঃ স্ম ॥ ৪ ॥

দর্শনীয়-তিলকো বনমালা দিব্যগন্ধতুলসীমধুমন্তৈঃ !

অলিকুলৈরলঘুগীতমভীষ্টমাদ্রিয়ন্ যর্হি সঙ্কিত-বেণুঃ ॥

সরসি সারসহংস বিহঙ্গাশ্চারুগীতহৃতচেতস এত্যা ।

হরি মুপাসত তে যতচিত্তা হস্ত গীলিতদৃশো ধৃতমৌনাঃ ॥ ৫ ॥

সহবলঃ স্রগবতংস-বিলাসঃ সানুযু ক্ষিতিভূতো ব্রজদেব্যঃ ।

হর্ষয়ন্ যর্হি বেণুরবেণ জাতহর্ষ উপরন্ততি বিশ্বং ॥

মহদতিক্রমণক্ষিতচেতা মন্দ মন্দ মনুগর্জ্জতি মেঘঃ ।

সুহৃদমভ্যবর্ষৎ স্তমনোভিচ্ছায়য়াচ বিদধৎ প্রতপত্রং ॥ ৬ ॥

আদি পুঙ্খ নারায়ণের ন্যায় যাঁহার নিশ্চল্য শ্রী, সেই শ্রীকৃষ্ণ বনमध्ये বিচরণ করিতে করিতে যখন অদ্ভুত বেণুনাদ-চাতুর্য্য প্রকাশ করিয়া গিরিতটচারিণী গাভী সকলকে আল্লান করেন, তখন পুষ্প-ফলাঢ্যা বনলতা ও তাহাদের পতি তরুগণ, সস্ত্রীক গৃহস্থ-বৈষ্ণবগণ যেরূপ সঙ্কীর্ণন শ্রবণে ভাবাবিষ্ট হইয়া প্রেমের ভরে প্রণাম ও অশ্রুবর্ষণ করেন, সেইরূপ বেন আপনাদের অন্তরে ক্ষুণ্ণিমান সর্বব্যাপক বিষ্ণুকে ব্যক্ত করতঃ প্রেমপুলকিতদেহে ফলভারে অবনত-শীথ হইয়া অশ্রু ঞায় মকরন্দধারা বর্ষণ করে ॥ ৪ ॥

অহো! আরও শুন। সর্বদা দর্শনযোগ্য মনোহর গৈরিকাদিময় যাঁহার তিলক অথবা সুন্দর সমূহের মধ্যে যিনি তিলক তুল্য অর্থাৎ পরম সুন্দর, সেই শ্যামসুন্দর মধ্যাহ্নে সরসি-সন্নিহিত তরুতলশিলায় উপবেশন পূর্বক দিব্য-পত্র-পুষ্পময়ী বনমালাস্থিত সর্বোত্তমগন্ধা তুলসী-মধুমন্ত অলিকুলের পরম কোঁতুকপ্রদ অমুকুল উচ্চগীতের সমাদর করিয়া যখন বেণু-গানারম্ভ করেন, তখন সেই সরোবরস্থ হংস, চক্রবাক ও অন্যান্য বিহঙ্গনিচয় মনোহর বেণুগান শ্রবণে হতচিত্ত হইয়া তথায় আগমন করে এবং আত্মারাম মুনিগণ যেরূপ একাগ্রচিত্তে নয়ন নিম্নলিত করিয়া হরি-ভজনা করেন, সেইরূপ তাহারাও সংযতচিত্তে নয়ন নিম্নলি ও মৌনাবলম্বন করিয়া ভুবনমোহন শ্রীকৃষ্ণের সমীপে উপবেশন করে ॥ ৫ ॥

হে ব্রজদেবীগণ! আরও আশ্চর্য্যের বিষয় শুন। মাল্য ও কর্ণভুষণে

বিবিধ গোপরমণেষু বিদক্লে। বেণুবাত্ত উরুধা নিজশিক্ষাঃ ।

তথ স্নাতঃ সতি যদাধরবিশ্বে দন্তবেণুরণয়ং স্বরজাতীঃ ।

সবনশস্ত্রুপধার্য্য সুরেশাঃ শক্রশৰ্ব্বপরমেষ্ঠিপুরোগাঃ

কবয় আনতকঙ্করচিত্তাঃ কশ্মলং যমুরনিশ্চিততস্ত্রাঃ ॥ ৭ ॥

নিজপদাজদলৈ ধব'জবজ্রনীরজাকুশ বিচিত্রললাগৈঃ

ব্রজভুবঃ শময়ন্ খুরতোদং বস্ম'ধুর্য্যগতিরীরিত-ব্রুণুঃ ।

বিভূষিত শ্রীকৃষ্ণ বলদেবের সহিত গোচারণ অকুরোধে শ্রীগোবর্দ্ধনের নিশ্চায় সানুপ্রদেশে ভ্রমণ করিতে করিতে যখন মেঘছায়া অভিলাষ করিয়া স্বয়ং হর্ষভরে বিশ্বের হর্ষ উৎপাদনার্থ বেণুতে মল্লার রাগ আলাপন করেন, সেই বেণুরব শ্রবণ করিয়া অচন-সভাব মেঘও শ্রীকৃষ্ণের সহিত সৌহৃদ্য স্থাপন করিতে সমাগত হয় এবং অত্যন্ত হর্ষভরে উচ্চ গর্জ্জন করিতে ইচ্ছুক হইয়াও মহদতিক্রম ভরে অর্থাৎ নিজ উচ্চ শব্দে শ্রীকৃষ্ণের বেণুরব আচ্ছাদিত হইলে পাছে অপরাধ হয়, এইজন্য শঙ্কিতচিত্ত হইয়া তাঁহার বেণুগানের পোষক রূপ পশ্চাৎ মন্দ মন্দ গর্জ্জন করে। পরে বিশ্বার্থিহরণ ও বর্ণসাম্য হেতু 'সুহৃদ' শ্রীকৃষ্ণের সূর্য্যাতপতাপ-নিবৃত্তির নিমিত্ত তাঁহার উপর ছায়া দ্বারা ছত্র রচনা করিয়া স্কন্ধপুষ্প তুল্য হিমকণাসমূহ বর্ষণ করিতে থাকে ॥ ৬ ॥

কোন গোপী স্নতবিরহবিহ্বলা ব্রজেশ্বরীকে সম্বোধন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বেণুগানশ্রবণ-প্রভাব বর্ণন করিতেছেন।—হে সতি! শ্রীযশোদে! তোমার তনয় বিবিধ গোপ-আচরণে অর্ক্যৎ গো-সমূহের কলন-দোহন-বশীকরণাদিতে স্ননিপুণ, তিনি বিশ্ববিনোদনার্থ বিশ্বাধরে বেণু স্থাপন করিয়া যে সকল স্বরজাতি উন্নয়ন করেন, সেই বিবিধ বেণুবাত্ত তাঁহার নিজেরই শিক্ষা, অন্য কাহারও হইতে শিক্ষা করেন নাই, এইজন্য তিনি যখন ঐ সকল স্বরআলাপ করেন, তখন সেই সর্বব্যাপক বেণুগান শ্রবণ করিয়া ইন্দ্র-রুদ্র ব্রহ্মাদি দেবেশ্বরগণ গান-তালাদির সৃষ্টিকর্তা হইয়াও সে বেণুনাদ মাধুর্য্যের অর্থাৎ সে বেণুনাদের রাগ-তাণ-তান-স্বরাদির তত্ত্ব বা ভেদ নিশ্চয় করিতে না পারিয়া বিশ্বস্ত-বিমুগ্ধ হন—সে সময়ে তাঁহাদের কঙ্কর ও চিত্ত আনত হইয়া পড়ে। অহো! বাহাতে দেবেশ্বরগণেরও মোহ উপস্থিত হয়, সেই বেণুনাদ শ্রবণে অন্যের মোহ হওয়া বিচিত্র নহে ॥ ৭ ॥

কোন উৎকণ্ঠিতচিত্তা গোপী ভাববিবশতা হেতু স্বীয় সখীর নিকট বেণুনাদ



ব্রজতি তেন বয়ং সবিলাসবীক্ষণার্পিত মনোভব-বেগাঃ  
 কুজগতিং গমিতা ন বিদাগঃ কশ্মলেন কবরং বসনং বা ॥ ৮ ॥  
 মণিধরঃ কচিদাগণয়ন্ গা মালয়া দয়িতগন্ধতুলস্থাঃ ।  
 প্রণয়িনোহনুচরস্ত কদাংসে প্রক্ষিপন্ ভুজমগায়ত যত্র ।  
 কণিত বেণুরব বঞ্চিতচিত্তাঃ কৃষ্ণমম্বসত কৃষ্ণগৃহিণ্যঃ  
 গুণগণার্নমন্তুগম্য হরিণ্যো গোপিকা ইব বিমুক্তগৃহাশাঃ ॥ ৯ ॥  
 কুন্দদাগকৃত-কৌতুকবেশো গোপগোধনবৃতো যমুনায়াং  
 নন্দসূরনবে তব বৎসো নন্দদঃ প্রণয়িণাং বিজহার ।

জন্য আপনাদের মোহের বিষয় বর্ণনা করিতেছেন।—“হে সখি! ব্রজেন্দ্রনন্দন  
 শ্রীকৃষ্ণ আপনার ধ্বজবজ্রকমলাকুশ-চিত্রিত স্তম্বর চরণকমলদল দ্বারা ব্রজ-  
 ভূমির গবাদি-ধুরাক্রমণ জন্য ব্যথা প্রশমন করিতে করিতে যখন গজেন্দ্রবৎ  
 মন্তরগতিতে গো-সমূহের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বেণু বাজাইয়া আগমন করেন বা  
 ইতস্ততঃ ভ্রমণ করেন, সেই সময় তদীয় সবিলাস দৃষ্টিতে আমাদের অন্তরে  
 যে মনোভবের বেগ অর্পিত হয়, তাহাতে আমরা তরুণের ন্যায় অবস্থা  
 প্রাপ্ত হই অর্থাৎ স্থাবরত্ব লাভ করি। স্মৃতরাং তখন আমাদের কবরী ও বসন  
 ক্ষলিত হইয়া পড়িলেও মোহবশতঃ তাহা কিছুই জানিতে পারি না ॥ ৮ ॥

গোষ্ঠস্থা আমাদের এইরূপ মোহের ন্যায় বনবিহারিণী হরিণীগণেরও  
 বেণুহেতুক মোহ-উপস্থিত হইয়া থাকে। হে সখি! অপরালে গৃহাগমনের  
 নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ যুহুযুহু বেণুগান দ্বারা গোসমূহকে একত্র করিয়া গণনা  
 করেন। এই গাভী গণনার্থ বিভিন্নবর্ণ ও আকারের গ্রথিত মণিমালা ধারণ  
 করেন। তিনি কোন স্থানে এই মণিমালা দ্বারা গাভীসকল গণনা করিতে  
 করিতে প্রিয়গন্ধা তুলসীর মালা ধারণ পূর্বক প্রিয়ানুচরের স্কন্ধে ভুজ  
 সংস্থাপন করিয়া যে সময় বেণুগান করেন, তখন সেই শব্দিত বেণুরবে  
 কৃষ্ণসার-পত্নী হরিণীসকল চিত্তহারা হইয়া গুণসাগর শ্রীকৃষ্ণেরই আশ্রিতা  
 হয় এবং তাঁহার সঙ্গ হইতে নিবৃত্তা হয় না। ফলতঃ তাহারা যেন কৃষ্ণভাষ্যাদ্বয়  
 লাভ করিয়া থাকে। যেহেতু গোপিকাদের ত্রায় তাহাদেরও গৃহাশা অর্থাৎ  
 পত্ন্যাঙ্গি পরিকরের আশা বিদূরিত হয় ॥ ৯ ॥

সায়াহ্নে পুত্রের আগমন বিলম্বে ফুকা শ্রীযশোদাকে কোন গোপী তদীয়

মন্দবায়ু রূপবাত্যমুকুলং মানয়ন্ মলয়জম্পার্শ্বেন  
বন্দিনস্তমুপদেবগণা যৈ বাত্মগীতবলিভিঃ পরিবত্রঃ ॥ ১০ ॥  
বৎসলো ব্রজগবাং দগধে । বন্দ্যমানচরণঃ পৃথিবীকৈঃ  
কুংস গোধনমুপোহ্য দিনান্তে গীতবেধুরনুগেড়িতকীর্তিঃ ।  
মদবিঘ্নুর্নিতলোচন ঈশন্মানদঃ স্নহদাং বনমালী  
বদর পাণ্ডুবদনো মৃদুগুণং মণ্ডয়ন্ কনককুণ্ডল লক্ষ্ম্যা ॥ ১১ ॥

আগমনবার্তা জ্ঞাপন করিয়া সাস্তুনাবাক্যে কহিতেছেন—“হে অনঘে !  
তোমার পুত্র, পুণ্যবানের শিরোমণি নন্দমহারাজের নন্দন, এবং তুমিও  
নিষাপ—মহাপুণ্যবতী তোমার মহাবাৎসল্যের পাত্রীভূত । লোকে বলে,  
মাতাপিতার অভাগ্যেই পুত্রের অনিষ্ট হয়, সুতরাং তোমার ছায়া ভাগ্যবতীর  
পুত্রের কিঞ্চিৎ বিলম্বে অম্মুরাদি হেতু অনিষ্টের আশঙ্কা কি সম্ভব হয় ?  
তাহার বিলম্বের কারণ বলিতেছি শুন ।—সমস্ত দিন ভ্রমণশ্রান্ত তোমার পুত্র  
শ্রীকৃষ্ণ গোপ ও গোধনসমূহে পরিবর্তাহইয়া এবং স্নানাপেক্ষাহেতু কৌতুকভরে  
কুন্দকুসুমদামে অলঙ্কৃত হইয়া শ্রীমুনায় জলকেলি করিবার নিমিত্ত যখন  
তীরে প্রাণয়িগণের পরিহাস-কেলিসুখদরূপে সবিলাস ক্রীড়া করেন, সে  
সময় মন্দবায়ু মলয়পর্বতোৎপন্ন চন্দনবৃক্ষের সৌগন্ধ্য ও শৈত্য সংগ্রহ  
করিয়া তাহার স্নিগ্ধ স্পর্শ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পূজা করত অমুকুলরূপে বীজন  
করে এবং গন্ধর্ব্বাদি স্তাবক উপদেবগণ স্ব স্ব শৃঙ্গ প্রদর্শন পূর্ব্বক বাত্মগীত ও  
দিব্যবজ্রালঙ্কারাদি উপহার দ্বারা বা পুষ্পবর্ষণাদি দ্বারা তাহার সর্ব্বতোভাবে  
উপাসনা করেন । অতএব তত্তৎ অমুমোদন জ্ঞানই শ্রীকৃষ্ণের আগমনে  
বিলম্ব হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

অনন্তর অট্টালিকাদি আরোহণপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে আগমন করিতে দেখিয়া  
পরমোন্মাদভরে পরস্পর কহিতে লাগিলেন—আহা ! শ্রীকৃষ্ণ এমনই  
স্বাভাবিক স্নেহশীল যে, ব্রজে নিবদ্ধ গো-সমূহের এবং আমাদের রক্ষণার্থ  
গোবর্দ্ধনগিরিকেও ধারণ করিয়াছিলেন, গোষ্ঠগমন সময়ে ব্রহ্মরূদ্রাদি বৃদ্ধগণ  
অন্তরীক্ষ হইতে ব্রজভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া ব্রজান্তঃপ্রবেশের অধিকার  
না থাকায় পৃথিবীতেই পুনঃ পুনঃ তাহার চরণ বন্দনা করিতেছেন । ঐ শুন,  
সাম্রাট গোধনসমূহ একত্র করিবার নিমিত্ত ও ব্রজবাসিগণকে নিজ আগমন-

তত্রৈব ।

এবং ব্রজস্রিয়ো রাজন্ কৃষ্ণলীলানুগায়তীঃ ।

রেগিরেহঃস্ব তচ্চিত্তাস্তম্মনস্কা মহোদয়াঃ ॥ ১২ ॥

অত্র ।

নানা কল্পলতাদ্রুমাদিললিতে বৃন্দাবনে শোভনে

প্রোচ্যত্ন স্ববর্ণভূষিততনুঃ সম্বীত পীতাম্বরঃ ।

শশ্বৎ কেলিবিলাস কোতুকরসামোদেন সংমোদিতো

গোপীগোপগবাং গঠৈঃ পরিবৃত্তো জীয়াদ্ ঘনশ্যামলঃ ॥ ১৩ ॥

বঙ্গল বিজ্ঞাপনের নিমিত্ত বংশীধ্বনি করিতেছেন, এবং তাঁহার অনুচরগণও তদীয় রাগ-তাল অনুসারে এই দিনকীড়াঙ্কিকা অর্থাৎ এই দিনে যে যে কীড়া করিয়াছেন সেই সেই কীর্ত্তিগাথা গান করিতেছেন। (অনন্তর শ্রীকৃষ্ণকে নিকটে আসিতে দেখিয়া বলিতে লাগিলেন)—সখি! দেখ দেখ! বনমালীর লোচনমূল নবধৌবনমূলভ জীবৎ মদভরে কেমন চঞ্চল, পুরুপ্রবেশ সময়ে অগ্রবর্তী সুহৃচ্ছনকে যথোচিত প্রণামালিঙ্গন-সম্ভাষণাদি দ্বারা সম্মান প্রদান করিতেছেন, কখন চন্দ্রশালিকাস্থিতা মূহূহাসিনী অপাঙ্গশালিনী প্রেয়সীগণের প্রতি অভ্যর্থনাবাজক কটাক্ষ দ্বারা সম্মান প্রদর্শন করিতেছেন, ঐ দেখ, বনপথ-পর্যটন-প্রমে ও ক্ষুৎপিপাসায় উঁহার বদন, জীবৎ পক-বদরবৎ পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছে, অথবা প্রেয়সীগণের বিরহ অনুভব করিয়াই যেন স্নানমুখ। আরও দেখ, কনককুণ্ডলের মনোহর কাস্তিতে উঁহার কৈশোর-স্বভাবে সুকোমল গণ্ডস্থল কেমন শোভাশালী হইয়াছে ॥ ১১ ॥

এইরূপে কৃষ্ণগতপ্রাণ ও কৃষ্ণমাত্রিক-সঙ্কল্পা গোপীগণ বিরহঃখেও (বিপ্রলম্বেপ্রম দুঃখময় হইলেও) দিব্যভাগে কৃষ্ণলীলা গান করিয়া পরম সুখলাভ করিলেন। সুতরাং বিরহেও তাঁহাদের মহান উৎসব হইল ॥ ১২ ॥

নানা কল্পলতা বৃক্ষাদি সমন্বিত শোভন শ্রীবৃন্দাবনে স্বর্ণরত্নালঙ্কার-ভূষিত তনু পীতবসনধারী এবং গোপীগোপ গোপগপরিবৃত্ত ঘনশ্যাম শ্রীকৃষ্ণ নিরন্তর কেলিবিলাস ও কোতুক-রসামোদে প্রমোদিত হইয়া সর্কোৎকর্ষের সহিত বিরাজ করিতেছেন ॥ ১৩ ॥

অথত্র ।

যমুনানুপনীপালী মুরলীভঙ্গি-ভঙ্কুরং ।

গোগোপগোপিকা মধ্য মধ্যাসীনং তমাত্রায়ে ॥ ১৪ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণবিলাসে অনুরাগবর্ণনং

নাম ষষ্ঠঃ প্রবন্ধঃ ॥ ৬ ॥

প্রেমামৃত-মহাসিকৌ তত্তত্তাবপ্রকাশকঃ ।

প্রোক্তঃ শ্রীকৃষ্ণবিলাসঃ জয়গোপাল দাসেন \* ॥ ১ ॥

গ্রন্থং কৃষ্ণবিলাসাখ্যং শ্রদ্ধায়ুতঃ শৃণোতি যঃ ।

তস্য প্রেমাচ ভাবশ্চ কৃষ্ণচন্দ্রে ভবেদ্বৈবং ॥ ২ ॥

বৃন্দাবনাদেঃ প্রথমং রূপাদেস্তুদনস্তরম্ ।

ততো বনবিহারস্য রাসস্য তদনস্তরম্ ॥ ৩ ॥

রহস্যাদেঃ পরং তস্মাদনুরাগস্য বর্ণনং ।

অত্র প্রবন্ধাঃ কথিতাঃ গ্রন্থে ষট্শ মনোহরাঃ ॥ ৪ ॥

শাকৈ জলনিধি শশভৃদ্বাণ স্রবাংশৌ প্রযত্নবাহুল্যাদয়ং ।

গ্রন্থঃ শ্রীকৃষ্ণবিলাসো বিহিতঃ শ্রীমতা জয়গোপাল দাসেন ॥ ৫

সমাপ্তশ্চায়াং গ্রন্থঃ ।

শ্রীযমুনাতটবর্ত্তি কদম্বতরুতলে গো-গোপগোপিকাগণ মধ্যে অধিষ্ঠিত সেই ব্রজ মুরলীধারীকে ভজনা করি ॥ ১৪ ॥

ইতি ষষ্ঠ প্রবন্ধানুবাদ ।

দীন জয়গোপাল দাস কৃষ্ণপ্রেম-মহাসিকুতে সেই সেই ভাবপ্রকাশক এই “শ্রীকৃষ্ণবিলাস” নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন ॥ ১ ॥

যিনি শ্রদ্ধাবিত হইয়া এই “শ্রীকৃষ্ণবিলাস” নামক গ্রন্থ শ্রবণ করেন, শ্রীকৃষ্ণে তাঁহার ভাব ও প্রেমের নিশ্চয়ই উদয় হয় ॥ ২ ॥

প্রথমে বৃন্দাবন বর্ণন, তদনস্তর রূপাদির বর্ণন, তৎপরে বনবিহার, তৎপরে রাস, তাহার পর রহস্যাদি এবং শেষে অনুরাগ বর্ণন এইরূপ মনোহর ছয়টি প্রবন্ধ গ্রন্থে কথিত হইয়াছে । ১৫১৭ শকে শ্রীমৎ জয়গোপাল দাস কর্তৃক এই শ্রীকৃষ্ণ-বিলাস গ্রন্থ অতীব যত্নসহসারে রচিত হইয়াছে ॥

ইতি গ্রন্থ সম্পূর্ণ ।

শ্রীকৃষ্ণবিলাস কৃতী দীনগোপালদাসকঃ পাঠান্তরম্ ।







